বিধবা।

শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস
প্রণীত।

সহর সেরপুর।

চারুযন্ত্রে শ্রীতমিজ উদ্দিন আহাম্মদ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৯ সাল।

সূচী পত্র।

বিধবা।

আমার জীবন।

ঐ অসীম আকাশের বায়ু কোণে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ মেঘ, আর এই অনন্তময়ী প্রকৃতির ক্রোড়দেশে মানবশিশু, উভয়েই সমান। তিল তিল বর্দ্ধিত মেঘ সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করে, বাত-তাড়িত হইয়া আকাশমার্গে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়; ভয়ঙ্কর ঝটিকা, শিলা, বৃষ্টি, বজ্রনির্ঘোষ তাহার পরিণাম। ক্রমোপচিত-দেহ মানব তাহার অদৃষ্টচক্রে নিয়ত ঘূর্ণায়মান; দুঃখ, দুর্দ্দশা, শোক অনুতাপ তাহার জীবনের সহচর। মেঘমধ্যে ক্ষণপ্রভা, মানব হৃদয়ে সুখের আভা। আর, নিয়তির উপহাস পাত্রী আমি সেই দুঃখপূর্ণ মানব-জীবনের ব্যঙ্গ, দুর্দ্দশার শেষ দৃষ্টান্ত। আজ আমি আমার জীবন, আমার হৃদয়চিত্র অঙ্কিত করিব।

উপগ্রহ যেমন গ্রহের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করে; দূরদেশগত কৃপণের মন যেমন স্বতঃই তাহার আপন গৃহস্থ ধনাগারে ন্যস্ত রহে; বৃক্ষ-লম্বিত পিঞ্জরোপরি বৃদ্ধপক্ষীটি যেমন শাবকটি লইয়া যাইবে ভরসায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিতে থাকে; আমার মনও সেইরূপ একটি প্রস্তরবিনির্ম্মিত স্তম্ভের প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে।

কিরূপে আমার এই অবস্থা হইল; সচেতন সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীরস, অচেতন, নয়নবেদন পদার্থে আমার সুখ দুঃখ, আশা ভরসা সকল বিন্যস্ত রহিল; কিরূপে সেই অয়সাধিক কঠিন বস্তুতে চুম্বকের

কাঁটার ন্যায় আমার মন সর্ব্বদা চালিত, অপরিজ্ঞাত কেন্দ্রাভিমুখ-বলে হৃদয় নিয়ত সেই দিকে আকৃষ্ট, কোন কেন্দ্রবিমুখ-বল তাহা নিবারণে সমর্থ নহে; আজ তাহাই লিখিতে বসিলাম।

যিনি সংসার সুখ-শয্যা কল্পনা করিয়া জাগ্রতাবস্থায় প্রসুপ্ত; স্বপ্নের শ্রুতি-মধুর আশ্বাস বাক্যে জীবনবর্ত্মে অবিরত অগ্রসর হইতে ব্যস্ত; রুদ্ধগৃহের ক্ষীণ প্রদীপ আকাশের মেঘে আবৃত করে না, দরিদ্রের পর্ণকুটীর, বালকের ক্রীড়া-পুত্তুল গ্রহণে রাজার লোভসঞ্চার হয় না দেখিয়া নিশ্চিন্ত; যিনি অন্ধ;—নিদাঘে উষ্ণমণ্ডলে পুষ্পের বিকাশ, ক্ষুদ্র তটিনীর সামান্য বারি-বিন্দুর জন্য অনন্ত সমুদ্রের পিপাসা, ক্ষুদ্র অনলের ধূম,—কণিকামাত্র বাষ্পের জন্য অনন্ত আকাশের আগ্রহ, দেখিতে পান না; তিনি একবার স্থির চিত্তে আমার ক্ষুদ্র জীবনী,—জীবন বিহীন জীবের অবস্থা, পাঠ করুন; নির্ব্বৃষ্টি প্রদেশের শুষ্ক সরোবরে হ্রদিশোষবিক্লবা শফরীর অবস্থা দেখিয়া রাখুন।

যখন জীবনতটিনীটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপ্রশস্ত ছিল, পিতৃপরিবারের আমোদ-উপত্যকার মধ্যদিয়া কুল কুল রবে প্রবাহিত হইত; যখন প্রতি অনিল-হিল্লোলে কুসুম-সৌরভ, প্রতি জলবিন্দুতে সৌন্দর্য্যসমষ্টি এবং প্রত্যেক ধ্বনিতে সঙ্গীত-সুধা বিকীরিত থাকিত; যে সময় সমস্ত জগৎ খল খল হাসিত, প্রকৃতির প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন পরিচ্ছদ ছিল; অতি সাবধানে সে সমস্ত দেখিয়াছি, মনঃপ্রাণে সেই অস্ফুট কুসুম-কোরকে সুখসুধা পান করিয়াছি। ভাবনার কুটীলস্রোত সে উপত্যকায় ছিল না; ছলনার আবিল বারি, কাপট্যের দুর্গন্ধ ফেণরাশি সে সৈকত স্পর্শও করে নাই। উৎসৃষ্ট কুসুমটি যেমন ভাসিতে ভাসিতে জানে না কোথায় চলিয়া যায়, আমিও সেইরূপ অনিয়ত জীবনস্রোতে প্রবাহিত ছিলাম; নির্গন্ধ কাষ্ঠগোলাপের ন্যায় বীচিমালার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতাম; সৌরভ ছিল না, চতুরস্র-বিকসিত সৌন্দর্য্যও ছিলনা। কিন্তু পিতৃপরিবারের আদরে প্রতিপালিত হইতাম, স্নেহের রঞ্জিতদর্পণে সকলেই আমাকে সুন্দর দেখিত। আশা জানিতাম না, নিরাশও হইতাম না; প্রকৃতির জীবনবিহীন ক্রীড়া পুত্তুল, বালিকাপ্রকৃতির খেলার সামগ্রী ছিলাম; কিছুই বুঝিতাম না, কোন ভাবনাও ছিলনা।

কৌতূহল-বশবর্ত্তিনী হইয়া বালিকা-আমি মুকুরে আপন চিত্র অনেক সময় নিরীক্ষণ করিয়াছি; আপনাকে আপনি হাসাইতে নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া সেই অকপট চিত্র গুলি দর্শনে প্রীত হইয়াছি। যখন অলকাদাম ক্ষুদ্র ললাট, অবদ্ধকুন্তল নয়ন দ্বয় আবরণ করিত, মৃদু সমীরণে তাহা ঈষৎ আন্দোলিত হইত, দেখিয়া হাসিতাম, গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতাম। স্নেহময়ী জননী আসিয়া পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইতেন; জ্যোৎস্নারূপিণী সেই মূর্ত্তি অবলোকনে হৃদয় যেন উথলিয়া উঠিত; হাসিতে হাসিতে, দর্পণ খানি পড়িয়া যাইত, দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিতাম। সেই সপ্তম, অষ্টম, নবম বর্ষের কথা, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ বর্ষ বয়সের সামান্য সামান্য ঘটনা,—ভূতলবিস্তৃত বকুল ফুল গুলি কি মানসনয়নে দেখিতে পাই না? অমূল্য অজ্ঞাত ভাণ্ডার সম্মুখে লইয়া তৎকালের সেই উপবেশন কি স্মরণ হয় না? ভবিষ্যৎ-কপাট উন্মুক্ত, যবনিকা উত্তোলিত হইলে কত দেখিব, কত সুখ লাভ করিব আশায় হৃদয় যে স্ফীত হইত, সেই বালিকাকালের অস্ফুট স্মৃতি কি অন্তঃকরণে ছায়াকারে উদয় হয় না? কিন্তু হায়! সেই আমি,—সেই মুকুরে প্রতিফলিতা, ক্ষীণাঙ্গী, হাস্যময়ী বালিকা, আজি কি হইয়াছি! উদ্দেশ্য বিহীন হাটিতে হাটিতে হঠাৎ মুকুরপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছি, হা বিধাতঃ! দেখিলাম সেই বালিকা আজি কি হইয়াছি!

যখন ধূলিতে শরীর ধূসরিত থাকিত, মাটিতে অন্ন পাক করিতাম, যাহা সকলে করিত তাহারই অনুকরণ অতি প্রিয়-কার্য্য ছিল; তখন যদি জানিতাম এ ধূলিখেলা শেষ হইবে; যে জ্ঞান-বৃদ্ধের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লালায়িত, সে পুনরায় আমারই অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে অহর্নিশ ইচ্ছা করে; তবে কি ভ্রম ও আশা এতকাল পরিপোষণ করিয়া আপনার বধসাধনে ছুরিকা আপনিই শাণিত করিতাম? প্রাণনাশক হলাহল কি সমাদরে কণ্ঠে বহন করিতে প্রয়াস পাইতাম? হায়, হায়! পরে দেখিলাম প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগে খড় ও মৃত্তিকা; সংসারের আনন্দযবনিকার অন্তরালে শ্মশান-কঙ্কাল!

বয়োবৃদ্ধিসহ চাপল্য হ্রাস হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র তটিনীতে বারিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরতা আরম্ভ হইল। মেঘমালা ভেদ করিয়া দিবাকর যেমন রেখা

মাত্র প্রথমতঃ প্রকাশ পান, হৃদয়ে যেন সেইরূপ একটি জ্যোতি সহসা বিকাশ হইল। হৃদয়-কন্দরের গাঢ় অন্ধকারে, কোন পার্শ্বে, কি যেন লুক্কায়িত ছিল, এতদিন অনুসন্ধান করি নাই, নিদ্রায় অচেতন বা মাদকতায় মত্ত ছিল; সহসা একদিন জাগিয়া উঠিল। হৃদয় অপ্রশস্ত, ভাব গুরুতর, সুতরাং তাহা সুখকর হইলেও হৃদয় একবার ব্যথিত হইল। ক্ষণেক মোহিত বা নিদ্রিত হইলাম। স্বপ্নের ন্যায় দেখিলাম, শত শত দেবকন্যা আমাকে বেষ্টন করিলেন। সেই অদিতিতনয়াগণের শরীরসৌরভে মন আশ্বস্ত, শরীর পুলকিত হইল। মনে নূতন সুখের লহরী ছুটিল। সে লহরীতে বিরাম নাই, একের পর আর একটি, তাহার পর শতশতটি দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। সহসা সংসার নিকুঞ্জময়; শামা দয়েল পাপিয়ার সুতান, পুষ্পরূপিণী দেবকন্যাগণের শরীরসুবাস জগৎ উচ্ছসিত, চারিদিক হাস্যময় করিল। কে বলে রামধনু সুন্দর? সে সৌন্দর্য্যের উপমেয় রামধনুও নহে। দেখিলাম সুখের আকাশ অনন্ত; তাহাতে সর্ব্বদা পূর্ণ চন্দ্র বিরাজমান, সে চন্দ্রের কলঙ্ক নাই। তাহার পার্শ্বদেশে মেঘ খণ্ড প্রকাশ পাইলে সৌরকিরণে তাহাও অধিক রঞ্জিত করিতেছে; সে মেঘে বজ্র নাই। সুধাসিন্ধু সম্মুখে আতটপূর্ণ, তাহাতে সুদর্শনধারী রক্ষক নাই। কিন্তু হায়! জানিতাম না যে, সংসারের সে ক্ষীরসমুদ্র কোটি কোটি লোকে আমার পূর্ব্বে মন্থন করিয়াছে;—চন্দ্র, লক্ষ্মী, কৌস্তুভরত্ন সকলই চলিয়া গিয়াছে, কেবল হলাহলের উর্ম্মিমালা বিরাজ করিতেছে! তাহা এত অধিক যে, নীলকণ্ঠ নীলকণ্ঠ হইয়াও তাহা ফুরাইতে পারেন নাই; আমার জন্যও রহিয়াছে! কিন্তু হায়! আশ্চর্য্য এই যে, মৃত্যুঞ্জয়দেবের পীতাবশিষ্ট হলাহলে কাহারও জীবনান্ত হয় না!

পিতার বিপুল সম্পত্তি, যাহা ইচ্ছাকরিতাম তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইতে পারিত। মাতার অপরিমেয় স্নেহ, কোন অভিলাষ করিলে তাহা ভাবে মাত্র বুঝিতেন, করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বের তাদৃশ সরলতা রহিল না। একরূপ সঙ্কোচ ভাব, একরূপ মানসগোপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনা হইতে অভ্যাস হইল। পিতার যত্নে যৎকিঞ্চিৎ লিখা পড়া শিখিলাম; জ্ঞানের মূল্য, ধর্ম্মের পবিত্রতা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু কৈশোরসারল্য আর রহিল না। মনের সাহস স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইয়া চলিল।

অধীন হইবার জন্য মনুষ্যের জন্ম, বিশেষতঃ ললনাগণ যেন তদ্বিধ উপাদানেই নির্ম্মিত, স্বাধীন ভাবে ভাবনা করিতেও মন যেন চমকিয়া উঠে। সুতরাং আমিও আপন মত, আপন অস্তিত্ব সকল ভুলিতে লাগিলাম। পালিত পশু যেমন বন্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে লোকের অধীন হইতে অভ্যাস করে, আমিও সেইরূপ অধীনতা অভ্যাস করিতে লাগিলাম; স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বিতা কমিয়া আসিল। এতদিন যে নয়ন ভাবশূন্যদৃষ্টিতে অথচ প্রফুল্লতা মাখিয়া স্বচ্ছন্দে চারিদিকে ধাবিত হইত, আরণ্য অপরাজিতার ন্যায় শোভা পাইত, ক্রমে তাহা উদ্যানস্থ সূর্য্যমুখী,—দিবাবসানে অবনত-বদনা পুষ্পটির ন্যায় আনত থাকিতে অভ্যাস করিল। যাহা ভাল বোধ হইত অন্যে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে 'হাঁ' বলিতে যেন প্রবৃত্তিই হইত না; সত্যের প্রতি দৃঢ়ভক্তি সত্ত্বেও আপনার অজ্ঞাতসারে 'না' শব্দ রসনা হইতে নির্গত হইত। ফলতঃ স্ত্রীলোকের যাহা স্বভাব, সকল দেশে সকল সময়ে তাহাদের যেরূপ স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি আমাকেও আশ্রয় করিল। আমি বালিকা ছিলাম, যুবতীর যৌবনরাজ্যে অগ্রসর হইলাম। লজ্জা আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

ধুলি-খেলা একদা যেন ভুলিয়া গেলাম; পরিষ্কার থাকা ভালবাসিতে লাগিলাম। যাহাতে শরীর সুন্দর দেখায় সর্ব্বদা তাহাই ভাল বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু মন সর্ব্বদা সাবধান, সঙ্কুচিত। প্রফুল্ল হৃদয়ে দর্পণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি মোহিত, যারপর নাই আহ্লাদিত হইতাম সত্য; কিন্তু অন্যে আমাকে দর্পণপার্শ্বে দেখিবে ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতাম। বিকাশোন্মুখ নবযৌবনের নবীন মাধুরী সকলেই প্রশংসা করিত; আমিও তাহাতেই মুকুরে আপন প্রতিবিম্ব অবলোকন করিতে ভাল বাসিতাম। তখন মনে হইত তাহাদের প্রশংসা স্তোকবাক্য বা মূলশূন্য নহে।

কিন্তু হায়! সেই আমি,—কি ছিলাম, কি হইয়াছি! কোথায় সেই নয়নমাধুর্য্য, কোথায় সেই গৌরবপূর্ণ দৃষ্টি আর কোথায়ই বা সেই চির-সঙ্গিনী মধুময়ী হাসি! আজ আমাকে দেখিয়া আমিই ভীত হইতেছি। যে নয়ন বর্ষার পূর্ণ নদীর ন্যায় টল টল ভাসিত, আজি তাহা শরতের কর্দ্দমিত

সলিল সহ নীচে পড়িয়াগিয়াছে, কর্দ্দমিত সৈকতাপাঙ্গে কালিমা বিরাজ করিতেছে! কোথায় সেই সুখ স্বাস্থ্যের নির্ঘণ্ট আরক্তিম গণ্ডযুগল, প্রফুল্লতার প্রমাণ স্বরূপ সুললিত গ্রীবা-ভঙ্গী, সেই বিনায়িত কেশ-গুচ্ছ, যত্নরক্ষিত কণ্ঠাভরণ, সমস্ত অঙ্গের হেমাভরণ সকল; সেই সুন্দর বসন, মার্জ্জিত দশন, প্রফুল্ল মুখছ্যতি! কই, কিছুইত নাই! যে গৃহে আছি সে গৃহ শূন্য, যে বাড়ীতে আছি বাড়ী শূন্য, গ্রাম শূন্য, দেশ শূন্য, সমস্ত সংসার শূন্যময়। এই বিস্তীর্ণ সৌরবিশ্বে আমি একাকিনী; আপনার পাদশব্দে আপনি চকিতা হইতেছি। কথাটি কহিতে সাহস হয় না, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেও শঙ্কা হয়। হায়! কোন্ বিধাতা জীবনের এই শোচনীয় অবস্থা ঘটাইলরে? কোন্ বিধাতা নির্ম্মম হৃদয়ে আমাকে বিষস্রোতে ভাসাইলরে?

সেই আমি কি এই? একথা বিশ্বাস হয় না। আমি বলিলে হস্ত বা পদ চক্ষু বা কর্ণ বুঝায়না; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমষ্টি শরীর ও আমি নই। আমি শরীর হইতে পৃথক্, অথচ শরীরেই আমার আবির্ভাব; সুতরাং শরীরের সহিত তাদৃশ নিকট সম্বন্ধ। হায়! সেই শরীরের যখন অবস্থা এই, মনের যে অবস্থা তাহা কি আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে? আত্মদমনে প্রয়াস পাইয়াছি, শোক দুঃখে বিহ্বল রহিয়াছি এ কথা যেন বাহ্যিক আকারে প্রকাশ না পায় এজন্য চেষ্টার ক্রটি করি নাই। কিন্তু হায়! শরীর মনের দুর্ভেদ্য সম্বন্ধ বিভেদ করিতে কাহারও সাধ্য নাই; আমিও অকৃতকার্য্য হইয়াছি। এজন্য আর দুঃখিতা নই; লোকে ভাল বা মন্দ বলুক আমার নিকট উভয়ই সমান; রূপ-বাসনা মিটিয়া গিয়াছে। এখন আর শ্রাবণের বারিধারা সরোবর-বক্ষে সহস্র মুক্তা ফলায় না; পর্ব্বতের তুঙ্গশীর্ষ, অমানিশার গম্ভীর ভাব, শস্য-ক্ষেত্রের শ্যামল শোভা, শিশুর হাসি, কাহারও শোভা নাই। সিংহগর্জ্জনও ভেকরব তুল্য হইয়াছে। তুল্য হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন সিংহগর্জ্জনেও মধুরতা অনুভব করিয়াছি,—বুকে বল ছিল, ভয় আসিয়া আকুল করিতে পারিত না; এখন আর তাহা নাই; এখন ভেকরবেও শরীর কাঁপিয়া উঠে। মক্ষিকা যেমন আপনা পাসরিয়া মধুপানে মত্ত হয়, সংসারে সকলেরই সেরূপ মাদকতা আছে। কিন্তু, হায়! আমার মধুআহরণের সঙ্গে সঙ্গে যে বিষ উঠিবে পূর্ব্বে তাহা জানি নাই!

আমার বোধ হইতেছে, আমি উদ্বিগ্নহৃদয়ে দ্রুত পাদবিক্ষেপে একটি বালুকা স্তূপ আরোহণে প্রয়াস পাইতেছি; স্বপ্নে সর্প দর্শনে ভীত হইয়া পলায়নে চেষ্টা করিতেছি; প্রতিপদে পদস্খলিত হইতেছে, আরোহণ বা পলায়ন দূরে থাকুক, প্রতি উদ্যমে শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন হইতেছে; আশা ভরসা, সাহস অধ্যবসায়, সকল শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘটিকা যন্ত্রের কাঁটার ন্যায় আমি প্রতি মুহূর্ত্তে সমস্ত সংসারচক্র আবর্ত্তন পূর্ব্বক পূর্ব্বস্থানে আসিতেছি। এ গতি কি প্রতিরুদ্ধ হইবে না? সেকণ্ড গণিতে বসিলে মিনিটের, মিনিট গণিতে ঘণ্টার গতি যেমন ধীর বোধ হয়, আমার জীবনে প্রতিমুহূর্ত্ত, প্রতি ঘণ্টা, প্রতিদিন সেইরূপ ধীরে ধীরে যাইতেছে। ভ্রাম্যমাণ ইহুদির ন্যায় (১) অনন্তের অন্ত আছে কি না তাহাই গণনা করিতে বসিয়া আছি। এ গণনা কি ফুরাইবে না? এ স্রোত কি থামিবে না? ফল্গুনদীর অন্তঃস্রোত এ অন্তঃস্রোতের অনুকরণ মাত্র;—উপরে বালুকা রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত, অভ্যন্তরে তর তর ধারা প্রবাহিত। কিন্তু ফল্গুস্রোতঃ স্নিগ্ধ বারিধারা, আমায় এ অন্তঃস্রোতঃ আগ্নেয় গিরিহ্বরের দ্রবধাতু, অথবা উন্মত্ত কুকুরের তীব্র বিষ। সুতরাং উপরিভাগ শুষ্ক, অভ্যন্তরে অসহ্য বেদনা।

এই পুটপাকে অভ্যন্তরের জলরাশি বাষ্পাকারে বাহির হয়, চর্ম্মকবাট দুই জোড়া উন্মুক্ত থাকুক আর রুদ্ধ থাকুক ধারা থামাইতে পারে না, অবিরল বহিতে থাকে। এই নির্ঝরিণীদ্বয়ের মূলদেশ অনাবিষ্কৃত নহে,—চক্ষু দ্বারা না হউক, অনুমানশাস্ত্রের সাহায্যে তাহা পরিজ্ঞাত; অভ্যন্তরে হৃদয় নামে

---

(১) প্রাচীন একটি কাহিনী অনুসারে ভ্রাম্যমাণ ইহুদি জেরুজিলেম নগরীতে একজন চর্ম্মকার ছিল। একদা ত্রাণকর্ত্তা (যিশুখৃষ্ট) তাহার গৃহসমীপে উপস্থিত হইয়া নিকটে যে প্রস্তরাসন ছিল তদুপরি উপবেশন করিতে প্রার্থনা করিলেন। ইহুদি তাঁহাকে 'যাও যাও, চলিয়া যাও' বলিয়া তাড়াইয়া দিল। ত্রাণকর্ত্তা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তিনি দুঃখের সহিত চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় এই অভিসম্পাত করিয়া গেলেন 'অনন্ত সময়ের অন্তকাল পর্য্যন্ত তুমিও যাও, যাও যাইতে থাক।' চার্লস ম্যাগম্যিন্, আহাস্বিরস্ নামক কাব্যের পরিশিষ্টে এ বিষয় সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি উপন্যাস লেখক ইয়ুজিনুস্ এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

একটি লবণময় হ্রদ আছে, লবণাক্ত জলে তাহা আতট পূর্ণ; সামান্য শোক-বর্ষণে, দুঃখ পতনে, সুখ-সঙ্গমে সেই জলরাশি স্ফীত হইয়া নয়ন পথে নির্গত হয়; এইজন্য সংসার বাসিনী, বনবাসিনী সকলেই অশ্রুমতী।

পাষাণ বিদীর্ণ হইয়া নির্ঝরিণী বাহির হয়; পাষাণ কাঁদিতে জানে। অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র নয়ন; যখন দুঃখের মেঘে সেই চক্ষু আবৃত হয় আকাশ সহস্র ধারায় অশ্রু বর্ষণ করে। বৃক্ষবল্লী শিশিরাশ্রু, দ্রবধাতু ধাতবধারা পরিত্যাগ করে। অনন্ত বারিনিধি অশ্রু-সর্ব্বস্ব। তবে প্রকৃতির শিষ্য, সেবক, অনুকারক, মানব মানবী অশ্রু পরিত্যাগ না করিবে কেন।

অশ্রু থামিবার নয়, থামিবে না, থামাইব না, থামাইতে পারিব না। পারিব না, চেষ্টাও করিবনা। অশ্রু বহিবে ক্ষতি কি? সুখের সন্তান! স্বার্থের দাস! দূর হও, আমার অশ্রু দেখিও না। অশ্রু কাহাকে ডাকেনা, কিছু প্রার্থনা করেনা, তাহাকে বহিতে দেও। নক্ষত্র পাত থামাইতে পারিবে? মেঘ হইতে সৌদামিনী দূরে রাখিতে পারিবে? সমুদ্রের জলের গতি, পর্ব্বতের প্রশান্ত মূর্ত্তি, আকাশের বিস্তার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে? তোমার তাহা সাধ্য হইবে না। তুমি চন্দ্র সূর্য্য নির্ব্বাণ করিতে পার না, ক্ষুদ্র জোনাকীর প্রতি অত্যাচার কেন?

অশ্রু আমার বন্ধু, অশ্রু আমার প্রাণ; অশ্রু আমার স্মৃতি, অশ্রুই আমার ধ্যান। আমার নয়নে মন্দাকিনী ভোগবতী ভাগীরতীর আবির্ভাব,—জম্‌-জম্‌, জর্ডান বিরাজমান; সেই পবিত্র ধারা কে রোধ করিবে, কাহার সাধ্য?

এই ভাগীরথী যে প্রথমতঃ সংসারে আনয়ন করিল সে ভগীরথ কোথায়? কোন্‌ সগরবংশ পবিত্র করিতে অশ্রুর আগমন? কোন্‌ স্বর্গ হইতে কাহার প্রার্থনায় এই জম্‌জমের অবরোহণ? এই জ্ঞানবাপী বরদা, এই পবিত্রবারি সুখদা।

তবে অশ্রুই ত অনন্ত সুখের আকর, আমার আর ভাবনা কি? আমার নয়ন অমৃতনদী, বিন্দু বিন্দু ঝরিতেছে, বসুধে! শীতল হও!

না না, শীতল হইতে পারিবে না। অশ্রুতে অশ্রুতে প্রভেদ আছে। যে অশ্রু-বিন্দু তোমাকে শীতল করিবে,—প্রেমিকের প্রেমাসার, ভাবুকের ভাবধারা, পুত্রোৎসঙ্গাপ্রসূতির ভবিষ্যৎ সুখ-উৎস, সুধীর হৃদয়োচ্ছ্বাস,

এ সমস্ত তোমাকে স্নিগ্ধ করে। নিদাঘশুষ্ক কণ্ঠে আমার অশ্রুপানে এত আগ্রহ কেন? হা ভ্রান্তি! যে সমুদ্রে অমৃত,সেখানেই অশনি; যে নদী জাহ্নবী তাহাতেও কুম্ভীর; দণ্ডকারণ্যে রাক্ষস বাস, নৈমিষে দৈত্যভয়!

এমন অর্ব্বাচীন কে আছে যে শৃঙ্খলিত কেশরী ছাড়িয়া দেয়? আমি রাক্ষসীঅশ্রুবারির প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, পারিনাই; এই নৃমুণ্ডমালিনী ভৈরবী। অশ্রু কাল-সমুদ্ররূপিনী; ইহার উন্মাদ-তরঙ্গ প্রলয় ঘটাইবে। এতদিন একটি বাঁধছিল,আমাকে ভাসাইতে,সংসার প্লাবিত করিতে পারে নাই; কে যেন, হায়! কি বলিব? কোন্ পাষাণ-হৃদয় যেন সেই সেতুবন্ধ কাটিয়া দিয়াছে; আর আমি সেই দুর্ব্বার বিষস্রোতে কুমুদিনী, ক্ষুদ্র নলিনী,—দলিতা, বিমর্দ্দিতা, পঙ্ক শায়িনী! হায় হায়! আমি এখন উন্মূলিত পাদপের উপপাদপ, ভস্মীভূত বৃক্ষেরছায়া, নির্ব্বাপিত দীপদশা, উন্মত্তের স্বপ্নসুখ!

বিষ বলিয়া কি অনাদর করিব? না, অশ্রু অনাদৃত হইতে পারে না। অশ্রু হীরক—মূল্যবান্ বিষ; ফেলাইয়া দিতে পারি না। প্রতপ্ত বসুধা প্রথম বৃষ্টিতে অধিক প্রতপ্তা হন, উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন সত্য; কিন্তু বৃষ্টি স্থায়ী হইলে তিনিও শীতল হন। দীর্ঘকাল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইলে আমার হৃদয় কি শীতল হইবে না? হে বালকের সঙ্গি, যুবকের প্রণয়-প্রাণ, বৃদ্ধের স্মরণ-পুস্তক অশ্রো! তুমি কি একদিন আমাকে শীতল করিবে না? সমুদ্ররূপী অশ্রুর বক্ষে নিমজ্জিত হইব, হয় শীতল হইয়া পুনরুত্থান করিব, না হয় মরিয়া বাঁচিব।

অশ্রু বহুরূপী,অশ্রু নিদাঘপরাহ্নের মেঘ,—এই ভীষণ ঝটিকা,এই রৌদ্র। কিন্তু হায়! আমার অদৃষ্টে যে অশ্রুর আবির্ভাব তাহার আর রূপান্তর নাই। মৈশরীয় গাঢ় অন্ধকারে (১) আমার হৃদয় চিরদিনের জন্য মেঘান্ধকার; অশ্রু বর্ষিবে বর্ষিবে. আর নিবৃত্ত হইবে না।

(১) বাইবেলে লিখিত আছে, জোসেফের স্বদেশীয়গণকে (ইজরালাইট্‌স্) মিশররাজ ফেরোয়া বিদায় দিতে অস্বীকার করাতে মুষার প্রার্থনা মতে ঈশ্বর যে দশটি উপদ্রব মিশরে প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে অবিশ্রান্ত অন্ধকার একটি ছিল। সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেই ভীমান্ধকারে মিশর আবৃত থাকাতে রাজা ও প্রজাবর্গের যারপর নাই কষ্ট হইয়াছিল।

হায়! অশ্রুতে অশ্রুতে কত প্রভেদ! যেদিন নাথের প্রতি কপট কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক মানিনী হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছি, সে দিন নয়ন-পথে বারিধারা নির্গত হইয়াছে; যখন বিদেশ হইতে প্রত্যাগত প্রাণকান্তকে প্রথম দর্শনে অধীরা হইয়া বাষ্প বারি বিসর্জ্জন করিয়াছি, সেদিনও বারিধারা বহিয়াছে; আর আজ! হায়! আজ সেই পরলোকগত প্রাণেশকে স্মরণ পূর্ব্বক নিরাশ হৃদয়ে শোণিতাশ্রুপাত করিতেছি, আজও ধারা নির্গত হইতেছে। কিন্তু হায়! কপট কোপের প্রণয় বারি, পূর্ণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, আর ভগ্নহৃদয়ের তটাভিঘাত কত ব্যবধান! তরঙ্গের তটাভিঘাত সামান্য, তাহাতে তটদেশ ভাঙ্গিয়া যায়, সমস্ত শেষ হয়। কিন্তু, যে তরঙ্গের পর তরঙ্গঘাতে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত, তাহার শেষ নাই। না না, তুলনা চলেনা এ তুলনা সহ্য হয় না, অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে; হৃদয়-শোণিত নয়ন-পথে বাহির হইবার পূর্ব্বেই যেন জল হইয়া যায়!

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারি না, অভাগিনী বধূ। যাঁহার সীমন্তিনী তিনি ত চলিয়া গিয়াছেন, তথাপি আমি বধূ; তাঁহার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তিনি নাই; আমার সীমন্ত শূন্য, তবু আমি অন্তঃপুর বাসিনী সীমন্তিনী। সকলের সাক্ষাতে কাঁদিতে পারি না, নির্জ্জন স্থান ও সংসারে আমার নাই। যদি কখনও নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে, নির্জ্জন, নিঃশব্দ প্রকৃতি প্রাপ্ত হই, তখন সেই গাঢ় অন্ধকারাবৃত শ্মশান-নিসর্গের ক্রোড়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেও চমকিয়া উঠি। হৃদয়ের শূন্য ভাব যেন বাহ্য জগতে বিরাজমান দেখি। জীবিত-জগৎ বিধবার হৃদয়ে প্রতপ্ত লৌহ কটাহ; মৃত ও নীরব জগৎ বিধবার নরকাগ্নি, সে সময়ের জ্বালা নিতান্ত দুঃসহ। হৃদয় খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারি না; অশ্রু, "হৃদয়শোণিত সহ হৃদয়ে সঞ্চরে।" হায়! অভাগিনী বিধবার নিয়ত এই অবস্থা!

অয়ি প্রোষিত ভর্ত্তিকে! তুমি ম্লান মুখে বসিয়া আছ, দিন ফুরায় না। ভাবিতেছ, তোমার ন্যায় দুঃখিনী আর নাই। কিন্তু সরলে! অভাগিনীর দুঃখ দেখিয়া তোমার দুঃখ ভুলিয়া যাও। ভাবিয়া দেখ তোমার আশা আছে, আমার আশা নাই; তোমার সময় গণনা আছে, আমার তাহাও নাই! ভগিনি! তুমি মনে করিতেছ, 'একদিন'; কিন্তু আমার সে 'একদিন'

ত ফুরাইয়াছে। ঐ যে অনন্ত নক্ষত্র-মধ্যে তোমার হৃদয়াকাশের চন্দ্রটি শত যোজনান্তে বিরাজমান, তাঁহার শীতল কৌমুদী তোমাকে উৎফুল্ল করিবে; ঐ যে প্রদীপটি নিভু নিভু করিয়া জ্বলিতেছে, আশায় তৈলদান করিয়া তাহা উজ্জ্বল রাখিবে। ভগিনি! অভিমান পরিত্যাগ কর, মানিনী হইয়া মুহূর্ত্তও নষ্ট করিও না। মুহূর্ত্ত সমষ্টি দিন, দিন সমষ্টি জীবন। দিন দিন করিয়া জীবন চলিয়া যায় কেহ দেখিতে পায় না। দিন যায়, জীবন ছোট হয়, লোকে তাহাকে বড় হওয়া বলে! তুমি সে ভ্রান্তিতে ডুবিও না। মুহূর্ত্ত বড় মূল্যবান্। তুমি মানিনী হইয়া নয়ন নিমীলিত করিবে, আর, ঈশ্বর না করুন, অমনি তোমার সকল ফুরাইবে! মূল্যবান্ বস্তু থাকিতে লোকে মূল্য বুঝিতে পারে না। অভাবে তৃণও মূল্যবান্; স্বামী অমূল্য রত্ন। তোমাকে বিনয় করিয়া বলি, যাহা আছে তাহার আদর কর, শেষে যেন কোন দিন আক্ষেপ করিতে না হয়। দেখ বিধবার কি শোচনীয় অবস্থা! এখন মনে করিতেছ, এরূপ স্বামী থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল, কিন্তু ভগিনি! সে দিন তোমার কি দশা হইবে! হৃদয় ফাটিয়া যাইবে, কাঁদিবার সাধ্য নাই; শরীর শীর্ণ বিশীর্ণ হইবে, মরিবার সামর্থ্য নাই; দাঁড়াইবার উপযুক্ত বল থাকিবে না, অথচ তোমার শোক দুঃখ সমস্ত গোপন পূর্ব্বক দশের সঙ্গে চলিতে হইবে। যখন আমোদ-স্রোত বেগে বহিবে, সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার ন্যায় নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইবে, তোমার হৃদয় গুরুতর ভারাক্রান্ত, ভাসিবার সাধ্য নাই, তথাপি তোমার সেই অসাধ্য সাধন করিতে হইবে। তোমার কালো মুখ যেন অন্যের আনন্দ-কৌমুদী মেঘান্ধকার না করে। সংসার এমন স্বার্থপর, এমন নির্দ্দয়, যে তোমার দুঃখ বুঝিবে না; তোমার হৃদয় শতধা বিভক্ত হইলেও তাহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুমি অস্বামিক বস্তু, তোমার আবার আদর কি? তোমার জীবন নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য; অন্যের আমোদ নষ্ট করিবার তোমার কি অধিকার আছে? তোমার শোক যখন নূতন ছিল তখন লোকে তোমার সঙ্গে দুই দিন অশ্রুপাত করিয়াছে, দুইদিন প্রবোধ বাক্য ব্যবহার করিয়াছে। এখন সংসারের সকলের নিকট তোমার দুঃখ পুরাতন। তুমি যতই দীর্ঘদিন ক্লেশ পাইতেছ, তোমার শোক-বিদীর্ণ হৃদয়স্থ ঘা ততই মজ্জাগত হইতেছে; ক্রমেই

অধিক বেদনা, অধিক জ্বালা ; অন্যে তাহা বুঝিবে না। 'তুমি অমঙ্গল রূপিনী', 'তুমি পোড়াকপালী !'

হায় ! আমি এখন এই অবস্থায় পতিতা ! যখন শোক নবীন ছিল, যাতনা এত ছিল না ; বজ্রাহত হইয়া নিস্পন্দ ছিলাম ; ক্রমেই বিলম্ব হইতেছে, ক্রমেই ভ্রান্তি দূর হইতেছে ; ক্রমেই আপন দুরবস্থা দেখিতেছি। যে আমি 'হাসি-সর্ব্বস্ব' ছিলাম, এখন অন্যকে হাসিতে দেখিলে বিরক্তা হই,তাহাকে অন্তঃসার বিহীন মনে করি। যে আমোদ ভাল বাসে তাহাকে অপরিণামদর্শী জ্ঞান করি। হায় ! এই আত্মমত জগৎ পরিদর্শন কতদিনে শেষ হইবে ? রে নিষ্ঠুর বিধি ! কতদিনে আমার এই অমঙ্গল-দর্শি নয়নোপরি চিরাবরণ পড়িবে।

কুসুম মাল্যস্থলে চিন্তা-হার গ্রহণ করিয়াছি ; প্রণয়-স্বপ্নের পরিবর্ত্তে হৃদয়ে চিতা জ্বলিতেছে ; প্রাণেশের পরিবর্ত্তে তাঁহার সম্বন্ধীয় দুর্ব্বিসহ অতীতস্মৃতি হৃদয়ে বহন করিতেছি। হতভাগিনীর অবস্থাপরিবর্ত্তন আর কেমন করিয়া প্রকাশ করিব? হায় হায়! এই বারিশূন্য ছায়াশূন্য সংসারমরুতে আর কতদিন রহিব ? মরীচিকার অনুসরণে আর কতবার ক্লান্ত হইব ? হায় ! যাহারা ভালবাসিত, যাহারা আমাকে স্বামী সোহাগে সোহাগিনী জানিত, কেমন করিয়া এমুখ আর তাহাদিগকে দেখাইব ? আজ দর্পণ আমারই ভ্রম জন্মাইল, এআমি যে সেই আমি হায় ! কেমন করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব ?মালার ফুল পড়িয়া গিয়াছে, রজ্জু মাত্র রহিয়াছে ; এখন আর কে চিনিতে পারিবে ? সেই আমি আজ এই অবলম্বন হীনা, নিরাধার শূন্যে পদ বিক্ষেপ করিয়া কিরূপে কোথায় অগ্রসর হইব ? রে হত বিধি ! এই তোমার মনেছিল ?

এখন দর্পণ আমার ঐ মার্ব্বেল-রচিত সমাধি মন্দির। দিনযামিনী তাহাই মানস-নয়নে নিরীক্ষণ করি। কৃপণ আত্মা সেই স্থানে নিহিত আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব ভাণ্ডারের প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে। আমার সংসার ঐ স্তম্ভমূলে, স্বর্গ ঐ মন্দিরাভ্যন্তরালে অবস্থিত। আকাশের সূর্য্য উৎপাটন করিয়া ঐ স্থলে সমাহিত করিয়াছি। চন্দ্রের কৌমুদী, কল্পনার কুসুম তাহার চারিদিকে বিরাজ করিতেছে। এই স্তম্ভই আমার জীবন, স্তম্ভই আমার সর্ব্বস্ব। বিধাতঃ ! এজীবনে যাহা তোমার মনেছিল করিয়াছ, অন্তে যেন ঐ স্তম্ভ আলিঙ্গন করি এই বিধান করিও।

শেষ-শয্যা।

আজও দিন, কালও দিন, দিন সকলই; কিন্তু হায়! দিনে দিনে কত প্রভেদ! ১২৭৭ সনের ১৪ই মাঘ এক দিন গিয়াছে; ১২৮৫ সনের ১লা অগ্রহায়ণ আমারই জীবনে আর একদিন! প্রথম দিন বাসন্তপূর্ণিমা, শারদ-চন্দ্রমা, পুষ্পমধু, চন্দনসুবাস বা বালকের হাসি; আর দ্বিতীয় দিবস বর্ষার অমানিশা, সর্পের বিষ, রাহুর মুণ্ড, আকাশের বজ্র, মনের ভয়, কবির রাক্ষস বা এসমস্ত মিশ্রিত। একদিন স্মরণ হইতে কুসুম-শোভিত উদ্যান মধ্য দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র তটিনীর স্রোতঃ সহ মন নাচিতে নাচিতে চলিয়া যায়; আর অন্যদিন মনে হইতে হৃদয় ফাটিয়া যায়, জিহ্বাগ্র তালুর সহিত একত্র হয়, শরীরে শরীর, হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণে প্রাণ থাকে না। হায়! দিনে দিনে এত প্রভেদ!

প্রভেদ শোচনীয় বটে। কিন্তু যে দিন ভুলিতে চাই সেদিন ত ভুলিতে পারি না; আর যে দিন স্মরণ করিতে, সর্ব্বদা যে দিনের চিন্তায় মন ব্যাপৃত রাখিতে চাই, সে দিন ত মনে থাকে না; নিমেষ জন্য মনে উদয় হইয়া আবার যেন কোন প্রতিকূল বায়ুতে মানস-সরসে ভাসমান সেই স্বর্ণ কমলটি একদিকে লইয়া যায়! আর সেই গৃধিনী হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিতে সর্ব্বদা উপবিষ্ট; কৈ, কোন হার্কিয়ুলিস্ ত তাহাকে বধ করা দূরে থাকুক, মুহূর্ত্ত জন্য স্থানান্তর করিতেও পারে না! (১)

---

(১) গ্রীক দেবোপাখ্যানে লিখিত আছে দেব-দেব জুপিটর প্রমিথিয়স্ নামক মানবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কোন পর্ব্বতে আবদ্ধ রাখেন, এবং তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিবার জন্য এক গৃধিনী নিযুক্ত করেন। গৃধিনী প্রতিদিন ভক্ষণ করিত, প্রতিদিন নূতন হৃৎপিণ্ড উৎপন্ন হইত! এইরূপে প্রমিথিয়সের ক্লেশের অবসান হইত না। পরিশেষে হার্কিয়ুলিস্ নামক বীর ঐ গৃধিনী বধ করাতে প্রমিথিয়স রক্ষা পান।

কোন নববিবাহিতা বালিকা পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় পথ-পার্শ্বে দণ্ডায়মানা মাতাকে যেমন ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে চায় কিন্তু অনেক ক্ষণ দেখিতে পারে না, আমার পক্ষে প্রথম দিনের সুখ-স্মৃতিও তদ্রূপ। আর একাকী কোন নির্জ্জন প্রদেশ দিয়া যাইবার সময় কোনরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা, ভূত প্রেতের ভৈরব মূর্ত্তি দেখিলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মনের শাসন অমান্য করিয়া, ভয়ের বিষয় ভুলিতে চাহিলেও যেমন তাহা ভুলিতে না পারিয়া চক্ষু বার বার সেই মূর্ত্তির প্রতি ন্যস্ত হয়, আমার মনশ্চক্ষুও সেই শেষোক্ত দিনটির প্রতি মুহূর্ত্তে শতবার, সহস্রবার দৃষ্টিপাত করিতেছে। প্রথম দিন পরিণয়ের, শেষ দিন বৈধব্যের।

ললনা-জীবনে পরিণয় জীবনের সর্ব্ব প্রধান ঘটনা। পরিণয়ান্ত নব-জীবন নবীন-সুখ-স্বর্গ। সে স্বর্গে প্রবেশ করিয়া পারিজাত-সৌরভ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু হায়! সেতারের তারে একবার করস্পর্শ হইলে সেই মধুর ধ্বনিটি যেমন নিমেষ মধ্যে শূন্যে মিশিয়া যায়, আমার দাম্পত্য জীবন হায়! সেইরূপ চলিয়াগিয়াছে। শূন্যে নিক্ষিপ্ত শায়ক-মার্গ যেমন বায়ু মধ্যে মিলিয়া যায়, আমার সেই সুখ-স্বপ্নও সেইরূপ অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। শুষ্ক সরোবরের বালুকাময় নিম্ন ভাগ এখন অবিরত মরুবালুকার ন্যায় হৃদয় নিরতিশয় দগ্ধ করে! এখন জীবন-সরসী মৃগতৃষ্ণিকা!

প্রণয়ীর দেবকান্ত শরীর প্রণয়িনীর পূর্ণ চন্দ্র, সুধাকর। প্রণয় জীবনে প্রতিপদ নাই, দ্বিতীয়া নাই। সে জীবন লক্ষ্মী পূর্ণিমা;—সুস্নিগ্ধ নারিকেলোদক হৃদয়ের রসনার তৃপ্তিসাধন করে। সেই শারদীয় পূর্ণচন্দ্র আট বৎসর কাল অবিরত হৃদয়াকাশ আলোকিত, সুধাসিক্ত রাখিয়াছে। আজি, হায়! সেই হৃদয়ে প্রাবৃটের অমানিশি!

সেই চন্দ্রে, আমার জীবনের সেই শশধরে ক্রমে কলঙ্কের কালিমা পড়িল, দেব-কমনীয় সেই পূর্ণ চন্দ্র, হায়! কলায় কলায় হ্রাস হইতে লাগিল; ব্যাধিরাহুর কবলে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ আরম্ভ হইল! তাহা বুঝিলাম না। অবোধিনী ভাবিলাম, নবদণ্ড অল্পক্ষণ, শীঘ্র গত হইবে, পুনরায় সেই চন্দ্র-মুখ দেখিতে পাইব। ভাবিলাম পূর্ণিমান্তে চন্দ্র যেমন কলায় কলায় ক্ষয় হইতেছে, পুনরায় প্রতিপদ হইতে কলায় কলায় বৃদ্ধি পাইবে, অমাবস্যা

কখনই হইবে না। ভাবিলাম, নিদাঘে আমার যে সরসী শুকাইতেছে প্রাবৃটে তাহা পূর্ণ হইবে; মধ্যাহ্নে যে শিশির বিন্দু শুকাইল, প্রভাতে পুনরায় তাহা মৌক্তিক শোভা ধারণ করিবে; শরতে ফল ফুরাইল, বসন্তে মুকুল হইবে; এই রজনীর ম্লানমুখী সূর্য্যমুখী পর দিন পুনরায় সূর্য্যসহ খেলাইবে। দেখিতে দেখিতে সব ফুরাইল, আশা ফুরায় না; প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইল, এখনই দশাটি শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া ভস্মশেষ হইবে; তাহা বুঝিলাম না। লোকে কাণা কাণি করিয়া বলে, আর ভরসা নাই; একথা বুঝিতে পারিলে প্রাণ আতঙ্কে উড়িয়া যাইত, কিন্তু তাহা বুঝিয়াও বুঝিতাম না। কি যেন এক মদিরায় মত্তা ছিলাম, আপন মতে জগৎ দেখিতাম, অন্যের কথায় বিশ্বাস হয় নাই। বিষ-বৃক্ষও রোপণ করিয়া কেহ স্বয়ং ছেদন করে না; আর যে বিধাতা আমার বিনা প্রার্থনায় তাঁহার ইচ্ছাযোনিতে আমার সুখের অনন্ত সমুদ্র সৃজন করিয়া সেই অমৃতার্ণবে এই ক্ষুদ্রতম মক্ষিকাটি ভাসাইয়াছেন, তিনি যে আবার অগস্ত্য মুনির ন্যায় তাহা শোষণ করিবেন, আমার ক্ষুদ্র মতিষ্কে সে বিজ্ঞান প্রবেশ করে নাই। স্রোতঃসহ অনুকূল বায়ুতে নৌকা দ্রুত চলিয়া যাইবার সময় তীরস্থ বৃক্ষ বল্লীর প্রতিফলিত ছায়া গুলি যেমন কম্পিত হইতে হইতে নদী গর্ভে সরিয়া যায়, আমার সকল সন্দেহ, সকল আশঙ্কা সেইরূপ হৃদয় হইতে সরিয়া যাইত, একটিও স্থান পাইত না। কে সুখিরজীবনে সন্দেহ-রিপুকে পোষণ করে? আমি কোনরূপ অশুভ চিন্তা মনে স্থায়ী হইতে দিতাম না। পাষাণময়ী নিয়তি দেবীকে আমি কুসুম-ময়ী কল্পনা করিতাম; প্রতপ্ত বজ্রাক্ষরে—খোদিত ভবিষ্যৎলিপি আমি প্রণয়লিপি বলিয়া পাঠ করিতাম, অর্থ কি ভাবিয়া দেখিতাম না। দেখিলেও অশুভের শুভ ব্যাখ্যা করিতাম। তাহাতেই লোকের কথায় কর্ণপাত করি নাই, আমার প্রাণেশের অনিষ্ট ঘটিবে একথা বিশ্বাস হয় নাই।

কিন্তু হায়রে কপাল! এ অভাগিনীর শেষ দিন উপস্থিত হইল, ১লা অগ্রহায়ণ, (রজনী প্রভাত হইলে) শনিবার দিবস কুগ্রহ শনি, পোড়া কপালীর পোড়া অদৃষ্ট পোড়াইতে বসিল! হায়! সেই সদা হাসি মাখামুখ, সেই প্রণয় এবং গৌরব পূর্ণ বদন, সেই জ্ঞানাধার সৌন্দর্য্যসমষ্টি আস্য সেই

ভাল বাসার নির্ঘণ্টপত্র বদনখানি কালিমা পূর্ণ হইল! যে দৃষ্টি মুহূর্ত্ত জন্যও মলিন দেখায় নাই, তাহা যেন কুয়াসাজালে আবরণ করিল। আহারে! প্রাণেশের তখন কি দুঃসহ যাতনা, কি শোচনীয় বেদনা! হত ভাগিনীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল! তাঁহার যেন রথ প্রস্তুত, দ্রুত যেন কোথায়, কোন গুরুতর প্রয়োজনসাধনে যাইতে হইবে, আর ডানি বা বাম দিকে একবার তাকাইতেও পারেন না। সম্মুখে স্নেহময়ী জননী, স্নেহাধার তনয় যুগল, পার্শ্বে আমি; কিন্তু এমনই সময়, যে কাহারও ভালবাসা স্নেহ মমতায় সে গতি ফিরিল না, স্বাধীন জীবন অনন্তাভিমুখে চলিল। আমাদের অশ্রু, আমাদের আর্ত্তস্বর একবার তাঁহাকে জাগরিত করিল; যে যোগাসনে আসীন ছিলেন সেই আসন যেন টলিল; বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমার শরীর সুস্থ বোধ হইতেছে, আমাকে কি কিছু ঘুমাইতে দিবে না? হায়! প্রাণেশ আমার জানিতেন না, অথবা জানিয়াও বলিলেন না যে তাঁহার শান্তি শেষ শান্তি, এবং সেই নিদ্রাই চিরনিদ্রা হইবে!

দিবাভাগে একবার আমার হস্তে পথ্য গ্রহণ করিলেন, অনেক দিন আর সে পরিমাণ গ্রহণ করেন নাই, আমার মনে যেন ক্ষণেকের জন্য আশ্বাসের সঞ্চার হইল। মনখুলিয়া কথা কহিতে পারিলেন না, আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কুয়াসাবৃত লক্ষ্যবিহীন নয়নের সেই দৃষ্টিতে আমি অন্যের অবোধ্য অজ্ঞেয় ভাষায় যাহা পাঠ করিলাম, হায়! আজও তাহা মনে হইলে শরীর সিহরিয়া উঠে!

মানুষের গোল, দুই দণ্ডও বসিবার সাধ্য নাই; রজনীতে একবার অন্দরে যাইতে বাধ্য হইলাম, শয়ন করিলাম। সেই সময় কি ভয়ানক শীত! তেমন শীত আমার জীবনে আর কখন হয় নাই, তেমন কম্পও আর হয় নাই। আমি যে চিরতুষারাবৃত পৃথিবীর শেষপ্রান্তে উপস্থিত হইতে ছিলাম, ইচ্ছার বিপরীতে চুম্বকের আকর্ষণে আমার জাহাজখানি সেই দিকে যাইতেছিল,—শরীর তাহা বুঝিয়াই যেন কাঁপিতেছিল। আর থাকিতে পারিলাম না। হৃদয়ের অগ্নিতে পুনরায় যেন তখনই ঘর্ম্ম হইল, চলিতে পারি না, তথাপি চলিতে লাগিলাম, শেষ-শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইলাম।

দেখিলাম আর বিলম্ব নাই, বিষয়বিহীন নয়ন দুইটি আমার প্রতিই যেন ন্যস্ত রহিয়াছে। জ্যোতি শূন্য দৃষ্টি কি যেন বলিতেছে, কি যেনদেখাইতেছে তাহা অবধারণ করিতে পারিনা। অথচ তাহা এমনই গম্ভীর, এমনই ভাবপূর্ণ, এমনই 'জানিনা-কেমন-অবস্থা-ময়,' যে, আমি যেন কি হইতেছে, কি হইবে সকল ভুলিয়া, সমস্ত বিশ্বসংসার, আমাকে, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকল ভুলিয়া বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। হায়! সেই দৃশ্য, জীবন-নাটকের সেই যবনিকাপতনসময় কি ভয়ানক, কি মহাশ্মশানের মহাশ্মশান! আজ, তিন বৎসরের অধিক কাল গত হইয়াছে, এখনও মনে হইলে পা দুখানি পাছেরদিকে সরিয়া যায়, মস্তক ঘুরিতে থাকে, দাঁড়াইতে সাধ্য থাকে না; তাই কি লিখিতে কি লিখি স্থির নাই। সকলের ক্রন্দন ধ্বনিতে আলয় কোলাহল পূর্ণ, কিন্তু কি অবস্থা ঘটিতেছে, কিসের গণ্ডগোল আমার সে কিছুই মনেহইল না। আমি স্তম্ভিতা ছিলাম, নিমীলিতনেত্রেও স্বপ্নের ন্যায় সেই শেষদৃষ্টিই দেখিতে লাগিলাম। তখন ও আমার মনে হয় নাই, আমার অক্ষয় ভাণ্ডার ক্ষয় হইবে, এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর পদার্থের জীবনটিও চিরান্ধকার গ্রাস করিবে!

হায়! যদি তাহা মনে হইত, হৃদয় খুলিয়া, সেই জন্মের মত শেষ বিদায় সময়ে অমার জীবনের সর্ব্বস্ব,প্রাণের প্রাণকে কি, অন্তরের অন্তর্নিহিত কথাগুলিও বলিতাম না? আমার কি উপায় হইবে তাহা কি ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম না? আমাকে সঙ্গে না লইয়া আর কিজন্য সংসারে রাখিয়া গেলেন; তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র দুইটিকে কিরূপে প্রতিপালন করিব; এ সকল কথাকি শুনিয়া রাখিতাম না? অভাগিনীর ভ্রান্ত জীবন; সেই মূল্যবান্ সময়েও উদ্ভ্রান্ত রহিলাম; কিছুই বলিলাম না। এখন যে অশ্রুস্থলে শোণিতাশ্রু পাত হইতেছে, তাহা যদি তখন হইত, সেই স্রোতোধারা তাঁহার অনুগমন করিত, আমি তাহাতে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীচরণের সমীপস্থ হইতাম।

সংসারই ভ্রমময়; প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, অস্তিত্বও ভ্রমময়। সকলেই অজ্ঞ, কোন্ বস্তু কিরূপে ব্যবহার করিতে হয় কেহই জানে না। অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত বস্তুর মূল্য বুঝিতে পারে না,—যত্ন রক্ষিত তৃণও কার্য্যকর ইহা কবির

কথা, মনুষ্য এ কথা মনে রাখে না। চারিদিক্ জলপূর্ণ, জলে অনাদর; কিন্তু মরু ভূমিতে বিচরণ কর, জল কি পদার্থ তখন বুঝিবে। আপনার জীবনের ন্যায় সুখ অনন্ত বোধ হয়, তাই লোকে দুঃখ উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে আপনি স্মরণ করিতে পারেনা। যখন দেখিলাম রুগ্নের শয্যা শূন্য, গৃহ শূন্য, বাটী শূন্য, সর্ব্ব স্থান শূন্যময়; যখন দেখিলাম অন্তেষ্টি ক্রিয়া সমাপন হইল; সে স্থানে সে মুখখানি নাই; তখন আমার চৈতন্য, তখন আমার শোক! তখন ও ভ্রম হইত, প্রাণেশ দূরদেশগত প্রবাসীর ন্যায় পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন; বাতুল মনের সে ভ্রান্তি এখনও দূর হয়নাই।

অভাগিনী যখন কিঞ্চিৎ স্থির মনে গদ্যময় সংসার আলোচনা আরম্ভ করে, তখন তাহার প্রকৃত অবস্থা স্মরণ হয়। হায়! যাহার প্রাণেশ চির-দিনের জন্য বিদেশবাসী, তাহারও আশা আছে, এজীবনে হয়ত একদিন সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। সে পূর্ণিমার রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের উপাসক,—বহুদূরবর্ত্তী হইলেও তাহার কৌমুদী সুধা পান করে; বামন হইলেও যখন চাঁদ আছে, তখন আশা আছে, এক দিন সে চাঁদ হাতে আসিবে। কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগিনীগণ অমাবষ্যার চন্দ্রের উপাসনা করে, দ্বিতীয়ার ক্ষীণ কলাও একটুকু আলোক প্রদান করে না। অমাবষ্যা চির অমাবষ্যা,—এক আসনে যুগল অমাবষ্যা আসীন; আকাশে, আমার অদৃষ্ট আকাশে শেষ দিনের সে ক্ষীণচন্দ্রও নাই; আর শোচনীয় অবস্থা, সংসারের ঘন ঘটা-পূর্ণ রজনী চারিদিক অন্ধকার করিয়া আছে! আমি জাগ্রতে স্বপ্নে এই অন্ধকার জীবনে চারিদিকে হস্ত প্রসারণ করি, কিন্তু অবলম্বন পাইনা; অন্ধের ন্যায় পদে পদে পদস্খলন হয়! বিধাতার কি কঠোর বিধান! যে অবলা; অবলম্বন ব্যতীত যাহার এক পা অগ্রসর হইবার শক্তি নাই; তাহাকে অবলম্বন বিহীন করা তাঁহার আমোদ! অন্ধকে কূপে নিক্ষেপ করা বিধাতার কৌতুক!

বিধাতার দোষ দিলে কি হইবে? পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কৃতির ফলে এ যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে, বিধাতার দোষ কি? এসকল ঘটনা, এসকল অবস্থা আমার শোণিতের প্রত্যেক বিন্দুর সহিত মিলিত। আমি জাগ্রতে স্বপ্নে

সর্ব্বদা সেই শেষ শয্যার মুখ খানি দেখিতে পাই; সেই শেষ দৃষ্টি সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। সে অবস্থা মনে হইলে ক্ষণে আশ্বস্ত, ক্ষণে ভীত হই। যখন পাষাণ-প্রাণে পাষাণ বাঁধিয়া বসিতে পারি, তখন দাম্পত্য প্রণয়োৎফুল্ল জীবনের সেই যৌবন-মাধুর্য্য-পূর্ণ মুখছ্যাতির সহিত শেষ শয্যার মলিন চন্দ্রমা যুগপৎ হৃদয়ে জাগরুক হয়। মন চমকিয়া উঠে, শয়ান থাকিলে উঠিয়া বসি, হৃদয় দুই হস্তে চাপিয়া রাখি। আর তুলনা চলেনা, আর সহ্য হয় না। হায়! এ দাবদাহ আর কতকাল সহিবরে? সে মনোহরে ভয়ঙ্কর কতদিনে আমায় পরিত্যাগ করিবেরে? বিধাতা কত দিনে আমার সেই হৃদয়নিধি আমার হৃদয়ে প্রত্যর্পণ করিবেরে?

আমি আর কিছু চাইনা, কিছুরই জন্য কাঙ্গালিনী নহি। কত লক্ষ-কোটি মানব জন্মিতেছে আবার চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের কাহাকেও চাইনা। কেবল একজন, অনন্ত বালুকা সমুদ্রের একটি কণা আমি চাহিতেছি। বিধাত! আমাকে তাহা প্রদান কর; তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার তাহাতে ক্ষয় হইবে না, একটি কণা হারাইলে তোমার তাহা মনেও হইবে না, তবে আমায় দেওনা কেন? যদিআমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ইতস্ততঃ হয়, যাও, তাঁহাকে এখানে ফিরিয়া দাও। আমি একবার দেখি, তিনি সংসারে থাকিয়া সুখে প্রজা পালন করুন।

না তাহাও সহিবেনা। যতদিন আমি এখানে থাকি, ততদিন তাঁহাকে এখানে রাখ, পরে দুই জনকে একত্র লইয়া যাও। শরীরে শরীরে মমতা ছাড়াইয়া অত্মায় আত্মায় অদৃশ্য বন্ধনে বান্ধিতে দেও। তাহাতে তোমার ক্ষতি নাই। বিধাত! তোমার কোনই ক্ষতি নাই, সংসারেরও ক্ষতিনাই। যাহতে কাহারও অনিষ্ট হয় না, যাহা নির্দ্দোষ তাহার সম্বন্ধে আপত্তি কি? তাহাতে দোষ কি? আমি ললনা তোমার এ বিজ্ঞান বুঝিতে পারিনা।

যদি বল তোমার জগতের প্রচলিত নিয়মের অন্যথা হইল, তবে আগে আমার কথার উত্তর দাও। তোমার জগতে নিয়ম কোথায়? ঐ যে অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ শ্বাসরোগে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে তাহার দিকে তোমার দৃষ্টি নাই; আর সেদিন আমার বালিকাটি, প্রতিবেশীর কচি কচি শিশু সন্তানটি,—যাহার শরীরে একটি সূক্ষ্মতম কণ্টক বিদ্ধ করিতে নিষ্ঠুর

মানবের হৃদয়েও প্রতপ্ত লৌহশলাকা বিঁধিয়া পড়ে, তুমি অনায়াসে কালের দশনে তাহাদিগকে চর্ব্বণ করিলে! এই কি তোমার সুনিয়ম? এই কি তোমার বিচার? আবার পবিত্রাত্মা উন্নত হৃদয় সুশিক্ষিত শত শত ব্যক্তি, ভূলোকে স্বর্গবাসী কবি, নক্ষত্রের ন্যায় উন্নত-হৃদয় বৈজ্ঞানিক, অন্নকষ্টে হাহাকার করিতেছে; তুমি হৃদয়বিহীন নিষ্ঠুর মূর্খের মস্তকে রাজ-মুকুট স্থাপন করিতেছ। এই কি তোমার সুনিয়ম! হায়! যদি এইরূপ সুনিয়মে তুমি সংসার শাসন করিতে বসিয়া থাক, এ অখিল ব্রহ্মাণ্ড নিমেষ মধ্যে ধ্বংশ হউক, মহাশূন্যে সকল লীন হউক; যেমন নিষ্প্রভনিরালোক সর্ব্বত্র তমসাবৃতছিল, পুনর্ব্বার সেই অবস্থা উপস্থিত হউক! তোমার আর এ গুরুভার বহন করিয়া কাজ নাই। যে পিতা সন্তানের কষ্ট দূর করিতে পারেনা, সে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্যাসী হইলে ক্ষতি কি?

দেহ নশ্বর, দেহক্ষণ ভঙ্গুর। আত্মা দেহ মধ্যে কার্য্য করেন; প্রকৃতির নিয়মে দেহের সজীবতা নষ্ট হইলে, শোণিতস্রোতঃসহ জীবনস্রোতঃ থামিয়া গেলে, আত্মা অনন্ত গর্ভে লীন হন। হায়! কিশোর বয়সে আমার প্রাণকান্তের দেহ কি এতই ভার বোধ হইয়াছিল, যে, এত অল্প দিন ব্যবহার করিয়াই তাহা পরিত্যাগ করিলেন? লোকে একখান বস্ত্র ও ইহা অপেক্ষা দীর্ঘদিন ব্যবহার করিতেছে। তাঁহার শরীর জরাগ্রস্ত ছিলনা; তবে সংসারের আমোদে মত্ত থাকার সময়ে, জীবনের সরস বসন্তে, আমার হৃদয় বল্লভের প্রাণ-কোকিল সে চূতমুকুল পরিত্যাগ করিল কেন? সংসারে তেমন কোন দৈব ঘটনা, তেমন কোন ধূমকেতুর উপপ্লব, তেমন কোন প্রবল ঝটিকা হয় নাই, তবে এ অবস্থা ঘটিল কেন? সুখের দুর্ভিক্ষ ঘটিল কেন? জীবনের সজ্জিত নবীন তরণী খানি ডুবিল কেন? হায়! আমাকে এই কেন প্রশ্নের উত্তর কে বলিয়া দিবে।

হা নাথ! যদি তুমি এখন জানিতে আমার কি শোচনীয় অবস্থা, তবে আর আমায় ছাড়িয়া এত দীর্ঘ প্রবাস করিতে না। তুমি জীবিত সময়ে হঠাৎ কোন পাখী একটি শব্দ করিলে আমি ভীতা হইব আশঙ্কায় আমার পার্শ্বে দাঁড়াইতে; হা হৃদয়েশ! এখন আমার সম্মুখে শতসিংহ গর্জ্জন করিলেও আর কেহ নিকটে আসিবেনা, অভয় দান করিবেনা। আমাকে যে রাজ্যে

রাখিয়া গেলে, এ রাজ্য তোমার অপরিচিত নয়। আকাশপথে সঞ্চরমাণ পক্ষীটির মত চলিয়া গেলেও এ সংসার এক দৃষ্টে দেখিয়াগিয়াছ। রোগ, শোক, অনুতাপ, লোভাদি রিপুনিচয়, বনের ব্যাঘ্র ভল্লুক, জলের কুম্ভীর, আকাশের অশনি, এসমস্ত অপেক্ষা ভয়ানক পাপাত্মার পাপ, এ সংসার নিতান্ত ভীষণ করিয়া রাখিয়াছে। হায় নাথ! কি বলিব? তুমি জানিয়া শুনিয়া এই অভাগিনীকে এই ভীষণ শ্মশানে নিরাশ্রয়া একাকিনী রাখিয়া গেলে! তুমি দয়াশীল; নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির জন্য ও তোমার দয়াদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত। আর যে অভাগিনী তোমার বলিয়া পরিচয় দানে পবিত্রা; যাহাকে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া কত সোহাগ করিয়াছ; যাহাকে কোথায় রাখিবে ভাবনায় সর্ব্বদা চিন্তিতছিলে; অট্টালিকার উপর অট্টালিকা তুলিয়াও যাহার উপযুক্ত আবাসস্থান হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিতে; যে তোমার হৃদয়ে নিয়ত আসীনা বলিয়া এতদিন আশ্বাস প্রদান করিয়াছ; তোমার সেই প্রেয়সী সহধর্ম্মিনী আজ এই ভয়ানক স্থানে একাকিনী! প্রাণেশ! তুমি যে তীর্থস্থানে গমন করিয়াছ, তীর্থগমন বর্ত্ম দুর্গম এবং দীর্ঘ বলিয়া অধিনীকে রাখিয়া যাওয়া তোমার ন্যায় অনুকূল স্বামীর কর্ত্তব্য ছিলনা।

নাথ! চক্ষু মুদিয়া দেখি, আমি একাকিনী; চক্ষু মেলিয়া ও দেখি আমি একাকিনী, নিরাশ্রয়া! চারিদিকে বায়সের কঠোর ধ্বনি, শৃগালের ভীষণ শব্দ, ঘোরান্ধকার, ভীমবাত্যা, সকল শূন্যময়, আমি একাকিনী।- জীবিত অবস্থায় দূরে থাকিলেও আমি এই সংসার তুমি-ময় দেখিয়াছি; যেখানে যাইতাম তুমি সঙ্গে আছ মনে হইত; সংসারে কাহাকেও ভয় করি নাই। তুমি যেমন গৌরবান্বিত ছিলে, আমিও তেমনই সিংহীর ন্যায় অভিমানের সহিত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতাম; ভয় আমার নিকটেও আসিত না। প্রাণ বল্লভ! সেই আমি কি হইয়াছি একবার দেখিয়া যাও!

আমি পাষাণী। তোমার সুকোমল শরীর সকলে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিল, আমি হতবুদ্ধি রহিলাম, কাহাকেও নিবারণ করিলামনা। আমার অমূল্য রত্ন, জীবনের অফুরন্ত সম্বল কেন হৃদয়ে ভরিয়া রাখিলাম না? এখন সেই মুখ খানি এত যত্নে ধ্যান করিয়াও আঁকিতে পারিনা; শরীর

সহ কেন তাহা আমার অন্তরের অভ্যন্তরে সমাহিত রাখিনাই ? নির্দ্দয় স্মৃতি আমার এমনই দুর্দ্দশা ঘটাইতেছে যে প্রাণেশ ! যত্ন করিয়াও তোমার সেই প্রফুল্ল বদনরাজীব অঙ্কিত করিতে পারিনা। অনেক পরিশ্রমে, অনেক চেষ্টায়, আমি সেই চক্ষু, সেই কর্ণ, সেই অতুল্য সমস্ত একত্র সংগ্রহ করি; মুখ খানি আঁকিতেই সকল যেন শূন্যে মিশিয়া যায়। তোমার সেই দেব-দুর্লভ মুখ-রত্ন এ পাপপৃথিবীর উপযুক্ত নয়; তাই আমি চেষ্টা করিয়াও আনিতে পারিনা। সমস্ত দিন অনাহার অনিদ্র ভাবিলে যদি কিছু মনে হয় সে ঐ শেষ শয্যা। সেই ক্ষীণতম শরীর, বিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, আর ? আর বিজ্ঞানের জ্ঞানাতীত সেই শেষ দৃষ্টি !

সংসারে সুখ দুঃখ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় সর্ব্বদা বিরাজমান। কিন্তু দুঃখের ন্যায় সুখের চিত্র স্থায়ী হয়না। কবির হৃদয়মন্দিরে অথবা তাহার প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব কাব্যে দৃষ্টিপাত কর; সেখানে সুচিত্র কল্পনায়, আর কুচিত্র সংসারে দেখিতে পাইবে। চিত্রকর দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় একটি সুচিত্র আঁকিয়া তুলিতে পারেনা, কিন্তু তাহার কুচিত্রের অন্ত নাই। সংসারে সকলেই সুপ্রিয়; কু কাহারও প্রিয় নহে। সু-জন্য সকলের আশা; যেথানে আশা সেখানে অপূর্ণতা; আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই; কাজেই জগতে সু অসমাপ্ত; কিন্তু কু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। হায়! সেই জন্যই বুঝি শতবার চেষ্টা করিয়াও আমার জীবনের সুখের চিত্র আঁকিতে পারিনা। আমি সেই পরিণয় দিন, সেই বাসরশয্যা, সেই পূর্ণিমা রজনীর সুখময় আলাপ, প্রাণকান্তের সুস্থ শরীরের চারুকান্তি মনে জাগরিত করিতে চাই; কিন্তু গত দুঃখ দুরবস্থায় তাঁহার শরীর ও মন যে কেমন ক্লিষ্ট রাখিয়াছিল তাহাই মনে হয়। দুঃখার্ত্ত বীণাবাদক বীণা সহযোগে গান করিতে যেমন তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শি কথা গুলি বাহির হইয়া পড়ে; দুঃখিত ব্যক্তির অতীত চিন্তার সময় ও সেইরূপ সুখকর চিত্র গুলির পরিবর্ত্তে দুঃখের ভীষণ মূর্ত্তি প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। রুদ্যমান বালক যেমন হঠাৎ হাসিবার কোন কথা হইলে একবার হাসিয়া চক্ষের উপরি ভাগে হস্ত বিপর্য্যস্ত ভাবে রাখিয়া পুনরায় কাঁদিতে থাকে; সংসারে সুখ দুঃখের খেলা তাহারই অনুকরণ। তাই আমি জীবন ভরিয়া যত কেন চিন্তা না করি, কেবল

দেখি শেষ-শয্যা,—প্রাণকান্তের বদনকমল কালিমা পূর্ণ; শরীর কঙ্কালময়; নয়ন কোটর প্রবিষ্ট; বর্ণ মলিন; দৃষ্টি দ্যুতিহীন; নয়নে কালিমা; ললাটে যন্ত্রণার নীলিমরেখা; এবং আর যাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় কেবল তাহাই মনে পড়ে। হায়! অভাগিনীর এই জীবনই কি অনন্ত? কবিগণ বৃথা বলেন, বৈজ্ঞানিক বৃথা সিদ্ধান্ত করেন, মৃত্যু সকলের জন্য। মৃত্যু সুখীর সহোদর, 'তেলে মাথায় তৈল ঢালিতে' সক্ষম, কিন্তু সে অভাগার বন্ধু নহে।

আজ যদি এমন কোন বন্ধু উপস্থিত হইতেন, যিনি স্মৃতির কক্ষদ্বয় মধ্যে দুঃখের কক্ষ চিরদিনের জন্য অর্গলবদ্ধ করিয়া সুখেরকক্ষ ছাড়িয়া দিতে পারিতেন; তবে হয়ত আমার কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ হইত। হায়! এমন জন এসংসারে নাই! যিনি আমার সুখের মন্দিরের অধিনায়ক, তিনি ফিরিয়া না আসিলে আর তাহা কে পারিবে? যদি আমি সাবিত্রীর ন্যায় সুভাগিনী হইতাম, যদি প্রাণেশ কে এক বৎসর, একমাস, এক দিন কি এক মুহূর্ত্ত জন্য ও সেই কৃতান্তের হস্ত হইতে ফিরিয়া আনিতে পারিতাম, তবে আমার মনোবেদনার অবসান হইত। হয়ত আমি তাঁহাকে আর ফিরিয়া যাইতে দিতাম না; না হয় সেই অপরিজ্ঞাত প্রদেশে তিনি আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেন। এই যে দুঃখের অনন্ত আবর্ত্ত গুলি দিন দিন জীবনতটিনীর তটদেশ ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে, তথাপি সে তটিনীত শুষ্ক হয় না? যে অসীম সুখ-সমুদ্রের জন্য ধাবিতা, সে সমুদ্র আর এখানে নাই। যদি প্রবাহিত হইতে হয় তবে স্রোতঃ সেই দিকে ধায়না কেন!

প্রাণকান্ত যখন অন্তিম শয্যায় শয়ান, অবোধ শিশু দুইটি তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহারা কি বুঝিতে পারিল যে তাহারা সেই দিন নিরাশ্রয় হইতেছে? অন্যের কান্না শুনিয়া বালকের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মে তাহারাও ক্রন্দন করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের জনক যে চির দিনের জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন, কাহার মুখের দিকে তাকাইবে এমন যে আর কেহ রহিলনা, একথা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। হায়! তাহার পর প্রতি দিন আমাকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের প্রতি-প্রশ্নে আমার হৃদয়ে যে কতকোটি তরঙ্গ উঠিত, বালক দুইটি যদি তাহা দেখিত,

তাহা হইলে হয়ত আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিত না। ছোট বালকটি যখন তাঁহার অনুসন্ধানে প্রতিদিন সেই শেষশয্যাগৃহে গমন করিত, অভাগিনীর মনে কি শোচনীয় অবস্থাই ঘটিত! সর্ব্বদাই ভাবিতাম, হায়! সেই প্রিয়তম বালকটির প্রতি যেন প্রাণেশের মন ন্যস্ত রহিয়াছে; তাহাকে নিকটে রাখিতে যেন তিনি উৎসুক। প্রাণ যেন শিহরিয়া উঠিত। আহা! আমাকে যদি একবার আদর করিয়া সম্বোধন করিতেন! আমাকে যদি সঙ্গে লইয়া যাইতেন! তিনি যে দেশে গিয়াছেন, কোন সম্পত্তি সঙ্গে যায় নাই, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এদেশে পড়িয়া রহিয়াছে। হয়ত দাস-দাসীর অভাবে প্রিয়তম আমার কষ্ট পাইতেছেন। এদাসী সঙ্গে থাকিলে তাঁহার অনেক কাজ করিতে পারিত। হায় হায়! তিনি বহুদর্শী হইয়াও একথাটি তখন মনে করিলেন না!

প্রাণেশ যদি ভূস্বামী না হইয়া পথের ভিখারী হইতেন, তবে হয়ত আমার পিপাসা অনেক মিটিত। মাত্র কএক বৎসরের দাম্পত্য জীবন! নানা কার্য্যে প্রাণেশের সময় বহিয়া যাইত, অনেক সময় বিদেশে অতি-বাহন করিতেন। যখন বাটীতে থাকিতেন, তাঁহার প্রাচীর, অট্টালিকা সুদীর্ঘ অঙ্গন সকল সর্ব্বদা আমায় দূরে রাখিত। দিনান্তে একবার সাক্ষাৎও ঘটিত না। আমাকে তিনি পাগলিনী বলিতেন, আমার ছট্‌ফটি দেখিয়া মধুর হাস্যে কৌতুক করিতেন; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান্ হইলেও আমার মন বুঝিতে পারিতেন না। পুরুষে ললনা-হৃদয় পাঠ করিতে পারে না। সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, কেবল তাদৃশ হৃদয়ের অধিকার। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের হৃদয়ে অনেক অন্তর।

যখন শুনিলাম চিকিৎসক ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে হতাশ হৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন, তখন শেষ-শয্যাভিমুখে দৌড়িলাম। প্রতিপাদক্ষেপ যোজন সহস্র বোধ হইল। স্বপ্নে, ভয় প্রাপ্ত হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলে, পা যেমন অগ্রসর হয় না, আমারও পা তাদৃশ বোধ হইতে লাগিল। হায়! প্রাণেশ যদি দরিদ্র হইতেন, সামান্য একখানি পর্ণকুটীর যদি বাস-গৃহ হইত; বৃক্ষতলেও যদি বসতি করিতেন, তবে সে মূল্যবান্ সময়ে অভাগিনীকে এক নিমেষ মাত্রও বৃথা নষ্ট করিতে হইত না। সে সর্ব্বদা নিকটে থাকিত; প্রাণ

কান্তের পরিণয়োত্তর জীবনের বৎসর কয়টি অনেক দীর্ঘ করিতে পারিত; সেই জীবনের মত, জন্মের মত বিচ্ছেদ সময়েও অবিচ্ছেদে নিকটে অবস্থান করিত। হায়! তাহা আমার ঘটে নাই! প্রাণেশ নিয়ত পুরুষবন্ধুপরিবৃত থাকিতেন; অভাগিনী অল্পবয়স্কা কুলবধূ; শ্বশ্রূ সমক্ষে বর্ত্তমান; সুতরাং অভাগিনী সঙ্কুচিতা; প্রাণকান্তকে জন্মের শোধ প্রাণ ভরিয়া দেখিতেও পারিল না! যিনি শাস্ত্রতঃ অভেদাত্মা, অভেদশরীর, পোড়ার দেশে এমনই জঘন্য নিয়ম, যে তাঁহাকে উপযুক্ত রূপ সেবা পরিচর্য্যাও করিতে পারিলনা!

হায়! যে রোদনে এখন দিনযামিনী অতিবাহন, করিতেছি, যদি তখন মুহূর্ত্ত জন্য প্রাণেশের নয়নে নয়ন রাখিয়া, তাঁহার বক্ষস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত, শুষ্ক হৃদয় সজীব করিতাম; আমার সে অবস্থা দেখিলে হয়ত তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন না। 'আমি তাঁহারই, আমার আর কেহ নাই' হায়! শেষ সময়ে এ কথাটি তাঁহাকে মনে করিয়া দিলাম না। যদি মনে করিয়া দিতাম, হয়ত মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিতেন। আমার হৃদয়ানলে প্রধূমিত বাষ্প নয়নপথে বাহির হইতে দেখিলে,—তিনি আমারই,—অবশ্য তাহার অংশ লইতেন; আমার এত শোকভার দুঃখভার থাকিত না। এখন অভাগিনীর দুঃখের অংশ কে লইবে! তাহার এ সংসারে আর কে আছে রে! হায় হায়! পোড়াকপালীর কপাল কি রাবণের চিতার ন্যায় চিরদিন জ্বলিবেরে!

নাথের সে শেষদৃষ্টির যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, ভাবপূর্ণনয়ন যে ভাব শূন্য হইয়া আসিল; হায়! চিরপরিচিত প্রণয়দৃষ্টি যে প্রিয়তমের নয়নে অপরিচিতের ভাব ভাসাইল; মাত্র তখন, সেই 'অচেনা চাহনীতে' জীবনের মধ্যে সেই প্রথম বুঝিলাম বৃক্ষ ও বকল পৃথক্ হয়! যে অভাগিনী আমার ন্যায় শেষ শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক প্রিয়তমের নয়ন অভিসাবধানে পাঠ করিয়াছে; সেই মনোহর উপন্যাস সমাপন করিয়া শেষ পৃষ্ঠায় নায়ক নায়িকার অনিশ্চয় শোচনীয় অবস্থা দেখিতে দেখিতে সাদা কাগজের শেষ আবরণটি নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবশ হস্ত হইতে পুস্তক খানি পড়িয়া গিয়াছে; কেবল সেই বুঝিতে পারিবে, বক্ষে শতবৃশ্চিকাঘাত, বহুবৃশ্চিক-দংশন সহনীয় হইলেও সে ভাব সহনীয় নয়। এ, অভিমানের কার্য্য নয়;

অভিমান প্রণয়ের প্রাণ; প্রণয়ী সমক্ষে অভিমানের বিকাশ। প্রণয়-কুসুম পর্য্যুসিত হইলে অভিমানটি তৎসঙ্গে খসিয়া পড়ে। কিন্তু সেই পাষাণ দৃষ্টিতে প্রণয়াবমাননার লেশ মাত্র নাই; অথচ তাহাতে এমনই ভীষণানল, এমনই অসহ্যঅস্ত্রবেদনা, এমনই তীব্রবিষানুলেপ যে, তাহার সহিত সংসারে আর উপমেয় নাই। অভিমানের দাবদাহ নরকাগ্নিতুল্য দুঃসহ হইলেও তাহার উপশম আছে; সে অনলেও আলোক আছে। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপরিবর্ত্তন, ভীষণ অন্ধকারে আবৃত, নিরাশায় আদি অন্ত অঙ্কিত। ফলতঃ অভিমানের ভবিষ্যৎ আছে, প্রতিহিংসা আছে, সুতরাং সময়ে শান্তিলাভ হয়। কিন্তু অভাগিনী যে অবস্থায় পতিত হইয়াছে তাহার ভবিষ্যৎ নাই, প্রতিবিধান নাই!

যে কবি পিঞ্জরবদ্ধ পাখীর সহিত এ দেশীয়ললনাগণের তুলনা করেন, তিনি বাহ্যজগৎ পরিদর্শনে কবি নামের যোগ্য হইলেও অন্তর্জ্জগতে তাঁহার অধিকার নাই; সুতরাং আমি তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীতে আসন দিব না। তিনি জানেন না যে পিঞ্জরের পাখীর বসিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন আছে; তাহার অভাবমোচনে পালক সর্ব্বদা অবহিত। কে বলিবে বিধবা রমণীর অবস্থা পিঞ্জরের পাখীর তুল্য? নিদাঘমধ্যাহ্নে যখন সকলে নিদ্রিত হয়, প্রচণ্ড আতপতাপে পশুপক্ষিসকল অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন চির-নিদ্রাবিহীনা বিধবার কি শোচনীয় অবস্থা! বল দেখি, সংসারে কিসের সহিত তুলনা দিয়া সে অবস্থা বুঝাইবে? কাকের কঠোর ধ্বনির সহিত প্রাণের সম্বন্ধ কি? তবে যে রবে প্রাণের ছট্‌ফটি এতবৃদ্ধি পায় কেন? ভীমান্ধকার নিশীথ সময়ে নিদ্রিতজগতে পেচকের রবে প্রাণ উদাস করে কেন? যে ব্যক্তি সমক্ষে থাকিয়া নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির মৃত্যু এবং শেষাবস্থা স্থির মনে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে; স্পন্দহীনকারক স্বগণবান্ধবের মৃত্যুরকথা বলিনা, তখন বিবেচনা শক্তি থাকেনা; যে ব্যক্তি পরের শেষশয্যাপার্শ্বে বসিয়া বিজ্ঞানালোকে, কবির বর্ত্তিকায়, চিত্রকরের তুলিকায় যে অবস্থা দেখিয়াছে; যে আলয়ে ফিরিয়া গিয়া গম্ভীর রজনীর নিশীথ সময়ে শববাহীগণের হরি-ধ্বনি শুনিতে শুনিতে উদাসহৃদয়ে ক্ষণেকের জন্য যে অবস্থা অনুভব করিয়াছে; বিধবার হৃদয়ে চিরদিন সেই অবস্থা, সেই হতাশ, সেই বৈরাগ্য

জাগরুক ; কেবল তাহা নহে, তদপেক্ষা শোচনীয় ধাতবস্রোতের অগ্নিময় প্রবাহ, প্রাণান্তক জ্বালা ; ঐ ব্যক্তি তাহা সেই মুহূর্ত্তে আংশিক বুঝিয়াছে।

যদি আমি এখন কোন নির্জ্জন অরণ্যে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারি; যদি কোন নদীতটে বসিয়া একাকিনী স্বাধীনভাবে, হৃদয়ে যাহা বলে তাহা উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতে পারি ; যদি সংসারে আমার ন্যায় অবস্থাপন্নের নিকট, যাহার মনুষ্যত্ব আছে, প্রকৃত হৃদয় আছে, সে স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, হিন্দু হউক, মুশলমান হউক তাহার নিকট, আমার হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটনে সমর্থ হই ; যদি জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানোপদেশে, দুঃখীর নিকট দুঃখালাপে সময় যাপন করা যায় ; অথবা কোন স্থান, বিষয় বা উদ্দেশ্য লক্ষ্য না রাখিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে সাধ্য হয়, তবে হয়ত হৃদয় এত ভারাক্রান্ত না থাকিতে পারে। কিন্তু হা দুরদৃষ্ট ! একে ললনা, তাহাতে বিধবা ! যত বলিলাম তাহার একটিতেও অধিকার নাই। যতদিন সংসারে থাকিব, একস্থানে এক অবস্থায় সকল যন্ত্রণা সহিতে হইবে !

আমার হৃদয়ে যে প্রতপ্তলৌহশলাকা সর্ব্বদা বিদ্ধ হইতেছে, পাখী তাহা জানেনা। তাহার হৃদয় নাই বেদনাও নাই। হৃদয়, বেদনারাক্ষসীর বাসগৃহ।

এই প্রাচীরপরিবেষ্টিতগৃহে চিরজীবন বদ্ধ থাকিব। রে হতবিধি, এক-দৃশ্য দেখিয়া জীবন অতিবাহিত হইবে। আর সম্বল নাই। যাহা আমার সুধা এবং একমাত্র সেব্য, তাহাতে হলাহল——প্রাণকান্তের চিত্রপট, শেষ শয্যার চরমদৃষ্টি।

বৈধব্য।

ঐ যে তরণীখানি স্রোতঃসহ নাচিতে নাচিতে চলিল, তাহার গতি কেমন সুন্দর ;—মধ্যস্রোতদিয়া অবিরাম যাইতেছে। কর্ণধার কর্ণ ধরিয়া উপ-বিষ্ট ; তরণী তাহারই আদেশে তাহারই প্রদর্শিত পথে চলিতেছে। তাহার বিরাম, বিশ্রাম, দিক্‌পরিবর্ত্তন সমস্তই কর্ণধারের হস্তে। নৌকাখানি

যাহাতে চড়ায় ঠেকিতে না পারে তজ্জন্য কর্ণধার সতর্ক; প্রতিকূল বায়ুকে অবরোধ না জন্মায়, দেখিতে কর্ণধার সর্ব্বদা অবহিত। বল দেখি, এই সংসার-জীবনে ললনা-তরণীর সে কর্ণধার কে?

সমুদ্র অসীম, অনন্ত, মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র নৌকা, কর্ণধার নাই! তরঙ্গের পর তরঙ্গ, ভীমবায়ু, আবর্ত্ত, উচ্ছাস, তটাভিঘাত, জলনিমগ্ন গিরিশৃঙ্গ; হায় হায়! হতভাগিনীতরণীখানির কি অবস্থা!

কি অবস্থা যদি বুঝিতে চাও, অনেক দূর যাইতে হইবেনা; গৃহে গৃহে বিধবার অবস্থার দিকে চাহিয়া দেখ। সাইরাকিয়ুজভূপতির (১) সূক্ষ্ম সূত্রে দোলায়মান খড়্গের ন্যায় শত খড়্গ যাহার মস্তকোপরি সূক্ষ্মতম সূত্রে অহোরাত্র দুলিতেছে, একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখ। যাহার মন নরকাগ্নি, হৃদয় আগ্নেয়গিরি, অবস্থান নিরাশ্রয় শূন্যে, চিন্তা মরুভূমি তাহার প্রতি তাকাইয়া দেখ।

কে বলে ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে যে প্রাণত্যাগ করে সে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী! কে বলে বীরের সহিষ্ণুতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক? যে অবলা বালবৈধব্যের অসীম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পবিত্র হৃদয়ে সংসারের নিকট বিদায় লইয়াছে, আমার বিবেচনায় সেই প্রকৃত বীর, প্রকৃত সহিষ্ণু। অথচ এই সংসারে খনি-

---

(১) সিসিলির রাজধানী সাইরাকিয়ুজের রাজা ডায়োনিসিয়স্ একদিন তাঁহার বন্ধু ডিমক্লিস্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংসারে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। ডিমক্লিস্ বলিলেন রাজা। তাঁহার ভ্রম বুঝাইবার জন্য পরদিন রাজা তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন। ডিমক্লিস্ রাজমুকুট ধারণ করিলেন। শত শত অনুচর তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। যখন নানারূপ আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন, তখন হঠাৎ একবার মস্তকের উপরিভাগস্থ সূক্ষ্মসূত্রে লম্বিত একখানি শাণিত খড়্গের প্রতি তাঁহার নয়ন ন্যস্ত হইল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন। আর সিংহাসনে রহিলেননা, রাজ্যভার পরিত্যাগ করিলেন। রাজা তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ডিমক্লিস্ বলিলেন, যদি ঐ খড়্গ অপনীত হয় আমি রাজত্ব করিতে পারি। রাজা হাসিয়া বলিলেন, তুমি সামান্য একখানি লম্বমান খড়্গ দেখিয়া ভীত হইতেছ, কিন্তু রাজগণের মস্তকোপরি শত শত ভীষণতর খড়্গ অদৃশ্য সূক্ষ্মতর সূত্রে দিবানিশি লম্বিত রহে। ডিমক্লিস্ বুঝিলেন, সংসারে রাজার ন্যায় অসুখী নাই।

গর্ভে মণির ন্যায়, সাগরগর্ভে রত্নেরন্যায়, অরণ্যমধ্যে প্রস্ফুটিত সুগন্ধি গোলাপটির ন্যায়, কত শত শত ললনারত্ন মলিন বেশে, দীনভাবে, আপনার দুঃখে আপনি ভারাক্রান্ত ভাবে, অদৃশ্যে কক্ষপ্রান্তে বসিয়া একভাবে এক অবস্থায় দিনযামিনী যাপন করিতেছে তাহার নির্ণয় নাই।

জগতে দুরবস্থার শেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে বিধাতা বিধবার সৃষ্টি করিয়াছেন; কোন্ দৃষ্টান্তে সে অবস্থা প্রকাশ হইবে? যেখানে সংযোগ সেখানে বিয়োগ, এ বিজ্ঞানের কথা। সংসার যদি একথায় সম্পূর্ণ আস্থা করিত, তবে সংসারে পরিণয়, প্রণয় কিছুই থাকিতনা, দুঃখপ্রাণমনুষ্যে এবিশ্বধাম পূর্ণ হইতনা। আস্থা করেনা বলিয়াই বিষকুম্ভপয়ঃপানে সকলে উন্মত্ত; বিপদকে সম্পদ জ্ঞানে সর্ব্বদা অবহিত; ভ্রান্তির নিরীহ অঙ্কে জগৎ নিদ্রিত।

দূর হইতে দেখিতে মানবজীবন বড় সুন্দর। বৃক্ষবল্লিগৈরিকাদিসমন্বিতপর্ব্বতশ্রেণী দূর হইতে স্নিগ্ধনীলিমায় অলঙ্কৃত দেখা যায়; সিংহশার্দ্দূলাদির ছায়াময়ী মূর্ত্তিও সেই দৃষ্টিতে প্রকাশ পায়না। চপলা এত সুন্দরী, তাহার সহচর অশনি। ফণীণী এত সুন্দরী, তাহার বিষ প্রাণনাশক। গোলাপ এমন সুদৃশ্য, কমল এমন কোমল, সুন্দর, আবাস কণ্টক। ফলতঃ দূর হইতে যাহা সুন্দর যাহা কিছু সুখসেব্য বোধ হয়, নিকটে যাও, দেখিবে তাহার শেষ তত ভয়ানক। সেই জন্যই বুঝি সংসারের শিরোরত্ন ভূলোকে দেবভোগ দাম্পত্যপ্রণয়ের শেষফল বৈধব্য।

আমার প্রথম জীবনের কৌতূহলের পরিণাম এখন সেই বৈধব্য ভোগ করিতেছি; মঙ্গলের ব্যাপারে অমঙ্গল, আমোদের পৌর্ণমাসীতে অমানিশি, স্বগৃহে শূন্যময়ীবিষাদপ্রতিমা হইয়া বসিয়া আছি! লোকের যাহাতে আমোদ আহ্লাদ আমার তাহাতে মন আর উৎফুল্ল হয় না। হায়! আমার আত্মীয় স্বজন, আমার প্রিয়প্রতিবেশীগণ আমাকে পোড়াকপালী, হতভাগিনীবই আর কিছু ভাবেনা; সাক্ষাতে স্পষ্ট সেরূপ না বলিলেও আভাসে যাহা প্রকাশ পায় তাহাতেই এ অঙ্গারহৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়!

যে অভাগিনীর স্বামী নাই, তাহার কি আছে? যখন সমবয়স্কাগণ আহ্লাদ করিয়া তাহার নিকট বসিবে, তখন সে তাহাদের নিকট কি বলিবে, কাহার বিষয় আলাপ করিয়া ফুল্লমুখীসরোজিনীসখীগণের আহ্লাদবর্দ্ধন

করিবে ? কোন্ বস্তু তাহাদিগকে দেখাইবে ! তাহারা যখন আপন আপন স্বামীর গুণকীর্ত্তন করিবে, তখন তাহার কি মনে হইবে ? কি বলিয়া প্রাণকে বুঝাইয়া রাখিয়া হাস্যমুখে তাহাদের সহিত আলাপ করিবে। যদি কেহ 'প্রাণাপেক্ষাপ্রিয়' একথাটি করিব কল্পনা মনে করিয়া থাক, সে ভ্রান্ত ; সে কখনও সংসার, ললনাহৃদয় পাঠ কর নাই। নির্ব্বাসিতাসীতা, প্রত্যাখ্যাতাশকুন্তলা ভ্রান্ত অথেলোর পরুষহস্তে বিগতপ্রাণাডেসডিমোনা, অগ্নিকুণ্ডে ভস্মীভূতা পদ্মিনী এবং শত শত হিন্দু ললনা, ইবিন্ জেইদ-পত্নী হিমিরাবংশীয়া রণরঙ্গিনী পতিহত্যারপ্রতিশোধপ্রদায়িনী মুসল্মান ললনা, তাহার জীবিত দৃষ্টান্ত—স্বামী যে প্রাণাপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম তাহার প্রমাণের অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত। যদি তাহা না হইত তবে বিধবা ললনা চিরজীবন দুঃখস্রোতে ভাসিতনা।

হায় ! আমি অভাগিনী এতকাল প্রণয়গৌরবে এমনই গৌরবিনী ছিলাম যে ভবিষ্যৎ একবার ও ভাবিয়া দেখিনাই। নতুবা প্রস্তুত না হইয়া এত ছট্ ফট্ করিতাম না। তখন ভ্রমেও মনে হয়নাই যে বালকক্লষক সকলকেই ভয় করিতে হইবে ; ছায়া দেখিয়া, একটি বৃক্ষ পত্রের পতনে চমকিত হইতে হইবে ! একেত শূন্য হৃদয়ে অবস্থান, তাহাতে আবার দুর্জ্জনের রসনার ভয় ;—এ ভয় আগে জানিনাই। যাহাকে দেখিয়া সকলে শঙ্কা করিত, সকলকে দেখিয়া তাহার শঙ্কা করিতে হইবে একথা ভ্রমেও মনে উদয় হয় নাই। হায় ! এই অপবিত্র ভাবনারভয়ে জীবন অপবিত্র রাখিয়া আর কতকাল কাটাইব রে ! আরত এখন সহিতে পারিনা !

যদি কোনদিন, স্বামীকে রাখিয়া আগে মরিব এরূপ চিন্তা করিতাম, হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন করিত ; মনে হইত প্রাণকান্ত আমাকে ভুলিয়া পুনরায় বিবাহ করিবেন। সেই কল্পনাটি ধ্রুবসত্য জ্ঞানে আমার নিদ্রা হইতনা, মুখ মলিন হইয়া যাইত। উঃ, প্রণয়পাগলিনীর হৃদয়ের সেই সকল ভাব, সেই সকল অবস্থা কে বুঝিবেরে ! কল্পনার বিষদংশন কে অনুভব করিবেরে ! 'যাহা আমার, আমি মরিলেও আমারই রহিবে, অন্যের তাহাতে অংশ বা অধিকার নাই' এই বিশ্বাসে কার্য্য করিতাম, এই কারণেই প্রাণকান্ত আমার অভাবে যদি পুনরায় বিবাহ করেন এই ভাবনায় ব্যাকুল রহি-

তাম। হায়! এখন কোথায় সে ভয় আর কোথায় সে কল্পনা! কই, যাঁহাকে ভাবিয়া আমি এত আকুল হইতাম, তিনিত আমায় অনায়াসে রাখিয়া গেলেন, একবারও সে ভাব তাঁহার মনে হইলনা! যদি আমি পূর্ব্বে মরিতাম এ অন্তর্দ্দাহ সহ্য করিতে হইতনা;—জলে জল, মৃত্তিকায় মৃত্তিকা মিসিয়া যাইত, নশ্বর দেহের সহিত সকল বাসনা শেষ হইত। আগে বুঝিলাম না। আমি যদি স্পার্টার (১) অধিবাসিগণের ন্যায় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম 'যাহা তুমি ভাল বোধ কর মাত্র তাহাই আমাকে দেও, যাহা মন্দ বোধ কর তাহা দিওনা' তবে হয়ত তিনি আমার এ দুরবস্থা ঘটাইতেন না! আমি না বুঝিয়া প্রাণের মমতায় প্রার্থনা করিলাম, এ সুখের নিধি সুখেরসংসার হইতে আমাকে আগে লইওনা; যখন যাদশাপন্না-কাতরা ছিলাম তখন শতবার এই প্রার্থনা করিলাম! তখন ভাবিয়া দেখি নাই যে আমাকে রাখিয়া যাইতে বলায় তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলা হই-য়াছে! ছলগ্রাহী বিধাতা সেই অর্থই করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহাকে লইয়া যাওয়াতে যে সুখের আশায় আমি এখানে থাকিতে চাহিলাম, আমার সে সুখ লইয়া গেলেন কেন? সুচতুর প্রাণেশ এখানে থাকার যে ক্লেশ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন, কাজেই আগে চলিয়া গেলেন। রে বিধাত! আমার প্রতিদিনের প্রার্থনা, নাথের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে চির-জীবী করিবার জন্য প্রার্থনা কি শুনিতে পাওনাই? কেবল আমার নিজের জীবনের কথাই শুনিয়া ছিলে? যদি যে প্রার্থনা করে, তাহার নিজের সম্বন্ধে মাত্র তোমার বিচারাধিকার থাকে, তবে আমার জীবন গ্রহণ করিতে বলি তাহা করনা কেন? তোমার মত অত্মমতপ্রিয় আর দ্বিতীয় নাই!

চিন্তার পর আশা, আশার পর চিন্তা শতবার, সহস্রবার মনে উঠিতে উঠিতে আমার মনে সময় সময় এক নূতন ভাবের উদয় হয়। আমার মনে হয়, প্রাণেশ আমাকে ভুলিয়াগিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পবিত্রাত্মা যে থানে

---

(১) গ্রীস দেশের একটি নগরী। স্পার্টার অধিবাসিগণ সমরপ্রিয়তা এবং নৈতিককঠোরতার জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহাদের উপাসনা অতি সরল অতি সুন্দর ছিল। উদ্ধৃত বাক্য কয়টি তাহাদের প্রচলিত মন্ত্র।

বাস করিবে, সে খানে দুঃখ দুর্দ্দশা,অতীতস্মৃতির দাব দাহ থাকিতে পারেনা, নাই। সুতরাং তিনি আমাকে ভুলিয়া আছেন; কেবল যদি এখানেই আমার কল্পনা শেষ হইত, ক্ষতিছিলনা; ততযন্ত্রণা হইত না। কিন্তু আবার মনে হয়, সেখানে দুঃখ নাই সত্য, সুখত আছে; সুখস্বর্গ দাম্পত্যজীবন ত আছে। যদি তাহা থাকিল, তবেইত সর্ব্বনাশ; তবেইত তিনি কোন সুরবালার,——আমা হইতে শত গুণে রূপবতী, রসবতী অল্পবয়স্কার, যে আমার বিষয় মনে থাকিলেও ভুলাইয়া রাখিতে পারে এমন কোন ললনার পাণিগ্রহণ করিয়া পরম সুখে আছেন, সকল দুঃখ এপার পাঠাইয়া দিয়াছেন! হায় আমার কি উপায় হইবে! হায়! সেই জন্যই বুঝি স্বাধীন আত্মা লইয়া বসতি করা সত্ত্বেও আমাকে দেখিয়া যান না, দেখা দেননা!

না না, তাঁহার প্রতি এরূপ অবিচার এরূপ নিষ্ঠুরতা আরোপ করা মহাপাপ। পুণ্যভূমি স্বর্গধামে ত আর এপাপসংসারের বহুবিবাহ নাই। সেখানে ত কেহ শত শত ললনার মুণ্ড কাটিয়া মুণ্ডমালা গলায় পরেনা। তবে আর ভাবনা কি? আমি তাঁহার নিকটে গেলে তিনি কি আমায় গ্রহণ করিবেন না? আমিত তাঁহারই, তিনি কি আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? না, তাহা পারিবেন না, করিবেন না। আমি এখানে তাঁহার ছিলাম, তাঁহারই আছি, সে খানেও তাঁহারই হইব।

নাথ! আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কি সংসার ছাড়িয়া গেলে! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানেই থাকিলেনা? কেন তুমি শত ললনার পাণিগ্রহণ করিলেনা? আমি সকল অভিমান বিসর্জ্জন দিতাম; সূর্য্যোপাসক যেমন অভীষ্ট দেবকে দূর হইতে হৃদয়ে উপাসনা করিয়াই কৃতার্থ হয়, তাঁহার উল্লাসসময় মধ্যাহ্নকালে একবার পূর্ণনয়নে তাকাইতেও সাহস পায়না; আমিও সেইরূপ করিতাম। হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার পাদুখানি ধ্যান করিতাম; যখন তোমার সুখেরসঙ্গিনী সেই প্রণয়িনীগণ নিকটে না থাকিত, প্রভাতে উদ্যানভ্রমণসময়, প্রদোষে বায়ু সেবন করিবার সময়, কোন তরুগুল্মের অন্তরালে থাকিয়া একবার দর্শন করিতাম, কৃতার্থ হইতাম; তোমার সুখের সময় তাকাইতাম না, সে সুখের কণ্টক হইতাম না। আমি হৃদয় খুলিয়া তাঁহাকে একথা বলি নাই দেখিয়াই বুঝি তিনি বিরক্ত হইয়া

চলিয়া গেলেন! হায়! আমার ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে, ক্ষুদ্র অসুবিধা নিবারণের আশায় এই সর্ব্বনাশ ঘটাইলাম! তাঁহার মনে যাহা ভাল বাসিয়াছিল তাহা হইলনা দেখিয়াই তিনি এত অল্পদিনে আমার সহবাস ক্লেশ-কর জ্ঞান করিলেন, আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন!

নাথ! আমাকে স্বার্থপর জ্ঞানে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় নাই; এরূপ স্বার্থপরতা সংসারে সকল ললনারই দেখিতে পাইতে! হায়! যদি তুমি কিছু দিনের জন্য অন্য ললনার পাণিগ্রহণ করিতে, তবে ও তুলনা চলিত; আমাকে এরূপ চিরবনবাসে রাখিতে না। আমি তোমার অযোগ্যা; কিন্তু তোমার উপযুক্ত স্ত্রী আমি সংসারে খুঁজিয়া দেখিতে পাইনা। তোমার যে দেব-দুর্লভ হৃদয় ছিল, তাহার ছায়া আর কোথায় পাইব বল? পরীক্ষা না করিয়া আমায় পরিত্যাগ করা কি তোমার উপযুক্ত হইয়াছে?

স্বামীর ভালবাসামাখা হৃদয়খানি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ স্ত্রীধন। তাহার শরিক নাই, উত্তরাধিকারী নাই। অন্যধন সঙ্গে যায় না, অন্তিমে এখানেই পড়িয়া থাকে, কিন্তু এধন সঙ্গের সঙ্গী। যে হতভাগিনীর সপত্নী আছে, সপত্নী শতগুণগুণবতী রূপবতী হইলেও তাহা বিভাগ করিয়া লইতে পারেনা; তাহার জন্য স্বতন্ত্র ভাণ্ডার, কোন অংশ নহে। যে স্ত্রী স্বামীর ভালবাসায় সন্দেহ করে, তাহার মত হতভাগিনী আর নাই; তাহার গুরুতর শাস্তি হইলেও আমি তাহাতে ক্ষুব্ধ নহি। সে যদি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্, সুতরাং অমূল্য স্বামীহৃদয়ের আদর না জানিল; সন্দেহের পঙ্কিল সলিলে সেই হৃদয়ের ছায়া আপন হৃদয় কর্দ্দমিত করিল, তাহার গুরুতর শাস্তি হউক;——বৈধব্যের অনির্ব্বাপিত হুতাশনে তাহার মর্ম্মস্থান দগ্ধবিদগ্ধ হউক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু হায়! সেই হৃদয় যাহার অবলম্বন, স্বামীর প্রতি বিশ্বাস যাহার দৃঢ়, ভক্তি অচলা, প্রণয় গাঢ়, ভাব পবিত্র; তাহার দুর্গতি দেখিলে কে না দুঃখিত হইবে? কঠিন হৃদয় বিধাতা কি এই বিশ্বজনীন বিধান করিয়া আপনি তাহা হইতে মুক্ত?

দিন, মাস, বৎসর চলিতেছে। আমার মনে হইতেছে, আমি কোন অপরিজ্ঞাত ভূভাগে অগ্রসর হইতেছি। সে রাজ্যে আলোক নাই, চিরান্ধকার বিরাজমান। সুমেরু সাগরের অপর পার্শ্বে অগ্রসর হইতেছি; শীতে

আমার হৃদয়-শোণিত জমিয়া যাইতেছে; হস্ত উঠাইবার শক্তি নাই, পাদ-চারণে সামর্থ্য নাই; চারিদিকে ভীষণ মূর্ত্তি; দেখিয়া ভীতচিত্তে নয়ন মুদ্রিত করিয়াছি, আর তাকাইতে সাহস পাইনা। সহসা যেন কে আমাকে বরফস্তূপে ফেলিয়াদিল। আমি পড়িয়া রহিলাম। আবার সহসা ভীষণ উত্তাপ—রবফ গলিল, আমি ভাসিতে ভাসিতে জানিনা-কোথায় চলিলাম; ক্ষণে ক্ষণে দ্বীপে দ্বীপে সংলগ্ন রহিলাম; মুদ্রিত নয়নে ঊর্দ্ধমুখে অগ্রসর হইতে বাসনা হইল। কিন্তু মঞ্চ নাই! প্রতিপাদক্ষেপে বায়ুভেদ মাত্র সার হইল; ক্রমেই নিম্নাভিমুখে চলিলাম। অনন্তের অন্ত পাইলামনা। হায়! এজীবন শেষ হইবেনা, চিরদিন এই ভাবেই অতিবাহিত হইবে!

জলৌকার অভ্যন্তর ভাগ যেমন শূন্য; উপাধান-বিমুক্ত আবরণ, শরীর-বিমুক্ত অঙ্গত্রাণ যেমন শূন্যগর্ভ; আশাবিহীন হৃদয়ও তদ্রূপ। আশাপূর্ণ প্রণয়াসন হৃদয় সংসারে নন্দন কানন। কিন্তু হায়! যে অভাগিনী সেই-স্থানে চিরদিনের জন্য চিতা সাজাইয়াছে তাহার অবস্থা প্রকাশ করিবার ভাষা কোথায়? চারিদিক শূন্যময়, মধ্যস্থলে প্রজ্জলিত চিতা; প্রহরী নিরাশভাব, ইন্ধন সমস্ত মনোবৃত্তি। হায়! এই যে আগুণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল ইহার কি নির্ব্বাণ নাই? নিরাশায় যে অনল জ্বালাইল, তাহাতে কি সে আপনি জ্বলিয়া মরিবেনা? সূর্য্য অগ্নি তেজোময়, কেহই জ্বলিয়া মরেনা; সর্পবিষে সর্পের জীবন যায় না; সিংহ শার্দ্দূলের নখর, মহিষের বিষাণ, গণ্ডারের খড়্গ তাহাদের আত্মবিনাশন জন্য নহে। তবে নিরাশা জ্বলিয়া মরিবে কেন?

কিন্তু আমি এই 'আমার-কেহ-নাই' অবস্থায় কতদিন আর এখানে বসিয়া রহিব! আমার হৃদয় এত ভার, ভূতধাত্রি বসুধে! এ ভার কি তোমার সহ্য করিতে হয় না? না, তুমি সর্ব্বসহা, সকলই সহিতে পার। কিন্তু মা! আমারত আর সহ্য হয়না। তৈলপূর্ণ জ্বলন্ত কটাহে ক্ষুদ্র পক্ষীটি পতিত। তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে কত সহিবে মা? এখন অনুমতি দেও, তোমার সহিষ্ণু শরীরে শরীর মিশাইয়া তাপিত দেহ শীতল করি।

বাবা! একবার আসিয়া তোমার আদরের তনয়াটিকে দেখিয়া যাও। তুমি না কত যত্ন কত অনুসন্ধান করিয়াছিলে, তোমার না দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল, আমার

দুঃখ হইতে দিবেনা? তুমি না আপনার নয়ন মন তৃপ্ত করিয়া আমাকে সুখী করিয়াছিলে? তুমি না অন্যে যাহা পায়না, সকলে যাহা চক্ষে দেখেনা, তাহাই আমাকে দিয়াছিলে! হায়! কৈ, আমার ত দুঃখ দূর হইলনা, আমিত তাহা রাখিতে পারিলাম না! আমি লিখা পড়া শিখিয়াছিলাম, বাবা! তোমার বিশ্বাস ছিল, আমি অন্য ললনা অপেক্ষা সুখে সময় কাটাইব। কিন্তু হায়! তাহার না সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলিল! আমি না চিরদিনই দুঃখিনী! যখন সেই হৃদয়ের হৃদয় প্রাণের প্রাণ আমার নিকটে ছিলেন, সর্ব্বদা আমার মনে হইত, কবে যেন আমার বিপদ ঘটে। যে বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, সকলেই তাহা ভালবাসে, সকলের চক্ষু সেই দিকে পড়ে! তাই, সর্ব্বদা আশঙ্কা হইত আমার প্রাণেশ এ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবেন! কিন্তু আমি লিখাপড়া জানিতাম, সরল প্রণয়ের সেই সরল উপদেশটি অবহেলা করিয়া মনে মনে বিজ্ঞান বিতণ্ডা করিতাম। ভাবিতাম প্রিয়বস্তু নাশ হইবে আশঙ্কা লোকের স্বতঃসিদ্ধ। যৌবন প্রিয়বস্তু, এজন্য বার্দ্ধক্য আসিবে ভয়ে সকলে ভীত হয়; পূর্ণিমারজনী সুখ-সেব্য, অমাবষ্যা আসিবে বলিয়া হৃদয়ে অসুখ জন্মে; মিলন সুখকর, বিরহ ঘটিবে আশঙ্কায় তজ্জন্যই হৃদয় শঙ্কিত হয়। বাস্তবিক সে ভয় ছায়ার ন্যায় বস্তু বিহীন, অকিঞ্চিৎ কর।

হায়! আমি তখন জানিনাই যে অজ্ঞানতার উপদেশ বিজ্ঞানের ও পূজনীয় ছিল; তাহা হইলে আমি সতর্ক হইতাম; প্রাণেশের জীবন দীর্ঘ করিতে পারিতাম। হায়! যে সূত্র ছিন্ন হইয়া আমি প্রাণনাথ হইতে এত দূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি সেসূত্র কি ছিন্ন হইত? উপগ্রহ যেমন গ্রহের চারিদিকে, গ্রহ যেমন সৌরমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে আকর্ষণসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া অনবরতঃ বিচরণ করে; আমিও প্রাণেশেরভালবাসারঅদৃশ্যরজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া এতকাল তেমনই ঘুরিয়াছি। আমি জানিনাই যে হঠাৎ সে রজ্জু ছিন্ন হইবে, কক্ষচ্যুত হইয়া এমন শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইব। হায়! কে আমায় আমার সেই সূর্য্যমণ্ডলের সহিত পুনরায় মিলাইবে রে! আমার সে গ্রহ নাই; অলোক নাই; কিন্তু রে বিধাতঃ, শতগুণ অধিক উত্তাপে তথাপি আমাকে এককালে দগ্ধীভূত করিলে! এখন কি উপায় করিব!

জননি! আজ তোমার সেই চিরদিনের ভালবাসা, সেই আদরের * * এখন এই অবস্থায়। একবার আসিয়া দেখিয়া যাও মা! আমি তোমারই সন্তান, স্নেহ মমতার পাত্রী; তাহার এই শোচনীয় সময় একবার দেখিয়া যাও। মা বড় মধুর কথা। মা বিশ্বময়ী। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে একমাত্র অবলম্বন। বিপদের সাহস, সম্পদের উৎসাহ, রোগের ঔষধ; মা অমূল্য পদার্থ। তাই মা, আজ আকুল হইয়া তোমায় মনে করিতেছি; তোমার চরণে মস্তক রাখিয়া শান্তিলাভ করিব। মা! তুমি যাহাকে নিমেষ মাত্র বিষাদময়ী, মলিনমুখী দেখিলে একবারে অস্থির হইতে, আজ সার্দ্ধতিনবৎসর গত হয় তাহার এই শোচনীয় অবস্থা। ডাকিতেছি, নিকটে আইস। কিন্তু মা তোমায় কেমন করিয়া এবেশ, এমুখ দেখাইব? আমাকে ধরাধরি করিয়া যে বৃক্ষে তুলিয়া দিয়াছিলে, কাল তাহা ভাঙ্গিয়াছে, তাই আমি, পদদলিত ধূলি ধূসরিতা পড়িয়া আছি। জলজলতিকার ন্যায়, স্থলজ বাসন্ত গুল্মের ন্যায়, হৃদয়জ স্নেহের ন্যায় যে মূর্ত্তিখানি সদা সতেজ প্রফুল্ল দেখিতে; আজ তাহা নিরস, শুষ্ক, নির্জ্জীব; কেমন করিয়া এবেশ দেখাইব মা! এ দর্পণ পারাশূন্য, এবস্ত্র সূত্রবিহীন, এ জলাশয় শুষ্ক! কেবল কর্দ্দম;——শীতল নহে, নিদাঘ-তাপে তপ্তকর্দ্দম; কদর্য্য, অপরিষ্কার, উত্তপ্ত। হায়! কেমন করিয়া এরূপ দেখাইব মা! পর্য্যুষিত কুসুম এখন পরাগবিহীন; নিদাঘ-পরাহ্নের চন্দ্রকলা নিষ্প্রভ, শীতের অশ্বত্থবৃক্ষ পত্রশূন্য! কোন্ প্রাণে দেখিবে মা! হাসিরস্থলে অশ্রু; কর্ম্মকাজ, লিখাপড়ার পরিবর্ত্তে অলসাশ্রু, এবং প্রণয়, ভালবাসা, স্নেহ মমতার পরিবর্ত্তে স্মৃতির অশ্রু; এই অশ্রু-সর্ব্বস্ব সন্তানকে এখন দেখিতে কি তোমার কোমলপ্রাণে সহিবে মা! না, তথাপি আসিতে হইবে যে ধন হারাইয়াছি তাহা যদি তলাস অনুসন্ধানে, তোমার জ্ঞানোপদেশে লাভ করিতে পারি, আমার সকল দুঃখ দুর হইবে; পুনরায় আমি পূর্ব্বা-বস্থা প্রাপ্ত হইব। আমিত কাহাকেও বঞ্চিত করিনাই, কাহারও বস্তু কাড়িয়া লই নাই। তবে আমার এ গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত, কোন্ অজ্ঞাত পাপে একঠিন প্রায়শ্চিত্ত ঘটিল মা! আমি কখন ভ্রমেও কাহার দুর্ব্বাঙ্গুরীয়-টিও অপহরণ করিনাই; পথে পাইয়া কোন বস্তু আত্মসাৎ করি নাই। তবে হায়! কে আমার সুখসর্ব্বস্ব অপহরণ করিল, কোথায় পাইয়া গোপনে রাখিয়া

দিল মা! তুমি জ্ঞানবতী, আমায় উপদেশ দাও। তুমি মা, সংসারে কত জ্বালা সহিতেছ; তথাপি তুমি পাষাণবৎ স্থির। বিপদে ভ্রূক্ষেপও করনা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি তোমায় একটি দুঃখ হইতে রক্ষা করিতেছেন। একটি যন্ত্রণা তোমার সহ্য করিতে হয় নাই। যে যন্ত্রণায় ঈশ্বর তনয়াকে অহর্নিশ দগ্ধ করিতেছেন, তাহা যেন মাকে স্পর্শ করেনা।

হায়! কি শোচনীয় সত্য;—বিধাতার বুদ্ধি আছে; নতুবা অবলাহৃদয় ব্যথিত করিবার জন্য এ সমস্ত কৌশল উদ্ভাবিত হইত না। যাহারা অন্যের অনিষ্ট করে, তাহারা অনেকে সাধুগণ হইতে বুদ্ধিমান। অন্যের অনিষ্ট করিতে তিন পথ পরিষ্কার রাখিতে হয়;—আত্মরক্ষা, পরের সর্ব্বনাশ, আবার সেই কার্য্যে আত্ম গোপন; এবড় সহজ কথা নহে। তাই বলি, বিধাতা বড় বুদ্ধিমান। সে বুদ্ধিচক্রে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে; তাহাতে প্রকৃতির একটি অবস্থার আবর্ত্তন হয়না কেন? জগৎ অসম্পন্ন, প্রাণিগণ অসম্পন্ন; যাহাতে সংসার সেই পূর্ণতা লাভকরে, বিধাতা তাহা করেনা কেন? পুরুষ স্বভাব স্ত্রীতে নাই, স্ত্রী-স্বভাব পুরুষে নাই। অন্ততঃ পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তনেও তাহাদের এই স্বভাব ও হৃদয় বিনিময় হয় না কেন? হইলে সংসার অপেক্ষাকৃত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত। এখন যদি আমি পুরুষস্বভাব লাভ করিতাম, তবে নাথের ন্যায়, প্রণয়-সর্ব্বস্ব-প্রিয়তমাকে ভুলিয়া কোন অদৃশ্য অপরিজ্ঞেয় প্রদেশে বসিয়া থাকিতাম। আর তিনি? তিনি যদি ক্ষণেকের তরেও আমার হৃদয় প্রাপ্ত হইতেন, এ অসহ্য ছট্‌ফটি, এ দারুণ দাবদাহ তাঁহার সহ্য হইত না, তিনি অবশ্যই ফিরিয়া আসিতেন তাহাতে আর সংশয় নাই।

বিধাতা পুরুষকে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন যথার্থ; পুরুষ সাহসী, অসাধ্য সাধনে সক্ষম; তথাপি পুরুষ অর্দ্ধাঙ্গ পূর্ণ নহে (১)। স্ত্রী পুরুষ দুইজনে এক, যদি বিনিময় হইত,—চিরদিনের জন্য

---

(১) দ্বিধাকৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ, অর্দ্ধেন নারী তস্যাংশ বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, সৃষ্টি প্রকরণ।

স ইম মেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চা ভবতাং। তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগল মিবস্ব। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

নহে, সাময়িক বিনিয়ম হইত, তবে পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিত; পরের সর্ব্বনাশ, জীবের যন্ত্রণা যে অনিষ্টপ্রিয় কুটিল বিধাতার অভিপ্রায়, তাহা আরও ভালরূপে সংসিদ্ধ হইত। তখন এই জীবনে জীবনান্তর ঘটনায় স্ত্রীপুরুষ উভয়ে সহস্র সহস্র যোজন ব্যবধানে থাকিয়া ও পরস্পর পরস্পরের জন্য ব্যথিত হইত; অধিক মর্ম্মাহত, অধিক বিকল হইত; বিধির কুচক্র আরও ভালরূপে আবর্ত্তন করিতে পারিত। বিধবার হৃদয় এখন যে অবস্থায় গঠিত, যে অনল বিধবা-হৃদয়ে অনবরতঃ প্রজ্জ্বলিত, তাহা থাকিত না। উভয়ে উভয়ের হৃদয় জানিলে বিরহ ও ঘটিত না। এক-বৃন্তে প্রস্ফুটিত কুসুমদ্বয়ের ন্যায় কাল-কীটের দন্তে একই দিনে দুইটি জীবন ছিন্ন হইত। হায়! বিধাতঃ! এবুদ্ধি কি তোমার মস্তকে প্রবেশ করিল না? না, তাহাও তুমি জীবের সুখকর জ্ঞানে ইচ্ছা পূর্ব্বকই ঘটিতে দেও নাই?

ঈশ্বর আর বিধাতা দুই এক নহে। ঈশ্বরের নাম দয়াময়, নামটির সহিত ভক্তি ও ভালবাসা মিলিত। নাম লইতেই যেন উদার হৃদয়-কবাট একবারে উন্মুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে বর এবং অভয়, প্রসাদ ও শান্তি সর্ব্বদা বিরাজ করে; ভয় একবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আর বিধাতার নাম মনে হইতেই বোধহয়, কৃষ্ণবর্ণ পাষাণময়ী মূর্ত্তি, দৃষ্টিস্থির, অবিচলিত; মায়াদয়া নাই, স্নেহমমতা নাই, হাসি শূন্য প্রসাদ শূন্য, চির অন্ধকারময়। ফটগ্রাফে যেমন চিত্র উঠে, বিধিরকলমে ভবিষ্যৎচিত্র তেমনই স্থির অথচ অবিকৃত ভাবে আঁকিয়া উঠায়। এমূর্ত্তি, এভাব, ঐশভাব হইতে ভিন্ন পদার্থ। ঈশ্বর নিয়তি নায়ক দেবের ন্যায় নিদয় হইলে তাঁহার সংসার এতদিন ছার-খার হইত। বিধাতা একজন অত্যাচারী, প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা বলিয়া আমার মনে হয়। তাহার অত্যাচার এতপ্রবল যে, মনোরাজ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ-ভাব প্রজ্জ্বলিত, জীব-হৃদয় আর সহ্য করিতে পারেনা। হে দয়াময় পরমেশ্বর! একবার নয়ন মেলিয়া তোমার জীবগণের এই শোচনীয় অবস্থা অব-লোকন কর!

সব ফুরাইল। আমি নির্ভর করিব এমন স্থান নাই। ভৌতিক পদার্থ-নিচয় যেন আমার প্রতি নির্ভর না করে। আমি কাহাকে চাইনা। জলে

জল, মৃত্তিকায় মৃত্তিকা, তেজে তেজ, বায়ুতে বায়ু, আকাশে আকাশ মিশিয়া যাউক্, আমার আপত্তি নাই। আমি একবার এ বন্ধন হইতে স্বাধীন হইব, স্বাধীন আত্মা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনন্তে অনন্তকাল বিচরণ করুক্। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিব; জগতে জগতে বেড়াইব, আত্মার আত্মা খুঁজিয়া লইব। কাহারও নিষেধ মানিবনা, কাহারও কথা শুনিব না। অনন্তের অন্ত আছে কিনা একবার দেখিয়া লইব। লোকে বলে, বিধির বিধি অতিক্রম হয় না, একবার অতিক্রম করিতে পারি কিনা দেখিয়া লইব। আমি বালিকা, বিধাতা পরিপক্ক, পরিণত বয়স্ক;— কে কাহাকে ভয় করে, একবার দেখিয়া লইব। যতদিন বাটী প্রস্তুত করিয়া বসতি করি, রাজা রাজস্ব পাইবেন; বাটী না থাকিলে তাঁহার ভয় কি? এই নশ্বর দেহের উপর বিধাতার কর্ত্তৃত্ব; আত্মার কি করিতে পারেন এক বার দেখিয়া লইব। বদ্ধজলে মৎস্য ধরা সহজ হইলেও, তাহাকে অসীম অনন্তসাগরে ছাড়িয়া দিলে পুনরায় ধরা বড় সহজ নহে। উন্মাদিনীর প্রতিজ্ঞা আর পঞ্চভূতের বল উভয়ের মধ্যে কে কৃতকার্য্য হয় একবার দেখিয়া লইব। লোকে ক্ষুদ্র তিলটি তলাস করিয়া বাহির করিতেছে, আমি কি আমার প্রাণের প্রাণটি অনন্তের চিহ্নবিহীনশরীর হইতে বাহির করিতে পারিব না?

হায়! সেইদিন কবে হইবে! এই দেখিতেছি, চারিদিকে সেই প্রাচীর, সম্মুখে একটী দ্বিতল হর্ম্ম্য, সেই লেবুর গাছটি, সেই ক্ষুদ্র আম্র বৃক্ষ, নারিকেল গাছ, সেই সকলই রহিয়াছে। দ্বারটি সুরক্ষিত। উপরে অনন্ত আকাশ। পাখীগুলি স্বাধীনভাবে উড়িতেছে, আমার ত সে স্বাধীনতা ও নাই! অসীম অনন্তে সন্তরণ আমার ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণীর বুঝি সাধ্যায়ত্ত নয়। হায়! সে সুখের সময় বুঝি আর আসিবে না!

বাছাগণ! কি দেখিতেছ? অভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন হইলনা, হইবেনা। তাহার প্রাণে প্রাণ নাই; প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি হইতে কি প্রত্যাশা করিবে? হায়! তোমরা ওরূপ ভাবে তাকাইওনা; তোমাদের সজল নয়ন, করুণ বচন আমাকে ক্ষণেকের জন্য গুরুতর কর্ত্তব্যটি বিস্মরণ করাইতেছে; সংসারের দিকে এক একবার আমাকে অজ্ঞাত ভাবে

আকর্ষণ করিতেছে। বাছাগণ! ঐ যে উপরে পরমেশ্বর, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমাকে বিদায় দেও। তোমরা এরূপ অভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ একথা ভুলিয়া যাও। তোমাদের দেবোপম সৌন্দর্য্য এ হতভাগিনীর অপত্য হইতে অনেক উচ্চ শ্রেণীর; তোমরা আমার 'হৃদয়ানন্দ,' 'সর্ব্বানন্দ' হইলেও আমা অপেক্ষা সৌভাগ্যবতীর উপযুক্ত। বৎসগণ! যাঁহার সহিত তোমাদের সুখ-সম্পদ, তিনি অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। আমিও সেই দিকে ধাবমান হইব, বাধা দিওনা। আশীর্ব্বাদ করি, আমার ন্যায় শোচনীয় অবস্থা যেন তোমাদের অস্ফুট কল্পনার বিষয়ীভূত না হয়। তাঁহার পূর্ব্বে যে ননীর পুতলিটি, যে কচি বালিকাটি চলিয়াগিয়াছে,——অনন্তের শূন্যক্রোড়ে ছায়াময়ী বালিকাটি যে নৃত্য করিতেছে, তিনি ত তাহার নিকটে গিয়াছেন; তাঁহার অশরীরী মূর্ত্তিটিত সেই শরীরবিচ্যুত পবিত্র-আত্মাবালিকাটির সহিত মিলিত হইয়াছে; আমি যাইয়া সে সুখ ত দেখিব। আমাকে বিদায় দেও; বৈধব্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিয়া আসি।

আর অন্ধকারে অন্ধকার ঢালিবনা, আর বিরহ চিন্তাকরিবনা। প্রাণেশ! আমি তোমারই; আসিতেছি; অপেক্ষা কর; আমি তোমার অনুগামিনী হইব। আজি হউক কালি হউক। তোমায় অবশ্য খুঁজিয়া লইব।

শ্মশান।

শ্মশান শব্দটিই কেমন ভয়ানক! স্থানটি ততোধিক। আবার যে জন্য শ্মশান শ্মশাননামে অভিহিত তাহা মনে হইলে নির্ভীক হৃদয় ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। আজ একবার সেই মহাশ্মশানে ভ্রমণ করিব।

বিজ্ঞান-বিৎ বলেন, মৃত্যু মানবের অনুল্লঙ্ঘনীয় পরিণাম। আত্মা দেহ-বিচ্ছিন্ন হইলে শরীরের উপাদান নিচয় পৃথিবীতে মিশিয়া যায়; আত্মা নিরাকার নিরাধার অনন্তে লীন হয়। মানবমনের ভালবাসা প্রভৃতি গুণ-নিচয়ে দেহীর দেহের প্রতি তাহার আত্মীয় স্বজনের যে আদর আকর্ষণ

জন্মায়, তাহা আত্মা দেহবিচ্ছিন্ন হইলে নিতান্ত কষ্টপ্রদ,—মৃতের দেহ-দর্শন অত্যন্ত ক্লেশজনক; জীবনকালে যে শতরোগ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিত, জীবনান্তে তাহার দেহ শতরোগের উৎপাদক, দুর্গন্ধময় হইবে ভয়ে, তাহা অগ্নিতে ভস্মীভূত অথবা মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া থাকে। যে স্থানে এই ব্যাপার সাধন হয় তাহার নাম শ্মশান।

আমি অজ্ঞান; বিজ্ঞানের চক্ষে কিছু দেখিতে চাইনা। শ্মশান কি? তাহা আমি আপন চক্ষে দেখিব; চক্ষু এবং মনের নিকট তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া লইব।

বলিতেছিলাম শ্মশান ভয়ানক;—একটি সূক্ষ্মতম রেখার ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া জীবিত হইতে মৃতকে প্রভেদ করিতেছে; ইহলোক হইতে পরলোকের দূরত্ব দেখাইতেছে। বালক যেমন খেলিবার জন্য মৃত্তিকায় রেখাপাত করিয়া লয়; দৌড়িতে দৌড়িতে সেই রেখা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেই খেলা সাঙ্গ হইল; এই ভবের খেলাও ঠিক সেইরূপ। সংসারে জীবন, ভ্রমণ বা দৌড়সমষ্টি; যেই সে রেখার নিকট উপস্থিত হইবে, অমনি সকল ফুরাইবে। যতক্ষণ সেই রেখা পর্য্যন্ত না যায়, নির্দ্ধারিত সীমামধ্যে এই কার্য্যক্ষেত্র সংসারে সকলেই বিচরণ করে; কেহ বসিয়া থাকেনা; অহোরাত্র প্রয়োজনের অনুসরণে দৌড়িয়া চলে। কিন্তু বল দেখি, কাহার কি কাজ? বায়ুমধ্যে ঘূর্ণিত নেমি-বর্ত্মের ন্যায় দুইদিন পরে যাহার জীবনের চিহ্নমাত্র থাকিবেনা, তাহার কি কাজ?

তবে কি সংসারে কাহারও কাজ নাই? সকলেই উদাসীন! তবে কি জীবগণ শিশুপ্রকৃতির ক্রীড়াকন্দুক? তা বৈ আর কি? ক্রীড়াকন্দুক ক্রীড়োপকরণ, মনুষ্য তাহাও নহে। রঞ্জিত ক্রীড়াবর্ত্তুল বালকের প্রীতিজনক; কিন্তু মনুষ্যের তুলনায় মানবস্রষ্টা এতবড় যে, তিনি এই সামান্য জীব হইতে কোনরূপ আনন্দলাভ করেন তাহাও আমার বিশ্বাস হয় না। যদি তাহা করিতেন, তবে এই সংসারভ্রমণের পরিণাম মহাশ্মশান হইত না!

শ্মশান আশ্চর্য্য বিপণি; এখানে জীবিত ও মৃতগণ একত্র হইয়া ক্রয় বিক্রয় করে। মৃত ক্রেতা, জীবিত বিক্রেতা। বহুদূর হইতে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, সংসারের সকল সুখ মাথায় করিয়া জীবগণ এই স্থানে লইয়া

আইসে; আর মৃতের নিকট বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়;—মূল্য শোক, দুঃখ, অনুতাপ, যন্ত্রণা!

শ্মশান নাট্যশালা; মৃতগণ নট নটী, জীবিতগণ দর্শক। এইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র হৃদয়ে কত ভাবের অভিনয় হয়; স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের কার্য্যকলাপ একচক্ষে দেখা যায়; কতশত অদৃষ্ট ঘটনার, হৃদয়নিহিতনিগূঢ়তম প্রদেশের যবনিকা উত্তোলিত হয়, তাহার নির্ণয় নাই। যেই অভিনয় সমাপন, তৎক্ষণাৎ দর্শকগণের তিরোভাব। শ্মশান তখন শ্মশান,—শূন্যময় শূন্যমণ্ডপ!

শ্মশান একটি বিস্তীর্ণ ঔষধালয়, মানসিক চিকিৎসার ধন্বন্তরি সর্ব্বদা বিরাজমান। রোগি! ক্ষণকাল দাঁড়াও, এক বিন্দু ঔষধ সেবন কর, সকল রোগের অবসান হইবে।

এস ভাই, আমরা একবার শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত হই, মৃতগণের সহিত আলাপ করিয়া আসি। পরলোক কি, কোথায় কি বস্তু আছে, কোন্ রত্ন কোন্ স্থানে নিহিত—সকল জানিয়া লই। এসভাই! একবার ভীষ্মদ্রোণের, সীজর নেপোলীয়নের, ওমার ওসমানের সমাধিক্ষেত্র দেখিয়া আসি; ইয়ুসফ্ যোলেখার, লয়লা মযনুর, রোমিও জুলিয়েটের, ভীমপদ্মিনীর, প্রণয়শশীর স্নিগ্ধজ্যোতি দেখিয়া রাখি। বীরের পরিণাম, কবির শেষদশা, রাজার অন্তিম, প্রণয়ের প্রতিদান সকল বিষয় শ্মশানের নিকট একে একে জিজ্ঞাসা করি।

কি! শ্মশান নিঃশব্দ? তুমি বধির। শ্মশান অশরীরী? তুমি অন্ধ। দূর-হউক, বার্ক সেরিডেন্, দূর তোমার বৃদ্ধ ডিমস্থিনিস্;—শ্মশানের ন্যায় মহাবাগ্মী ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেনাই, করিবেনা। মর্ত্ত্যলোকেরত কথাই নাই, শ্মশান অমর হইতেও অমর। শ্মশান যোগনিরত মহাপুরুষ, মহাবীর, মহাকবি আবার প্রণয়ী। শ্মশান নির্ব্বিকার অনন্ত, স্থির গম্ভীর। আমি যখনই শ্মশানে উপস্থিত হই, হৃদয়ে হৃদয় থাকেনা, আমার ন্যায়, শাস্ত্র, কাব্য, গণিত অন্তর্হিত হয়। আমি নেপোলিয়নের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলাম, পারিশনগরে প্রস্তর ভেদ করিয়া যে অনলবর্ষিবক্তৃতা বাহির হইল, তাহতে আমার মোহ জন্মিয়াছিল। মানবজীবনে উন্নতির আরোহণ এবং অবরোহণ

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। হাফেজের সমাধিক্ষেত্র সংসারশূন্য যোগনিরত মহাপুরুষের ন্যায়, ন্যায় শাস্ত্রের যোগশাস্ত্রের নিরক্ষরপুস্তক আমার সম্মুখে ধরিয়া অনন্ত শিক্ষা প্রদান করিল। হেলেনের রূপদগ্ধ ট্রয়নগরীর (১) ভস্মরাশি, সীতার অভিসম্পাতদগ্ধস্বর্ণলঙ্কার পরিণাম, ডাইডোর (২) প্রণয়পরিণামজ্বলন্তচিতা, সকল আমার সমক্ষে আসিয়া জীবনের পিপাসা, জীবের শেষদশা, অন্ধকার পরকাল সকল বিষয়ে তারস্বরে সহস্র জিহ্বায় বক্তৃতা করিতে লাগিল।

এক একটি সমাধি স্তম্ভের সহস্র রসনা। একবার একাকী একটির নিকট দণ্ডায়মান হও, সমস্ত নীতিশাস্ত্র তোমার সমক্ষে উন্মীলিত দেখিবে। মানব জীবনের পরিণাম এই। শোকলিপির (৩) আবশ্যক নাই, মৃতের পরিচয়ে কোন্ প্রয়োজন? যখন যেটির সমক্ষে উপস্থিত হইবে, পরলোক বিষয়ে ধ্রুবসত্যউপদেশ লাভ করিবে।

ঐ না জাহ্নবীতীরে শতকুণ্ড একত্র জ্বলিতেছে! ঐ না দীল্লির উত্তরপ্রান্তে শত সহস্র সমাধিমন্দির কৃষ্ণমস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। একদিকে অগ্নির লোলজিহ্বা;—অসহ্য উত্তাপ; অন্যদিকে অদৃশ্য অনলসন্তাপ, পুটপাকের অসহ্যজ্বালা।

---

(১) গ্রীক কবি হোমারকৃত মহাকাব্যে বর্ণিত আছে, গ্রীক-রাজ মেনিলসের পরম রূপবতী পত্নী হেলেনকে ট্রয়নগরীর রাজপুত্র পেরিশ অপহরণ করিয়া লইয়া গেলে গ্রীশদেশীয় রাজগণ ট্রয়নগর অবরোধ করেন। এগার বৎসর কাল অবরোধের পর ট্রয় ভস্মীভূত এবং বীরকুল নির্ম্মূল হয়। হেলেনের অতুল্য রূপরাশিই সেই সর্ব্বনাশের কারণ।

(২) বর্জ্জিল কৃত লাটিন মহাকাব্যে বর্ণিত আছে, ট্রয় ভস্মীভূত হইলে ট্রয়ের একজন রাজপুত্র ইনিয়াস্ আপন পিতাকে স্কন্ধে লইয়া প্রজ্বলিত ট্রয় নগরী হইতে পলায়ন করেন। তিনি আফ্রিকার উপকূলে উপস্থিত হইলে ডাইডো নাম্নী একটি পরমসুন্দরী ললনা তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। অনন্তর ইনিয়াস্ তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলে ডাইডো স্বহস্তে চিতা প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রাণত্যাগ করেন! ডাইডো যে স্থানে বসতি করিতেন উত্তরকালে তাহাতে কার্থেজ নগরী নির্ম্মিত হয়।

(৩) Epitaph.

সমাধিস্থল———লোক হৃদয়ে, ভূগর্ভে। একটিও নিত্য নহে, উভয়েরই নাশ আছে। যতদিন বর্ত্তমান থাকে উভয়েই মহাবাগ্মী, উভয়েই মহাজ্ঞানী নীতিশাস্ত্র প্রণেতা, বা মূর্ত্তিমান নীতিশাস্ত্র! প্রভেদ এই, মৃত্তিকায় অবস্থিতসমাধিস্থল অপেক্ষাকৃত শীতল, অপেক্ষাকৃত গম্ভীর; কিন্তু হৃদয়ে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্র অগ্নিময়, অথবা বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। এস্থানে মৃতেরও শান্তিনাই! হৃদয়ের গুরুতর আস্ফালনে সে গুপ্ত মন্দির শতধা বিদীর্ণ হয়। শোকের আবর্ত্তে, হাহাকারের তটাভিঘাতে সেই অনন্ত নিদ্রার ও ব্যাঘাত জন্মে। জীবিত থাকা সময়ে হৃদয়ে যাহার শয্যা কুসুমকোমল ছিল, জীবনান্তে তাহার সেই শয্যা কণ্টকময় হয়!

পরিণামবন্ধু শ্মশান বড় আশ্চর্য্য স্থান। জলের নীচে মুহূর্ত্তকাল থাকা যায় না, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে, অথচ শ্মশানে মৃত্তিকার নীচে স্বচ্ছন্দে শয়ান থাক ক্লেশানুভব হইবে না। শ্মশানের মৃত্তিকা জল হইতে তরল, বায়ু হইতে লঘু; আর শ্মশানের অনল চন্দন হইতে শীতল, দক্ষিণানিল হইতে সুখসেব্য।

তবে শ্মশান শ্মশান কেন? ঐ শব্দটি মনে হইতে হৃদয় উদাস হয় কেন? শ্মশান শূন্যময় দেখায় কেন? কিছু মনে থাকেনা, শরীর সিহরিয়া উঠে কেন? শ্মশান মনে হইতে রূপের আদর থাকেনা, গুণগরিমা অন্তর্হিত হয়, ঐশ্বর্য্য-তৃষ্ণা ভুলিয়া যাই। চোর, ঘাতক, কামুক সকলেই ঐ শব্দটি মনে করিলে ঐ স্থানটি একবার দেখিলে, মহাসাধু, অন্ততঃ মুহূর্ত্তজন্য যোগী হয়। যে আপন আপন ভাবে, পর হইতে আপন; আপন হইতে পরের প্রভেদনে, প্রভেদ জ্ঞানে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টিত, সেই ভাবটি আর থাকেনা। আমরা তখন স্তম্ভিত, চিত্রার্পিত, বা বজ্রাহত। অহো! কি অভাবনীয় অবস্থা!

মৃত্যু এক বিরাট পুরুষ। মহাদেবের ন্যায় তাহার বিশাল শরীর আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আকৃতি গম্ভীর, হস্তে ত্রিশূল। মুখে একটি কথাও নাই, অথচ সে মূর্ত্তিটি দেখিতেই হৃদয় ত্রিশূলে বিদীর্ণ হইল বলিয়া জগৎ আতঙ্কে অস্থির। সে ত্রিশূল যে অমৃতময়, তাহারস্পর্শে যে মোহাবেশে বা নিদ্রাবেশে অমাদের সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত ক্লেশ নিবারণ হইবে; অসম্পন্ন আশা, অনিয়ত বিপদ, দৃষ্ট রোগ শোক, অদৃষ্ট যন্ত্রণা চিরদিনের জন্য নিদ্রিত

বা, বিস্মৃতির অন্ধতম গর্ভে নিমজ্জিত রাখিবে তাহা আমাদের মনে হয় না। অহো! বিধির কি বিচিত্র বিধান!

ঐ মূর্ত্তিটি,—যাহা দেখিবে ভয়ে সকলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে; যাহার ত্রিশূলের বাতাস লাগিবে ভয়ে বিশ্বসংসার সর্ব্বদা জড়সড়, ব্যাধত্রস্তকুররীর ন্যায় নিয়ত থর থর কম্পিত; ঐ ভয়ঙ্কর বিশ্ব-গ্রাসবিরাটমূর্ত্তিটি যদি মনোহর হইত! যদিসে নিশিথ সময়ে চিরনিদ্রিতগণের শ্মশানভূমির ন্যায় গম্ভীর না হইয়া সহোদরের মত প্রীতিমাখা, বন্ধুর ন্যায় সরল উৎসাহ পূর্ণ, জননীর ন্যায় স্নেহময়ী, বাসন্তপ্রকৃতিতুল্য প্রফুল্লতাময়ী হইত; যদি প্রণয়ের পূর্ণতা, সংসারের আশাসমস্ত তাহার বাহ্যিক আকারে বিরাজমান থাকিত; যদি অন্ধ মনুষ্যগণ সেই হিমাচলবৎ উন্নত গম্ভীর মূর্ত্তিতে নির্ম্মল,পবিত্র গঙ্গাযমুনার প্রবাহ দেখিতে পাইত; ভ্রমে পতিত না হইয়া,জ্ঞানের চক্ষে ধূলি না দিয়া যদি সংসার সেই ভয়ঙ্কর মনোহর বলিয়া বুঝিতে এবং বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিত; তবে জগতে এত ভয়,এত হাহাকার থাকিত না।বালক যেমন জননীকে বসিয়া দেখিলে দৌড়িয়া গিয়া গলাধরে,অথবা ক্রোড়ে বসে, সকলে সেইরূপ কালের অঙ্কে শয়ন করিত; জগতের গতি বন্ধ, জীবনময় প্রাণীক্ষেত্র মহাশ্মশানে পরিণত রহিত। তাহা হইলে সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকিত না; সৃষ্টির পূর্ব্বের নিষ্প্রভ নিরালোক অন্ধতম অবস্থার ন্যায় একঅপরিজ্ঞাত অবোধ্য অবস্থা অণুক্ষণ বিদ্যমান থাকিত। সৃষ্টির উদ্দেশ্য, স্রষ্টার অভিপ্রায় সফল হইত না।

হইত না আমার কি? ঐ যে সম্মুখের শ্মশান হইতে ভীষণ, সেই 'জানিনা—কেমন—হইত' অবস্থা অপেক্ষা অনিশ্চয় আমার হৃদয়াবেগ, এই শোকের মুর্ম্মুর-দাহ, চিকিৎসাতীত রোগের অসহ্য যন্ত্রণা, বিনা তপস্যার পঞ্চমহাগ্নির উত্তাপ,—তাহাত চিরদিনের জন্য নিবারিত থাকিত। হাহাকার মাখা আঁধার সংসারে স্মৃতির আলোক বিহীন অনলেদগ্ধ হইতে হইতে দূরবর্ত্তী শেষ প্রদীপটি নিবিয়া যাইতে দেখিতাম না। সকলে যাহা করিত তাহাতে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ পাপও হইতনা; সকলে যে স্থানে যাইত সে স্থান ভীষণও থাকিত না। আর আজ আমি যে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত তাহা পুলকের প্রমোদবন হইত।

হিন্দু বলেন, বৈতরণীনদী পার না হইলে আত্মার নিস্তার নাই, কালের

শাসিত আধ্যাত্মিকরাজ্যও দেখা যায় না। সে নদী কি উড়িষ্যায়? তাহার উৎপত্তি স্থান কোথয়? প্রকৃতই কি কোন বৈতরণী আছে? থাকিলে সে নদীর তরণী কেমন? সেখানে কত জল?

আমার বিবেচনায় 'রিতরণ' শব্দ হইতে বৈতরণীর উৎপত্তি। সর্ব্বস্ব বিতরণ না করিলে পরলোকে পদার্পণ করিবার সাধ্য নাই। সে রাজ্যে আত্ম পর নাই, স্নেহ মমতা নাই, স্বার্থ নাই; সুতরাং দুঃখও নাই। ঐ যে শিলাখণ্ড গম্ভীর ভাবে পড়িয়া আছে, আপনি অবিচলিত শীতল, আতপতপ্ত পথিককে উপবেশনে অভ্যর্থনা করিয়া শীতল করিতেছে; সে রাজ্যে প্রবেশ করিলে সেই রূপ শীতল হইবে।

তবে আমিও কি বিতরণ করিব? ধন বিতরণে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না; মান বিতরণেও তদ্রূপ। স্নেহ ভালবাসা বিতরণ করিতে বসিলাম; দেখিলাম তাহাতে সংসার-বিশ্লিষ্ট না হইয়া উত্তরোত্তর সংসারসংশ্লিষ্ট হইতে লাগিলাম। কিছু ফল হইল না। কেবল যে শ্মশান মৃণ্ময় ও দূরবর্ত্তী ছিল, তাহাই হৃদয়াভ্যন্তরে আনয়ন করিলাম!

আর কি দিব? সংসার অকৃতজ্ঞ, কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবার নহে। প্রশংসার আশায় বিতরণ কর পুণ্যনাশ হইবে। তবে কাহাকে কি বিতরণ করিব

বুঝিয়াছি। লক্ষ্যবিহীন শায়ক এবং অপাত্রেদান উভয়ই নিষ্ফল। যাহার নিকট যাহা পাইয়াছি, তাহাকে তাহা প্রদান করিলে বৈতরণী পার হইতে পারিব। 'মাধব পাটনীকে' আট কড়া কড়ি দিলে চলিবেনা। আমার পূর্ব্বে যিনি পার হইয়া গিয়াছেন তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিব। সংসারের সর্ব্বস্ব তাঁহার ন্যায় সংসারে রাখিব। তিনি পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশাইয়াছেন; আমিও যখন দাত্রী প্রকৃতির হস্তে এই ভৌতিকদেহ সম্প্রদান করিব তখন অনায়াসে বৈতরণী পার হইতে পারিব। তুচ্ছ হিন্দুর শাস্ত্রের কথা। যে ভৌতিকদেহ ত্যাগ করিবে সেই অনায়াসে বৈতরণী অতিক্রম করিতে পারিবে; তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

তবে বলিবে, যিনি আমার সকল সুখের আধারছিলেন তিনি সকল সুখ লইয়া তৎপরিবর্ত্তে আমাকে যে দুঃখ দিয়া গিয়াছেন, দাতাকে তাহা কিরূপে কোন্ প্রাণে কোথায় প্রত্যর্পণ করিব? এদুঃখ তিনি প্রদান করেন

নাই, আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য যে উপায়, যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আমি অনুসরণ করিলাম না কেন? এদোষ কাহার? দুঃখ আমার আপন সম্পত্তি, হিন্দু বিধবার ন্যায় স্ত্রীধন। কিন্তু তাহা পিতৃদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, স্বামীদত্ত বা অধ্যাগ্নিক নহে,—স্বোপার্জ্জিত;———যে শিল্প রচনা করিতে কল্পনার নিকট শিখিয়াছিলাম, তাহার মূল্য মাত্র; তবে ইহা অন্যকে দিব কেন? কিন্তু হায়! সঙ্গে লইলে বৈতরণী পার হওয়া যায় না, তাহাও ত এদেশে রাখিয়া যাইতে হইবে; আমার ভয় হয়, ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শেষে এই সম্পত্তি আমার উত্তরাধিকারী উত্তরাধিকার করে!!

শ্মশান! কে তোমায় ভীষণ বলে? তুমি ভিষক। তোমার হস্তপরামর্শে সংসার আরোগ্য লাভকরে; শারীরিক, মানসিক সকল রোগের উপশম হয়। জগতে প্রকৃতঅস্তিত্ব কাহারও থাকিলে কেবল তোমারই আছে। জগতের তিরোভাবেই তোমার আবির্ভাব, প্রাণীর জীবনান্তে তোমার জীবন। যখন কিছু ছিলনা, তখনও তোমার শূন্যভাব বর্ত্তমান ছিল। আবার যখন সমস্ত বিলীন হইবে, তখন ও তোমার শূন্যভাব জাগরুক রহিবে। তুমি অনাদি, অনন্ত, নিত্য, ব্রহ্মরূপী।

শতসহস্রলোক ভূত প্রেত ভয়ে রজনীতে দূরে থাকুক,দিবাভাগেই ভীতিবিহ্বল! চক্ষুকর্ণাদিতে, শ্মশান! তোমায় অনুভব করিতে পারে না, তোমার জীবনও স্বীকার করেনা; কিন্তু তথাপি তোমার বিকৃতবদন দেখিতে ভয়ে জড়সড় রহে! ভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিয়াও সংসারের শেষ সীমায় যাহারা পিশাচ দেখিবে ভয়ে অবসন্ন থাকে আমার বিবেচনায় তাহারা সংসারে পাপপিশাচ। তোমার পবিত্রদেহে যাহারা অপবিত্রের আরোপ করে তাহারা ভয়ানক লোক। সংসার যেন তাহাদিগকে বিশ্বাস করেনা।

আর কি? ভীষণ যদি ভীষণ না হইল; যে কৃষ্ণ বর্ণের আবরণে সংসারসমক্ষে মৃত্যুর, সুতরাং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্মশানের শরীর আবরিত; তাহা উন্মুক্ত হইয়া মনোহর মূর্ত্তি দেখাইল; তবে আর ভাবনা কি? এস সকলে মনের সুখে মহাশ্মশান মহাসুখীর প্রমোদভবন জ্ঞানে তাহাতে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করি।

আকাশে শূন্যভাব, হৃদয়ে শূন্যভাব, শ্মশানওত শূন্যময়। তবে কি শ্মশান আকাশ? না লোক হৃদয়? লোকহৃদয় তত প্রশস্ত নয়। তাহাতে আত্মীয় স্বজনের সমাধিক্ষেত্র যত্নে রক্ষিত হয় সত্য; তাহাতে প্রিয়তম তনয়-তনয়ার, প্রাণাধিক প্রাণকান্তের, প্রেমময়ী প্রণয়িনীর, স্নেহময়ী জননীর, ভক্তিভাজন দেবোপমজনকের চিত্র আদরে রক্ষিত হইয়া অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধ জাগরিত অবস্থায় শয়ান থাকে; বন্ধু বর্গের, প্রিয় প্রতিবেশীর, অতীত সুখের ছবিসকল অর্দ্ধ স্মৃতির সূক্ষ্মাবরণে আবৃত রহে। কিন্তু সে হৃদয়, শ্মশানের ন্যায় প্রশস্ত নহে। শ্মশান আকাশ, শ্মশান স্বর্গ,—সে খানে আত্মপর নাই, স্বদেশ বিদেশ নাই, সকলের সমানাধিকার। শ্মশান স্বর্গ,—স্বর্গে যাইতে চাও ত শ্মশানে শয়ন কর। যে আসিরিয়ার (১) জনগণ স্বর্গের মঞ্চ প্রস্তুত করিতেছিল, ঈশ্বর বিরক্ত হইয়া এরূপ একটি বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দিলেন যে একের কথা অন্যে বুঝিতে পারেনা, তাহাতেই পৃথিবীতে নানারূপ ভাষার উৎপত্তি; সে মঞ্চ ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত নহে; আমার বিশ্বাস সে মঞ্চ শ্মশান। আসিরিয়ার রাজেন্দ্রবর্গের তরবারি যখন সকলকে রণোন্মাদে শ্মশানে পাঠাইতে লাগিল, সকলে নানা স্থানে ছড়িয়া পড়িল, নানা জাতি নানা ভাষায় সংসার চিত্রবিচিত্র হইল। শ্মশান স্বর্গের সোপান;—স্বর্গের সোপান, স্বর্গের দ্বার শ্মশান বড় রমণীয় পদার্থ। আকাশে কোটি উজ্জ্বলনক্ষত্র বিরাজ করে, শ্মশানে উজ্জ্বলতর কোটি কোটি পুণ্যাত্মা বিশ্রাম করিতেছেন। আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া ক্ষণপ্রভা মধ্যে মধ্যে যেমন মেদিনী পর্য্যবেক্ষণ করে, বিস্মৃতির মেঘাবরণ ভেদ করিয়া স্মৃতিও শ্মশান হইতে সেই অতীত চিত্র গুলি দেখিয়া লয়। আকাশের ঝড়ে বৃষ্টি, শোকার্ত্তের অশ্রুবিসর্জ্জন ও হাহাকার।

---

(১) প্রবাদ আছে আসিরিয়া রাজ্যের অভ্যুত্থান সময়ে বাবিলন নগরী নির্ম্মিত হওয়ার বহুপূর্ব্বে ঐ স্থানে বাবেল স্তম্ভনির্ম্মাণ করিবার সময় অধিবাসিগণ স্বর্গে উঠিবার সোপান প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকদূর পর্য্যন্ত গঠিত হইলে ঈশ্বর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের মধ্যে এমনই গোল ঘটাইলেন যে একের কথা অন্যে বুঝিতে পারেনা। অনেক লোক পড়িয়া মরিল। জীবিতগণ নানাস্থানে ছড়িয়া পড়িল। তাহাদের ভাষায় পৃথিবীতে ভাষাগত বৈচিত্র্য হইল।

কিন্তু শ্মশানে সূর্য্য কোথায়, চন্দ্র কোথায়? শ্মশানে প্রভাত ও প্রদোষের রমণীয়তা সেই দেখা যায়, অথচ অদৃশ্য মনোহর ভাব কোথায়? ছায়াপথ, নক্ষত্র পাত কোথায়?

সকলই আছে। জীবনে যে সূর্য্য, যে অনন্ত সর্ব্বব্যাপী, তেজোময় প্রভাকর স্পষ্ট দেখিতে পাও না, যতই শ্মশানের সমীপস্থ হইবে, ততই তাহা বিস্পষ্ট লক্ষিত হইতে থাকিবে। সেখানে পুণ্যের শুক্লপক্ষীয় রজনী কৌমুদী-বিধৌত এবং চিরপ্রফুল্ল; পাপের কৃষ্ণপক্ষ অন্ধকারময়। জন্ম ও মৃত্যু, জীবনের প্রভাত ও প্রদোষ; তাহার গোধূলীমাধুরী শ্মশানে সর্ব্বদা বিরাজ করে। বিস্পষ্ট ছায়াপথ অঙ্কিত রহিয়াছে, গ্রহনক্ষত্ররূপি জীবগণ! অগ্রসর হও, চন্দ্রের মহাসভায় একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র গ্রহের ন্যায় উপবেশন কর; মায়ার আকর্ষণে, পাপের প্রলোভনে সেই পবিত্র কক্ষ হইতে স্খলিত হইও না।

তবে শ্মশান দেবভূমি, অমরাবতী। শত পারিজাত শচীসমীপে প্রস্ফুটিত। চারি দিকে শোভাময় নন্দনকানন, মধ্যে সুরম্য বিলাসভবন। 'ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল মলয়সমীরে, মধুকরনিকর-করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে' অপ্সরী বিদ্যাধরীগণ নৃত্যগীত অভিনয় করিতেছে, আর দশ দিক্ হইতে জীবগণ—দেবরূপী জীবগণ, দশপথে প্রবিষ্ট হইতেছে। কি মনোহর দৃশ্য! কেহ রোগপথে, কেহ সমরদ্বারে, কেহ আত্মছুরিকা-বর্ত্মে, কেহ বা রাজদণ্ডমার্গে এই অমরাবতী প্রবেশ করিতেছে; অধীন জীব স্বাধীন দেবতার ন্যায় মনের সুখে বিচরণ করিতেছে। আহা! কি অপূর্ব্ব সুখ!

সকলে যাইতেছ, সকলে মিলিবে না? সেখানে পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না? আত্মীয় স্বজন, সম্পত্তি, ব্যবহার্য্য বসন ভূষণ পর্য্যন্ত রাখিয়া যাইতেছে, আমার অনুরোধে এক একটী পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া যাও। সে তোমার প্রয়োজন সাধন করিবে; যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা হয় খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিবে।

হায়! এ কথাটি আগে মনে হইল না; প্রাণকান্ত যখন চলিয়া যান, তাঁহাকে এ কথাটি বলিয়া দিলাম না! যদি তিনি ভুলিয়া গিয়া, স্বকিকে—

বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে এই পৃথিবীতে রাখিয়া যাইয়া থাকেন, তবে আমি গেলে আমায় কে দেখাইয়া দিবে ? হায় হায় ! এ ভ্রম সংশোধনের উপায় ?

না, স্মৃতি ত সঙ্গে যায় নাই, আমার সর্ব্বনাশ ! স্মৃতি একটি পুস্তকালয়। প্রত্যেক পুস্তকে কত যুগের, প্রতিপুস্তকালয়ে লক্ষ লক্ষ যুগের স্মৃতি সঙ্কুচিত ভাবে রহিয়াছে তাহার নির্ণয় নাই। পুটপাকে যেমন ঔষধ পাক হয়, বক-যন্ত্রে যেমন দ্রাবক চোয়ান হয়, স্মৃতি সেইরূপ লোকমস্তিষ্ক, মানবীয় জ্ঞান চোয়াইয়া পুস্তক বা পুস্তকালয়রূপে, (সিসিতে যেমন ঔষধ, দ্রবদ্রব্য থাকে, সেই ভাবে) রাখিয়া দেয়, আর অমনি আপনিও তাহাতে গলিয়া যায়, আর প্রভেদ থাকে না। রাসায়নশাস্ত্র সকল কৌশল জানে, কিন্তু সেই অবস্থার স্মৃতি ও জ্ঞান, জ্ঞান ও স্মৃতি প্রভেদ করিতে পারে না।

তবে এখন কি হইবে ? ঐ না পুস্তকাগার রহিয়াছে; প্রাণেশ যদি, (যদি কেন ? অবশ্যই !) তাহাতে স্মৃতি মিশাইয়া রাখিয়া গিয়া থাকেন, তবে উপায় কি বল ? হায় হায় ! অবিবেচনার পশ্চাৎফল পূর্ব্বেত হৃদয়ে এত গুরুতর পাতর চাপায় নাই ; এমন দুঃসহও বোধ হয় নাই ? এখন ? এখন কি করিব ? যে আশায় বুকে সাহস বাঁধিয়াছিলাম, হঠাৎ তাহাতে ছাই পড়িল !

শ্মশান মহাসমুদ্র ; এক জন সেখানে উপস্থিত হইলে শত হৃদয়ে, তরঙ্গ আবেগ, আবর্ত্ত, তটাভিঘাত, বাড়বানল। আর যে যায়, সে সেই শীতল সলিলের অন্ধতম গর্ভে নিমজ্জিত রহে। অনন্তকালের এই অন্তহীন স্রোত-গর্ভে কত মণিমুক্তা, কত অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে নির্ণয় নাই। শত শত দ্বীপাকার সমাধিমন্দির এই শ্মশানসমুদ্র চিত্র বিচিত্র করিয়াছে। অনুকূল বায়ুবশে জাহাজ গুলি স্থির সমুদ্রে যেমন চলিয়া যায় ; কত আত্মা এই শ্মশানসমুদ্রের অনন্ত মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। সমুদ্র বড় সুন্দর ; জলের গতি আরও সুন্দর ; ফেণরাশি ততোধিক ; আবর্ত্ত মধ্যে ঘূর্ণিত ফেণপুঞ্জ আরও সুন্দর ; তাহাতে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া রামধনুর বর্ণসমূহ ফলাইলে আরও অধিক সুন্দর করিয়া উঠায়। আহা ! যদি আজ ঐ অনন্ত বুদ্বুদ্ মধ্যে একটি জল-বুদ্বুদ্ হইতে পারিতাম ; ঐ শীতল সমুদ্রমধ্যে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অনন্তাভিমুখে যাইতে পারিতাম !

প্রাণেশের প্রীতিপূর্ণ প্রশস্ত হৃদয় আজ সেই অনন্তে প্রবিষ্ট ;—বিস্তারে বিস্তারের আলিঙ্গন, প্রশস্তে প্রশস্তের খেলা বড় সুখকর, বড় মনোহর। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, সে অনন্তে মিশিলেও ত সূচ্যগ্রসংলগ্নবারিবিন্দুবই অধিক হইব না! অনন্তের শরীরে একটি বিন্দু মিশাইলে আর হ্রাসবৃদ্ধি কি হইল? সম্পূর্ণ আয়তন আবরণ না করিলে আর সুখ কি?

তাঁহার সুখ নাই বটে; সে অনন্ত হৃদয়ের বিন্দুমাত্র স্পর্শে আমার ত সুখ হইবে; আমার ত সমস্ত অবয়ব অনন্তে আবরিত হইবে। জগৎ আমি, আমি জগৎ, আমার জন্য সমুদয়, আমার সে সুখ ছাড়িব কেন? শুশুকের ফুৎকার-নিঃসৃতবারি-বিন্দুমধ্যে একটি সামান্য বিন্দু হইলেও সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিব।

শ্মশান যজ্ঞভূমি। বিরাটপুরুষ- কাল, মরুৎরাজার ন্যায় উপবেশন পূর্ব্বক সম্মুখস্থ ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতসমিধ্‌রূপী জীবগণকে নিক্ষেপ করিতেছেন; কত সহস্র বৎসর যাবৎ এই মহাযজ্ঞ চলিতেছে নির্ণয় নাই। কিন্তু এই যজ্ঞে ব্রহ্মার মন্দাগ্নি জন্মে না। মরুৎ রাজার যজ্ঞাবসানে অর্জ্জুন খাণ্ডব-বনস্থ প্রাণিবর্গ দগ্ধ করিয়া ব্রহ্মার মন্দাগ্নি দূর করেন; এ যজ্ঞে জীবিত-হৃদয়-খাণ্ডব অহর্নিশি দগ্ধ বিদগ্ধ, ব্রহ্মার মন্দাগ্নি জন্মিবে কেন? এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি কবে হইবে কে জানে? হইবে কিনা তাহাই বা কে বলিতে পারে? এ বর্ষ-নিয়মিত সত্র নহে, অথবা জন্মেজয়ের সর্পসত্রের ন্যায়, সর্প অথবা একজাতীয় প্রাণীর বিনাশ মাত্র ইহার উদ্দেশ্য নহে। এ যজ্ঞের কাল এবং স্থান অনন্ত, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আহুতি। এ যজ্ঞের ধূম-পুঞ্জ একদিন বিশ্ব-ভুবন আঁধার হইতে গাঢ় অন্ধকার করিয়া সসীম অসীম করিবে, তবে যদি যজ্ঞ সাঙ্গ হয়।

চিন্তাকুল জীব! যদি প্রাণ শীতল করিতে চাও, এস আজ এই চন্দ্রালোকে শ্মশানে ভ্রমণ করি;——যেখানে ভীতের ভৈরব, বৈজ্ঞানিকের পরকাল, দেহত্যাগ, কবির স্বর্গনরক, আর আমার ন্যায় বাতুলের ভেদ-জ্ঞানবর্জ্জন বুঝিতে পারিব; সেখানে মৃত্তিকায় হৃদয়, হৃদয়ে মৃত্তিকা দেখিতে পারিব; যেস্থানে রুদ্ধশোণিতস্রোত দেখিতে যাইয়া সঞ্চালিত শোণিত দ্রুতবেগে প্রবাহিত অথবা দেখিতে দেখিতে চিররুদ্ধ হইবে; একবার মনের সুখে সেই স্থানে ভ্রমণ করি। চন্দ্রালোক শীতল, না অন্ধকার শীতল? আমি বলি উভয়ই শীতল, আবার উভয়ই উষ্ণ। দম্পতীর

কুসুমশয়নসমীপে চন্দ্রালোক শীতল, কিন্তু শ্মশানের নিস্তব্ধ বিশালবক্ষে আঁধারই অধিক শীতল। আজ অন্ধকারেই শ্মশান ভ্রমণ করিব।

অন্ধকার বৈ জ্যোৎস্না কোথায়? আলোক কোথায়? সংসারে আলোক শব্দ নিরর্থক। যদি অলোক চাও, তবে ইহ লোক যত শীঘ্র পার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ মহাশ্মশানে শয়ন কর। শ্মশান আলোক-বর্ত্তিকা।

যে রাজ্যে বৃষ্টির মধুরতা আছে, অথচ অশনি নিনাদ নাই, যেথানে সূর্য্যের উজ্জল জ্যোতি বিরাজমান, কিন্তু তাহাতে দাহিকা শক্তি নাই; যেথানে পৌর্ণমাসী ও অমানিশি একসঙ্গে বিকাশ পাইয়া তুলনায় বৈষম্যের মাধুর্য্য প্রদর্শন করে, শ্মশান সেই রাজ্যের তোরণ। ভোগবতী, ভাগীরথী, মন্দাকিনীর স্রোতবিধৌত পুণ্যভূমি শ্মশান মহাপীঠস্থান। এথানে নৈমিষারণ্য, চৈত্রবন, বদরিকাশ্রম সকল আছে। মক্কা, মদীনা, জেরুজিলম্, কপিলবাস্তু অমৃতসহর, অলিম্পস্, ডেল্‌ফী সর্ব্বদা শ্মশান ভূমিতে বিরাজমান।

উন্মাদিনীর সকলই বিপরীত! জগৎবাসি! তোমরা যাহাকে জন্ম-বল, আমি তাহাকেই মৃত্যু বলি; আর তোমরা যাহাকে মৃত্যু বল, আমার বিবেচনায় তাহাই প্রকৃত জন্ম। চক্ষুর নিমেষমাত্রকে তুমি অসীমাত্মক জীব হইয়া কি একটি সময় মধ্যে গণ্য করিতে পার? এই সংসার-জীবন, পলকমাত্র; এথানে জন্মিলেই ভয়; রোগ শোক প্রভৃতি তাহার পরিপোষক। মৃত্যু বলিয়া তোমাদের মনে যে এক অপরিজ্ঞাত ভয় সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাহা বাস্তবিক এই জীবনের জন্য। মৃত্যুর ভীষণত্ব জীবনে। এই দৈহিক আবরণ ভেদ করিলে তোমার প্রকৃত জীবন আরম্ভ, বা জন্ম-হইবে। শ্মশান তোমার জনক! পিতৃবৎসল! পিতৃভক্তি দেখাইবে না? কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবে না? যদি কর আমার সঙ্গে আইস, আজ শ্মশানের চরণপূজা করি, চরণধূলি গ্রহণ করি, তাহার সুকোমল অঙ্কে শয়ান রহি! শান্তি, শান্তি, শান্তি! জগৎ বলিবে শান্তি, অখিলব্রহ্মাণ্ড বলিবে শান্তি, ঈশ্বর স্বহস্তে শান্তি বিতরণ করিবেন। শান্তির পুণ্যনিকেতনে বিরাজমান থাকিতে যাহার ভয়, নিরুৎসাহ, ক্লেশ বা কোন প্রকার অসুখ হয়, তাহাকে আমি কি বলিব? তাহার হৃদয় নাই।

মিলন।

যদি তুমি চন্দ্রের সহিত কৌমুদীর,পুষ্পের সহিত সৌরভের, বায়ুসহ অনলের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়া থাক; যদি বসন্ত এবং কোকিল, গান এবং তাল, শোভা এবং আকর্ষণীশক্তি, শান্তি এবং নিদ্রার মধুরতা অনুভব করিয়া থাক; যদি নদীর সাগরাভিমুখগতি, চুম্বকের উত্তরাভিমুখ অবস্থান, বাষ্পের নিয়ত ঊর্দ্ধে গমন দৃষ্টে আপনাকে অপনি প্রকৃত কবির ন্যায় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাক; তবে মিলন কি পদার্থ তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিবে। কুসুমসহ ললনার সাদৃশ্য; আকাশ এবং সমুদ্রসহ প্রশস্ত হৃদয়ের তুলনা; স্বপ্নসুখের সহিত শিশুর হাসির একতা, যে, চক্ষে অনুভব করিতে পারে; হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের কি সম্বন্ধ তাহা সে ব্যতীত অন্তের সম্পূর্ণ বুঝিবার অধিকার নাই।

এই সংসারে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন জীব;——হস্ত পদ, চক্ষু, কর্ণ, সমস্ত শরীর, মন, বাহ্যিক আকৃতি সমস্তই ভিন্ন। সাদৃশ্য এবং বৈষম্য যে বিষয়ই দেখিতে চাও প্রত্যেক স্থলে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইবে। একজন হইতে অন্য জনের তাহাতেও কোন অংশে শ্রেষ্ঠত্ব নাই। অর্থাৎ যেমন তোমার ন্যায় অন্য প্রত্যেক বক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শরীর মন আছে; তেমনই আবার সেই শরীর সেই মন, অঙ্গও তোমাহইতে কোন না কোন অংশে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ একের সহিত অন্যের মিলন হয়, উভয়ে ছুচ্ছেদ্যবন্ধনে গ্রথিত হয়; কারণানুসন্ধান কর, কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না। ছুই বিপরীত দিক হইতে ছুইটি প্রাণী আসিয়া একত্র ও মিলিত হয়। ছুইখণ্ড মেঘ আকাশের ছুইপ্রান্তে স্থিত; অভ্যন্তরস্থ তাড়িতের আকর্ষণে——সেই অপরিজ্ঞাত, অদৃশ্য, বুদ্ধির অগম্য দৈবশক্তির আকর্ষণে একত্র, পরিশেষে এক হইয়া যায়।

হৃদয় রাসায়নিক কার্য্যালয়; কিন্তু তাহা কাহারও দ্রষ্টব্য নয়। রাসায়নিক কার্য্যনিচয় অদৃশ্যহস্তে সম্পাদিত হইতেছে। পারা ও গন্ধকে, হরিদ্রা এবং চূণে পরস্পর সংযোগ হইয়া যেমন নূতন বর্ণ উৎপাদন করে, সেই অদৃশ্য হস্ত হৃদয়ে তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য শত শত সহস্র সহস্র

সংযোগ বিয়োগ ঘটাইতেছে। সেইরূপ কোন অপরিজ্ঞাত কারণে, অদৃশ্য ঘটনায় হৃদয়ে হৃদয়েও সংযোগ বিয়োগ ঘটে ;—একটি রাসায়নিক কার্য্যালয় অন্যটির আদর্শ, ছায়া, অংশ হয় ; অথবা অন্যশব্দ এককালে মুছিয়া ফেলে। প্রণয় হৃদয়ে অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা পারদের ভাগ অধিক ;—এই ভালবাসার সুখদ সন্তাপে ঊর্দ্ধমুখে উন্নত করিল, এই অনাদরের তুষার-শৈত্যে এককালে অবনমিত করিয়া ফেলিল।

সংসার বিস্তীর্ণ অরণ্য। এখানে প্রবেশ কর, কোন্ পথ অবলম্বনে বাহির হইবে অবধারণ করা দুঃসাধ্য। সংসারারণ্যে ইন্ধনের অভাব নাই ; দিবানিশি জ্বলিয়াও ফুরায় না। আর এই অরণ্যে পুরুষ চন্দনবৃক্ষ ; তাহার শরীর সংস্পর্শবায়ু মলয়ানিল ; সুগন্ধ, সুস্নিগ্ধ, দেবার্চ্চনার যোগ্য। ললনা এলা লতা ;——নিতান্ত দুর্ব্বলা, অবলম্বনব্যতীত সংসারে অগ্রসর হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থা। চন্দনতরু এলালতার প্রকৃত অবলম্বন। তবে যে বিধাতা কুলকণ্টকবৎ কুলকণ্টকোপরি সময় সময় স্বর্ণলতিকা সংস্থাপন করেন,সে কেবল, প্রকৃতির বৈচিত্র্য জন্য, জগতের নীতিশিক্ষা জন্য। চন্দন তরুই প্রকৃত অবলম্বন। সাবলম্ব এলালতা ললিত ললিত অঙ্গভরে মলয়সমীরে ঈষদান্দোলিতা, 'পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা'। কিন্তু হায়! কাল যখন মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন, নরমেধযজ্ঞসাধনে প্রবৃত্ত হন, কানন হইতে সহস্র সহস্র সারবান্ চন্দনবৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া লইয়া সেই অনির্ব্বাপিত অনন্ত স্থণ্ডিল মধ্যে নিক্ষেপ করেন ; তখন সেই আশ্রয়িণী হতভাগিনী ব্রততী সকলের কি শোচনীয় অবস্থা! কাল অতি সাবধানে লতাবন্ধন খুলিয়া রাখিয়া তরুটি লইয়া যায়, হায় কি শোচনীয় অবস্থা! মহাগজ যখন বৃক্ষটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলে, লতা ভূপতিতা হইয়া সেই গজরাজের পা জড়িয়া ধরে, বৃক্ষ লইয়া সে যখন চলিয়া যায়, বারণের পদদলিত বল্লরীর আর জীবন থাকে না, ক্লেশও থাকে না। বল্লরী সুখে সেই প্রাণহন্তার পা ধরিয়া প্রাণত্যাগ করে, কৃতজ্ঞতা দেখাইতে তাহার শরীর হইতে একাংশ ছিন্ন হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করে। কিন্তু নির্দ্দয় কাল ত সেরূপ নহে। তাহার যজ্ঞকুণ্ডে যে অনল প্রজ্বলিত তাহাতে ব্রততীহৃদয় নিয়ত দগ্ধ করিবে, সেই ভীষণ উত্তাপে শুষ্ক বিশুষ্ক হইবে, অথচ মারিবার সাধ্য নাই।

আর যদি ললনাকে বৃক্ষ বলিতে চাও, ললনা কদলী বৃক্ষ। আকৃতি স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, সতেজ। কিন্তু সারশূন্য। সামান্য বায়ুতে তাহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত। আর পরিণাম দগ্ধভস্ম ক্ষার!

হায়! আজ এরূপ মতিভ্রম আরম্ভ হইল কেন? লেখনীগ্রহণসময়ে মিলনের মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিব মনে ছিল, আর পাঠক পাঠিকার হৃদয় ক্ষার-দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম! কোথায় গঙ্গাযমুনা আজ প্রয়াগে মিশাইব, সুধাকরের সুধাদ্বারা সুগন্ধি কুসুম গড়িয়া লইব, হরগৌরীর মিলিত মূর্ত্তি এক শরীরে প্রকাশ করিব; আর কোথায় এক অভাগিনীকে তাহার প্রাণের প্রাণ হইতে ছিন্ন করিয়া তুষানলে দাহন করিতেছি! যাহার চিত্তের স্থিরতা নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই; যে প্রকৃতিদেবীকে ভুবন-মোহিনী-রূপে নিরীক্ষণ করে না, জীবের সমাধিস্থানজ্ঞানে মনে মনে শঙ্কিত থাকে; সংসারের মনোহর চিত্র তাহার তুলিকায় অঙ্কিত হইতে পারে না। একে ত মানব হৃদয় উন্মাদ-গৃহ, মানববৃত্তিনিচয়ের একজন হাসিতেছে, একজন কাঁদিতেছে, একজন নিতান্ত বীভৎস চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ, সে কারাগৃহের অভ্যন্তরের কার্য্য কেহ দেখিতে পায় না। যদি দেখিত তবে আর মানব হৃদয়ের গৌরব থাকিত না। তাহাতে আবার আমার অবস্থা আরও কিঞ্চিৎ অধিক। মানবমাত্রই উন্মাদ, কিন্তু এ নামটি সকলের প্রতি প্রয়োগ হয় না। যাহার প্রতি প্রয়োগ হয় সে আর কিরূপে অন্যকে বুঝাইবে? সে যদি বিশ্বকর্ম্মাও হয়, বিশ্বসংসার গঠন করিয়া আপন হৃদয়ের চিত্র দেখাইতে নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অসম্পন্ন হইবে।

কে কোথায় থাকে, কিরূপে দুই ভিন্ন ব্যক্তি শরীর ও ছায়া, ছায়া এবং শরীরের ন্যায় দুশ্ছেদ্যমিলনে মিলিত হয়, তাহাই বলিতেছিলাম। স্ত্রী পুরুষ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবেচনা কর——পুষ্প হইতে গন্ধ, বস্তু হইতে বর্ণ পৃথক্ করিয়া লও, দেখিতে পাইবে দুই কেমন স্বতন্ত্র পদার্থ। পুরুষে স্ত্রীত্ব নাই, স্ত্রীলোকে পৌরুষ নাই। আবার উভয়টি একত্র কর, কেমন আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা; সৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পুরুষ। বসন্তকণ্ঠে কোকিল সংযোগ, ঘর্ম্মাক্ত-প্রকৃতিকণ্ঠে নৈদাঘ-সমীর-সঞ্চার, পরিণয়ে দম্পতীর মিলন; এক, অভিন্ন।

মিলন সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু নিয়মের বিস্তর প্রভেদ। পর্ব্বতে যাও,

দেখিয়ে বর বেড়াইতে আসিয়া কন্যার পিতার গৃহে উপবেশন করিল; একপাত্র সামান্য সুরাবিনিময়ে সকল প্রস্তাব সমাপন হইয়া গেল। শ্বশুরালয় বরের স্বগৃহ হইল। আবার, কোনস্থলে এরূপ বন্ধন নাই; যে যাহাকে আপন করিবে, মনন করিল; দুইএক বৎসর একভাবে চলিল; মন মিলিল না আবার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কিন্তু আমি সে সমস্ত আলোচনা করিয়া সমাপন করিতে পারিব না। সংসারে যাহারা সভ্য বলিয়া পরিচিত তাহাদের সম্বন্ধে কএকটি কথা লিখিব।

মিলনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে সর্ব্বপ্রথমেই পূর্ব্বরাগপ্রথা দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্যরাজ্যনিচয়ে মনোমিলন পরীক্ষিত না হইলে "ঈশ্বর যাহাদিগকে মিশ্রিত করিলেন, কেহ যেন তাহাদিগকে বিযুক্ত করে না" এইমন্ত্র পঠিত হয় না। এদেশে আবার সেরূপ নহে। নির্ব্বাচন অভিভাবক-হস্তে। ঘটনাক্রমে এই অনিশ্চয় অক্ষক্রীড়ায় যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটে, এদেশে তাহা দৈবনির্ব্বন্ধ অদৃষ্টলিপি, অখণ্ডনীয়। মুশলমানের কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে। নির্ব্বাচন অভিভাবক হস্তে একথা যথার্থ। কিন্তু একটি সম্মতির অপেক্ষা করে। মুখে সম্মতি না দিলে পাত্রী সম্প্রদান হয় না। কিন্তু কয়টিস্থলে বালিকা স্বাধীন ভাবে অমত প্রকাশ করে তাহাই গণনার বিষয়। হিন্দু মুশলমান দুই বিপরীত পথে চলিলেও এক দেশে এক জলবায়ুতে প্রতিপালিত প্রতিপোষিত হওয়াতে উভয়ের অনেক বার সাক্ষাৎ হয়; মুশলমানের অনেক নিয়ম এখন হিন্দুর সহিত ঐক্য হয়।

অনেক গুলি মনোবৃত্তি যৌবনের প্রত্যুষ সময়ে বিকসিত হয়; বয়সের পরিণতির সহিত তাহা পর্য্যুষিত হইয়া যায়। প্রথম বয়সের আশা, ঔৎসুক্য যাহা সম্মুখে পায় তাহাই অবলম্বন করে, তাহাই জড়াইয়া ধরে। সুচতুর ফরাসি রাজমন্ত্রী এ তত্ত্ব বিলক্ষণ জানিতেন; আপনার আজ্ঞাধীন, মন্ত্রমুগ্ধ কোন ব্যক্তির তনয়ার সহিত যুবরাজগণের বিবাহ বন্ধন প্রয়োজন বোধ করিয়া ঐ সকল বালিকাকে কৃত্রিম বেশভূষায় ভূষিত করিয়া সময় সময় তাঁহাদের দৃষ্টি পথের পান্থ করিতেন। এই উপায়ে অনেক সময় উদ্দেশ্য সফল হইত। এই নীতি কৌশলের তাৎপর্য্য হইতে আজ আমি ইয়োরোপের এবং এসিয়ার মিলন সমালোচনা করিব।

ইয়োরোপের 'কোর্টশিপ' এখন কে না জানে? মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ন্যায় সে পুণ্যভূমিতে হৃদয়ের, হস্তপদের, প্রাণের স্বাধীনতা সর্ব্বদা বিরাজমান। এজন্য সে দেশে স্ত্রীলোকের মন, মত, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সকলই আছে। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের আলাপ অব্যাহত। সুতরাং যে যুবক যুবতী মনে মনে একত্র হইতে বাসনা করে তাহারা পরস্পর আলাপ আত্মীয়তা করিয়া একের হৃদয়চিত্র অন্যের সমক্ষে উপস্থিত করে, সেই সুকোমল দর্পণে একে অন্যের প্রকৃতি, প্রতিকৃতি ধারণ করিয়া রাখে। যদি সে মূর্ত্তি স্থির হইল, বাতান্দোলিত বারিরাশিতে প্রতিফলিত বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় না হইল, তাহা হইলে আর মিলনে বাধা কি? কিন্তু ইহাতে কি কোন দোষ নাই? দূর হইতে যাহার যত গুণ দেখ নিকটে যাও, তাহার দোষ তেমনই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে কলঙ্কিত দেখিবে। সুন্দরীর বদনকমলে বসন্ত রোগের শোভান্তক অঙ্ক গুলি কি দূর হইতে দেখা যায়?

হায়! আমি অর্দ্ধশিক্ষিতা বঙ্গললনা, আমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের, সংসারের সভ্যগণের মতের বিপরীতে কথা কহিতে বসিলাম। যখন বসিলাম তখন ছাড়িব না; যাহা আরম্ভ করিয়াছি সমাপন করিব। যাহার মনে ভাল না লাগে, না লাগিল; আমি কি করিব?

রূপতৃষ্ণা, আর ভালবাসা দুই পৃথক্ পদার্থ। আর যদি রূপজ আকর্ষণকেও ভালবাসা বল, তবে ভালবাসাও দুই প্রকার। মিষ্ট বস্তু রসনা ভালবাসে; সুন্দর গোলাপটি চক্ষু ভালবাসে; সন্তানের সুমিষ্ট কথা গুলি কর্ণ ভালবাসে; কুসুমসুবাস নাসিকায়, সুকোমল বস্তু স্পর্শে ভাল লাগে। এসকল কি ভালবাসা বলিব? আর ঐ যে কুরূপ কদাকার লোকটি ওখানে বসিয়া আছে; শত শত লোক যাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় চক্ষু নিমীলিত করিয়া যাইতেছে; নাসিকা বস্ত্রে আবরণ করিয়াছে; তাহার প্রতি তোমার মন যে আপনা হইতে ধাবিত হইতেছে; তুমি নিমীলিত চক্ষে উৎফুল্ল হৃদয়ে যে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছ, ভুলিতে পার না, ভুলিতে চাও না, ভুলিলে তুমি বাঁচিবে কি না সন্দেহ; এ ভাবের নাম কি বলিব? যদি উভয়ই ভালবাসা বল, তবে দেখ তাহার দূরত্ব কত, পার্থক্য কত! একটি বাহ্যিক, অন্যটি আন্তরিক; একটি প্রকৃত ভালবাসা, অপরটি ভালবাসার বিকার—ইন্দ্রিয়পরতা।

আমার বিবেচনায় যেখানে আমার আমার ভাব অধিক, সেখানে ভালবাসা অধিক; আর যেখানে তোমার বস্তুটি ভাল, সুন্দর, সেখানে ভালবাসা নাই। প্রকৃত ভালবাসার গম্ভীর সলিল, ভাবপূর্ণ, মনোজ্ঞ, স্থায়ী। কিন্তু রূপজস্নেহের গতি অগভীর, বালুকাবাহী স্রোতের ন্যায় তরতর ধারে প্রবাহিত; তাহাতে তটাভিঘাত নিয়ত দ্রষ্টব্য; কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। যে বালুকা ভেদ করে, সেই বালুকাই আবার সে স্রোত বন্ধ করিয়া ফেলে। নিম্ন শ্রেণীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থনিচয়ের আকর্ষণের ত কথাই নাই। হিমাচলের উচ্চ গম্ভীর আকৃতিতে, প্রশান্ত মহাসাগরের স্থির গম্ভীর মহাশরীরে, মহাশূন্যের শূন্য ভাবে, রণক্ষেত্রের কোলাহলে, শ্মশানের মোহকরী মূর্ত্তিতে আমরা যে সৌন্দর্য্য অনুভব করি তাহাও ভালবাসা জনিত নহে। সুতরাং তাহাতে যত কেন উচ্চভাব না থাকুক মানসিক প্রকৃত ভালবাসার সহিত তাহার তুলনা চলে না। যে ভালবাসায় শতযোজনান্ত পরকেও নয়ন হইতে নিকটে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে লইয়া আইসে, পরশব্দ, পৃথগস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া হৃদয়ে হৃদয় ভরিয়া রাখে; যাহার উন্মত্তস্রোত দুর্ব্বার তটাভিবাত অহোরাত্র শান্তিহীন, বিশ্রামহীন করে, অথচ তাহা হইতে নিয়ত অমৃতধারা শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রকৃত ভালবাসা। রূপজস্নেহ, আদর হইতে তাহা অনেক উন্নত, অনেক শ্রেষ্ঠ; জগতে সেইরূপ ভালবাসা দৈবশক্তি।

আমার বিবেচনায় পাশ্চাত্য জাতি সকলের মধ্যে যে পূর্ব্বরাগ মিলনের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা সমস্ত স্থলে না হউক অধিকাংশ স্থলে রূপজস্নেহের ফল। অল্প সময়ে এক হৃদয়ের সকল গুলি বৃত্তি অন্য হৃদয়ে প্রতিফলিত অথবা উপমিত হইতে পারে না। তুলনায় সময়ের আবশ্যক। যুবক-হৃদয়ে যৌবনের প্রথম সময়ে যে একটি অভাব জ্ঞান, 'মনোহরশূন্য-ভাব, উদয় হয় তাহা মোচনে প্রথমদৃষ্ট বস্তুটির প্রতি আদর করিতে সহসা প্রবৃত্তি জন্মে। যে স্থলে চক্ষু অসন্তুষ্ট, সে স্থলে মিলন ও কঠিন। নতুবা প্রকৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া যুবক যুবতী প্রথম দর্শনেই মিলিয়া যাইত।

স্ত্রীলোকের এমন কতকগুলি স্বভাব ও কার্য্য আছে যাহা পুরুষে স্বার্থপর বিবেচনা করে। আবারপুরুষের প্রকৃতি এবং কার্য্য হইতে স্ত্রীলোক

নির্দ্দয়তা, অনাদর প্রভৃতি ধারণা করিয়া লয়। পরিণয়ের পূর্ব্বে উভয়েই উভয়ের সহিত দীর্ঘকাল আলাপ করিলে পরস্পর পরস্পরের দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক যে স্থলে দোষের ভাগ অল্প, গুণের ভাগ অধিক, সেই স্থলে মিলন হইতে পারিবে এই চিবেচনায় আমেরিকা এবং ইউরোপে পূর্ব্বরাগ এত আদরণীয়। কিন্তু আমার বিবেচনায় যৌবনের উন্মাদ প্রেমে প্রথম সময়ে সে দোষ গুলি সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করে, রূপমুগ্ধ প্রণয়িযুগল মিলিত হয়। অবিবাহিতের সংখ্যা কম; কোন না কোন গুণ দেখিয়া সেই গুণটি হৃদয়ে তুলিয়া লয়, অন্ধ কামদেব দোষ গুলি দেখিতে পান না। প্রণয়ে, অতীত ঘটনাবলীর আলোচনা প্রণয়িযুগলের প্রধান কার্য্য। সেইরূপ অতীত আলোচনায় যখন প্রথমের সেই ক্ষুদ্র দোষগুলি মনে উদয় হয়, রূপজস্নেহের সেই ক্ষণিক মাধুর্য্য হ্রাস হইলে সামান্য কারণ প্রাপ্ত হইবা মাত্র ঐ সকল দোষ গুরুতর বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং প্রথমের সেই ভালবাসা বিদ্বেষের আর একটি কারণ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কেবল সেই জন্যই ঐ সকল দেশে এত ডাইভোর্স্ (পরিত্যাগ) এত জুডি-শিয়াল্ সেপারেশন্ (বিচারতঃ স্বতন্ত্র থাকিবার ব্যবস্থা) এবং এত দাম্পত্য-স্বত্বাবধারণের মোকদ্দমা, এত ক্ষতিপূরণ! যে প্রণয়ের পরিণাম মোক-দ্দমা তাহাকে প্রণয় বা ভালবাসা বলিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে না।

'কোর্টশিপ্' পদ্ধতির আর একটি গুরুতর দোষ আছে। যে দুইজ-নের আলাপ হয়, তাহাদের মধ্যে যদি পরস্পর পরস্পরের মনস্তুষ্টিসাধনে নাটকাভিনয় আরম্ভ করে; রূপজতৃষ্ণার প্রবর্ত্তনায় বাহিক ভালবাসা দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়; তবে উভয়ে উভয়কে বঞ্চিত করে। ক্ষণিক তৃষ্ণার অবসান হইলে প্রণয় ঘৃণায় শেষ না হইবে কেন? আবার যদি দুইজনের মধ্যে একের মনে প্রকৃত ভালবাসা আর অপরটির মনে রূপজ আকাঙ্ক্ষা কার্য্য করিতে থাকে; উঃ! তখন কি শোচনীয় অবস্থা! তখন কি একের কার্য্যদ্বারা অন্যের সর্ব্বনাশ হয় না? অন্ধ যুবকযুবতী ঈপ্সিত লাভে এমনই উৎসুক হয় যে, তখনকার সেই দুই প্রকার প্রণয়ের পার্থ-ক্যের সূক্ষ্মতা অনুভব করিবার উপযুক্ত মানসিক বল কাহারও থাকে না। এরূপস্থলে অবশিষ্ট জীবন সুখকর, না দুঃখজনক? কেহ রূপলালসায়

কেহ অর্থলাভবাসনায়, কেহ বা সম্মানকামনায় এইরূপ কপট প্রণয় দেখাইয়া প্রকৃত প্রণয়প্রবণ হৃদয়ের সর্ব্বনাশ সাধন করে। কিছু দিন দর্শন আলাপনে প্রণয়প্রকাশভাবভঙ্গীতে হৃদয়ে যে কোমলতা জন্মে, যদি কোন কারণে বিবাহ না হয়, তবে হৃদয় হইতে হৃদয়বন্ধন ছিঁড়িয়া লওয়া যুবকের পক্ষে, যুবতীর পক্ষে সহজ নহে।

প্রণয় বদ্ধমূল হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হৃদয় বড় চঞ্চল থাকে। যেমন ডানায় ভরদিয়া পক্ষিগণ শূন্যে রহে—নিরবলম্ব অথচ কম্পমান,—পরিশেষে উপযুক্ত আসন পাইলে উপবেশন করে; মনও তদ্রূপ। সেই চাঞ্চল্যের সময় যদি একের পর অন্য, তাহার পর তৃতীয় ব্যক্তি প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া দাঁড়ায়, বালিকা কাহাকে মনোনীত করিবে? সে এক এক জনের এক একটি গুণ দেখে, দোষ দেখে। এক এক বার এক একটিকে ভাল বোধ করে। যেমন নানা বর্ণের নানা ফুল উপস্থিত করিলে বালক, কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ বিচার করিতে পারে না, লাল ফুলটি বাছিয়া লয়; তেমনই সর্ব্ব বিষয়ে অপরিপক্ক-বুদ্ধি বালিকা অন্য বিষয় তত অধিক মনে মনে আলোচনা না করিয়া যেটি রূপবান্ তাহাকেই মনোনীত করে। পরে যখন এক জনের সহিত বিবাহ হয়, উত্তর জীবনে কোন বিশেষ অসুখের কারণ হইলে, দৈবাৎ কোন কারণে মানসিক বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলে, সে তখন মনে করে, অন্য এক জনের সহিত বিবাহ হইলে (যে এত রূপবান্ ছিল না সত্য কিন্তু যখন প্রণয়যাচক হইয়াছিল তাহার কত গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল!) অধিক সুখ হইত! আমি বলি একের সহধর্ম্মিণী হইয়া অন্যকে এইরূপ স্মরণ করা মহাপাপ। কিন্তু সময় সময় এইরূপ পাপ 'কোর্টশিপ্' পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল।

কোর্টশিপে আরও একটি দুঃখজনক অবস্থা আছে। পরীক্ষার এই সন্ধিস্থলে যদি কোন যুবতীর মন যুবকের প্রতি, অথবা যুবকের মন যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, অথচ সেই প্রণয়পাত্র তাহা ভাল না বাসে, এবং অন্যত্র তাহার বিবাহ হয়; তখন নিরাশ প্রণয়ের মুর্ম্মুরদাহ কেমন শোচনীয়! তুমি জীবন সুখে অতিবাহন করিবে আশায় জীবনের দোসর তালাস করিতেছিলে; মক্ষিকা যেমন এক পুষ্পের পর অন্য পুষ্প পরীক্ষা করে; সাগরে লহরী যেমন একটির পর অন্যটি গমন করে; পতঙ্গ যেমন এক আলোক ছাড়িয়া অন্য

টিতে গড়াইয়া পড়ে; তুমিও তাহাই করিতেছিলে। তখন তোমার মনে হয় নাই যে এত সুন্দর, এত সুখকর আলোকের আকর অনল তোমার বিনাশ সাধন করিবে! তুমি প্রত্যাখ্যাত হইয়া জীবন যেরূপ দুঃখযাতনায় অতিবাহন করিতেছ; প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য (চেষ্টা না করিলে কোন দুঃখ ছিল না) হওয়াতে যেরূপ গুরুতর ভারাক্রান্ত জীবন বহন করিতেছ, তুমিও কি ঐ সভ্য নিয়মটি অনুমোদন করিবে?

আপনি ইচ্ছামত স্বামী বা স্ত্রী মনোনীত করিব এ নিতান্ত কবির কল্পনা। চক্ষু আর মন যুগপৎ কার্য্য করে সত্য, কিন্তু বাহ্যিক আকার সম্বন্ধে চক্ষুর কার্য্যই প্রথম। নয়নে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত না হইলে হৃদয়ে অমৃতলহরী খেলায় না। চক্ষু যাহা ভালবাসে, চক্ষুর অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া মনেও তাহার জন্য এক প্রকার রূপজ ভালবাসা জন্মে। কিন্তু রূপজ সকলই ক্ষণিক। চিত্র বিচিত্র রামধনু মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলীন হয়; সুদৃশ্যজলবিম্ব, নয়নরঞ্জন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিমেষমধ্যে মিশিয়া যায়; কুসুমসুষমা দিনেকের জন্য, কৌমুদীসুধা ক্ষণেকের জন্য নয়ন মন রঞ্জন করে; রূপজ সুখ কতক্ষণ থাকিবে? সরোজ-শোভিত-সরোবর সলিল শরদাগমে শুষ্ক হয়, তটভাগ কর্দ্দমিত হয়, পঙ্কজরাজী নোয়াইয়া পড়ে, পরিশেষে শীতাগমে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। লোকের শারীরিক সৌন্দর্য্যও ঠিক তদ্রূপ। যৌবনের কুসুমরচিত সোপান গুলি অতিশয় মনোহর; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া যায়; পরিশেষে বার্দ্ধক্যে সমস্ত বিনাশ করিয়া ফেলে। শারীরিক শোভা যখন হ্রাস হইতে থাকে, রূপজ ভালবাসাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হয়। নয়নের দৌত্য বাহ্যজগতে, অন্তর্জ্জগতে নহে; প্রণয়ের রাজ্য অন্তর্জ্জগতে, বাহ্যজগতে তাহার সম্বন্ধ অল্প। অতএব অল্প সময়ে মনোমত স্বামী বা স্ত্রী বাছিয়া লওয়া কবির কল্পনা মাত্র;—সংসার গদ্যময়, প্রকৃত ঘটনায় কার্য্য শিক্ষা দেয়; এখানে তাহা সহজ নহে। হৃদয়সৌন্দর্য্য ক্রমে প্রকাশ পায়, তাহা অল্প সময়ে বুঝিয়া উঠা যায় না। দীর্ঘ জীবনে যখন প্রত্যেক দিনের সামান্য কথায় সামান্য কার্য্যে হৃদয়ে সুখের লহরী ছুটিতে থাকে,—এত সুখ যে হৃদয়ে যেন স্থান হয় না, উথলিয়া পড়ে; তখন, মাত্র তখন ভালবাসা কি তাহা অনুভূত হয়। সুতরাং বালক বালিকা কি মনোনীত

করিবে? যৌবনের প্রথমাংশ প্রণয়জীবনের বাল্যকাল বই আর কি বলিব?

তবে কি দশের মতে মত দিয়া প্রাচীন হিন্দুর স্বয়ম্বর প্রথার প্রশংসা করিব? আমার তাহাও করিতে ইচ্ছা হয় না। দুই একটি স্থল ভিন্ন সমস্ত কাব্য নাটকে ইতিহাসে যে শ্রেণীর স্বয়ম্বর দেখিতে পাই তাহার প্রায় সমস্ত রূপজআকর্ষণের ফল, অথবা ঐশ্বর্য্যের ইন্দ্রজাল মাত্র। তাহাতে কোন রূপ গুণের আদর অথবা ভালবাসা নাই। কেবল সভামধ্যে এক এক জনের গুণবর্ণনা শ্রবণ করিয়া কি নির্ব্বাচন হইতে পারে?

আমার বিবেচনায় যদি অল্প কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এদেশপ্রচলিত প্রথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। প্রণয় না বুঝিতে রূপের আদর মাত্র শিখিয়া বালক বালিকা যেমন প্রণয়-সূত্রে (!) বদ্ধ হয়, যদি এ নিয়ম উঠিয়া যায়; অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের সহিত অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার, অথবা অষ্টমবর্ষীয় কুলীন বালকের সহিত চল্লিশ বর্ষীয়া ললনার যদি বিবাহ হওয়া একবারে নিষিদ্ধ হয়; যদি প্রথমতঃ মুশলমানের যে নিয়ম ছিল তাহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করা যায়,—অভিভাবকের নির্ব্বাচন এবং যাহার বিবাহ সে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া অনেক দিন চিন্তা করিয়া তাহাতে সম্মতি দেয়, তাহা হইলে এদেশ প্রচলিত নিয়ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে পারে। জনক জননী অনুসন্ধান পূর্ব্বক দোষগুণ বিচার করেন; শুভানুধ্যায়িগণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিলে কল্পনাও তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করে না। সে বিশ্বাসকে অন্ধ বল আর যাহা বল ক্ষতি নাই, তাহার ফল অতি চমৎকার। যদি তুলনাস্থল না থাকিল তোমার অন্ধকারই আলোক। প্রণয়স্রোত সহস্র ধারায় প্রবাহিত; যুবক যুবতীর হৃদয় সে স্রোতে ভাসিয়া যায়। সে প্রণয়ে মাদকতা অধিক, তাহাতে উভয়ের হৃদয় মোহিত হইয়া পড়ে। দিক্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন সঙ্গী পাইলে হৃষ্ট হয়; নিশীথ অন্ধকারে আলোক প্রাপ্ত হইলে যেমন আশ্বাস জন্মে; তৃষ্ণাভরের সুশীতল বারি, আতপতপ্তের বৃক্ষচ্ছায়া যেমন সুখসেব্য; দাম্পত্য- প্রণয়রস ততোধিক সুখকর। দুইভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আগত দুইটি স্রোতের এইরূপ মিলন এবং অবিরাম অনন্তাভিমুখগতির উপমেয় সংসারে আর কিছুই নাই।

অপরিচিতের সহিত হঠাৎ এইরূপ পরিচয় হওয়াতে দুইজনের মধ্যে কাহারও কোন দোষ থাকিলে অন্যে তাহা দেখিতে পায় না। মিলনের মুহূর্ত্ত হইতে স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর গুণে মুগ্ধ, সামান্য দোষ সকল নয়নপথে আসিবে কেন? এইরূপে পরস্পরের আসক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে উত্তর কালে সুখের দাম্পত্যজীবন শান্তিবিহীন হওয়ার সম্ভাবনা অল্প থাকে। সর্ব্বদা যাহার সহিত আলাপ পরিচয় সর্ব্বদা তাহার বিষয় আলোচনা। প্রকৃত জীবনে যাহা দেখা যায় না, সম্পূর্ণ বিকাশ পায় না, কল্পনার তুলিকায় সে চিত্র অতিসুন্দর করিয়া আঁকিয়া রাখে। তাহাতে মন মুগ্ধ না হইবে কেন? প্রণয় ন্যায়শাস্ত্রের শিষ্য নয়, তার্কিক পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে কখনও অধ্যয়ন করে নাই। প্রণয় দেবতা; তাহার অবস্থান হৃদয়ে, বিকাশ যৌবনে; বিলয় নাই। চক্ষু কর্ণাদি তাহার দাস, প্রণয় পাত্র তাহার গ্রন্থ। সে গ্রন্থ স্থানান্তরে যন্ত্রস্থ হয় না, হৃদয়েই মুদ্রিত রহে। তাহাতে ভ্রম নাই, প্রুফ্‌সংশোধনের প্রয়োজন হয় না। প্রণয় প্রত্যেক স্থলে সীমাবদ্ধ, অথচ সমস্ত জগতে অসীম অনন্তের ন্যায় বিরাজমান।

প্রণয় সংস্থাপনের পূর্ব্বে প্রণয়ের পরীক্ষা নিতান্তই উপহাসের কথা। "তুমি আমায় ভাল বাসিবেনা? তুমি আমার নও জানি, অথচ তোমাকে আমার করিতে পারি কি না দেখিতে হইবে; যদি চেষ্টা করি, তবেই তুমি আমাকে ভাল বাসিবে।" এই কল্পনা কি কল্পনা মাত্র নহে? ইহাতে প্রকৃত ভালবাসা নিশ্চয়ই জন্মিতে পারে না, কিন্তু সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা চরিতার্থ হওয়া সম্ভবপর। ভালবাসা আসিতে হইলে আপনাহইতেই আসিবে; তাহাকে চেষ্টা করিয়া কে বশীভূত করিবে? প্রণয় একটি চঞ্চলমতি বালক; সে সমস্ত সংসারে বিচরণ করে। ধরিতে যাও, দৌড়িয়া পলাইবে। কৃষক যেমন রামধনুর সহিত পৃথিবীর মিলন স্থানে (১) স্বর্ণপাত্র লাভ করিবার আশায় দৌড়িয়াছিল; প্রণয়-রামধনু ধরিবার জন্য যতই দৌড়িবে ততই তোমাকে

(১) পাশ্চাত্য দেশ সমূহে প্রবাদ ছিল রামধনু যে স্থানে পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছে সে স্থানে গেলে স্বর্ণ পাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কৃষক সেই আশায় দৌড়িয়া দৌড়িয়া ক্লান্ত হইয়াছিল। তাহার অনিশ্চয় লাভের অনুসরণে সে নিশ্চয়ও হারাইয়াছিল।

সেইরূপ ক্লান্ত হইতে হইবে, তোমার সকল চেষ্টা বৃথায় যাইবে। আবার যখন প্রণয়ের অনুগ্রহ হইবে, তখন আর তাহার বালকবৎ ব্যবহার থাকিবে না। তখন সে জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ। তাহাকে হৃদয় হইতে অপসৃত করিবার জন্য যতই যত্ন করিবে, সে তোমার প্রতি তত অধিক দৌরাত্ম্য, তোমার হৃদয়ে তত অধিক আক্রমণ করিবে। তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া তোমার সাধ্য হইবে না।

তবে হৃদয় বিশেষে স্বতন্ত্র কথা। কোন স্থানে পূর্ব্বরাগজনিত প্রণয় অতুল্য, আবার অনেক অনুসন্ধানের পর পরিণয়ও বিবাদ বিসম্বাদের আকর। একস্থলে পূর্ব্বরাগের অতি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, জঘন্য ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে; স্থানান্তরে অন্ধবৎ মিলনে অমৃতফল ফলিতেছে। সেই সমস্ত দৃষ্টান্ত লইয়া কোন নিয়ম সমালোচনা করা যায় না। আমি আর বাহুল্য করিব না।

আমি যখন সংসার-সমুদ্রে অনিশ্চয় অবস্থায় ভাসিতেছিলাম; হঠাৎ কোন দিক হইতে একটি তরঙ্গ আসিয়া আমাকে প্রাণেশ-হৃদয়ে গড়াইয়া ফেলিল। সলিল-সিক্ত শীতার্ত্ত হৃদয় সেই উষ্ণশয্যা লাভ করিল; ঝটিকার অত্যাচার, আবর্ত্তের শ্বাস নিরোধ নিমজ্জনভয় আর নিকটেও আসিতে পারিল না; আমি শান্তিলাভ করিলাম। কোথায় ভূলোকের বিপদ,কোথায় দ্যুলোকের সুখ! আমি বিবশ প্রাণে নিদ্রিতা হইলাম। এক একটি শাখা বাহিয়া কল্পনার উন্নত বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলাম; অবরোহণ সহজ ছিল না; ক্রমে নরলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক নক্ষত্রলোকে বিচরণ করিলাম। দাম্পত্যজীবনের অমৃতময় কোটি নক্ষত্র কণ্ঠদেশে শোভমান হইল। কিন্তু হায়! ললনা অভাগিনী; ললনা ইতর জন্তুর ন্যায়, গৃহ পালিত পশুর ন্যায় সামান্য প্রয়োজন সাধিনী, তাহার সুখ স্থায়ী হইবার নহে। আমি অগাধ জলধিতলে নিমগ্ন হইলাম।

আমি কি বলিতে কি বলিতেছি! আমি একাকিনী অভাগিনী, আমার আত্মাদর নাই, সুতরাং আমার নিজের প্রতি যত ইচ্ছা কটূক্তি করি ক্ষতি-নাই। কিন্তু আমি তাহা না করিয়া গৃহলক্ষ্মীদিগের নিন্দা করিতেছি! যাঁহাদের শরীরসৌন্দর্য্যে কৌমুদীসুধা বা কুসুম-সুষমার ন্যায় স্বামীগৃহ

বা পিতৃভবন আলোকময় করিয়াছে; অঙ্কে সংসারের ভাবী উত্তরাধিকারী কুমারকুমারিগণ শোভা পাইতেছে; যাঁহাদের একএকটি কথা অমৃত-কণা অপেক্ষাও মধুর, এক একটি কার্য্য দেবীরন্যায়; যাঁহাদের কোমল-হৃদয় স্নেহমমতার প্রমোদগৃহ; ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি যাঁহাদের নিকট স্থান পায়না; আমি আপনি অভাগিনী হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায় দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করিতেছি! হায়! আমার এভাব কবে দূর হইবেরে! এ হতাশমাখা সংসার কবে আশ্বাস পূর্ণ দেখিবরে!

ঐ না চন্দ্রালোকে সেই নবীন-দম্পতী দেখিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল! আমি আমার প্রাণেশের করে ধরিয়া কিছুকাল পূর্ব্বে চাঁদের চাঁদনীমাখা সবুজ ভূমিখণ্ডের উপর বেড়াইতে ছিলাম, সে সুখ কে লইয়া গেল? এই মুহূর্ত্তে যে চিত্রটি আঁকিয়াছিলাম, আমার তুলিকা এখনও সিক্ত রহিয়াছে, অথচ চিত্রটি কে যেন হরণ করিল! হায় হায়! সংসারে এরূপ নিষ্ঠুর, এরূপ নির্ম্মম, এরূপ হৃদয়বিহীন লোক আছে পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না!

আমি বহুদূরে, বঙ্গের অন্ধতম প্রদেশে অবস্থান করিতাম, একদিন হঠাৎ আসিয়া এইস্থানে উপস্থিত হইলাম। যাহাদিগকে সদা সর্ব্বদা চারিদিকে দেখিতাম; যাহাদিগের স্নেহমমতায় দিবানিশি জড়িত ছিলাম, তাহারা কে কোথায় রহিল! আর আমিই কি ছিলাম কি হইয়াছি! একেত আমার বাল্যকালের প্রণয়-সহচরিগণের মধুর ব্যবহার, পিতৃ-পরিবারের স্নেহমমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি; তাহাতে আবার এতদূরে আসিয়াছি যে, মনে করিলেই যাইতে পারিনা, কেহ মনে করিলে তেমন সহজে আসিতেও পারেনা। আর কি ভাবিলাম কি হইল! আমি পারিজাতের স্বর্গীয় শোভা-সৌরভে মোহিত হইয়া সেই বেলফুলটি পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম; আর আমার এমনই কপাল, যে, সে পারিজাত শাপগ্রস্ত হইল, আমি কণ্টকমাত্র লাভ করিলাম! ফুল লইবার জন্য যে ডাল ধরিলাম তাহাই ভাঙ্গিল! কোথায় শাখায় শাখায় বেড়াইব, কোথায় পল্লবে পল্লবে বিচরণ পূর্ব্বক প্রত্যেক পুষ্পের প্রণয়ামৃত পান করিব; আর সেই মহীরুহ, হায় হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যেই আমি সমীপস্থা হইলাম অমনি ভূমিসাৎ

হইল; বালুকারেণুতে রেণু মিশাইল, আর কোন চিহ্নও রহিলনা! আর আমি হতভাগিনী সেই বৃক্ষের নিম্নদেশস্থ অতলস্পর্শজলধিনিমগ্না!

প্রাণেশ আমার রূপবান, গুণবান, অতুলসম্পত্তিশালী ছিলেন; তাঁহার হৃদয় প্রণয়ের প্রিয়নিকেতন, দয়ার অমৃতপ্রস্রবণ ছিল; আর আমার অধিক কি বাঞ্ছনীয় হইবে? কল্পনার অতীত স্বপ্নসুখ,—মরণশীলজীবের স্বপ্ন নহে, দেবগণের স্বপ্নসুখ,—সম্ভোগ করিতে কেবল প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম! আমি দিনেকের জন্যও, স্বপ্নেও তাঁহাকে অনাদর করিনাই; তাঁহার ন্যায় অমূল্যরত্ন সংসারে দ্বিতীয় নাই, একথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়াছি। তাঁহার প্রণয়ে অবিশ্বাস করিয়া একদিনের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা দেইনাই। হায়! তবে কেন এরূপ হইল?

প্রাণেশ আমাকে সুন্দরী বলিতেন, হয়ত আমার মনের ক্লেশ নিবারণজন্যই ওরূপ কহিতেন। সৌন্দর্য্যের অনাদর কোথায়? আমি সুন্দরী বলিয়া যদি তাঁহার বিশ্বাস থাকিত, তবে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন না। কে বলে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য পুরুষাপেক্ষা অধিক? স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠত্ব শরীরেও নয়, মনেও নয়। তাহার শরীরে যদি কোন সৌন্দর্য্য থাকে, সে কেবল দেখিবার পূর্ব্বে। এজন্যই বুঝি অবগুণ্ঠনাবৃতা সুন্দরী। যে সৌন্দর্য্য স্থায়ী, গম্ভীর তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। বয়োবৃদ্ধির সহিত যাহার পরিবর্ত্তন নাই তাহাই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। পর্ব্বতের শোভা কেমন প্রীতিপ্রদ; অন্ধকার রজনীর নিস্তব্ধভাবে কেমন এক সৌন্দর্য্য বিকাশ পায়! মহার্ণবের শান্ত ভাব, রণ-ভূমির বিশালমূর্ত্তি কেমন এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য হৃদয়-মুকুরে প্রতিফলিত করে। মানসিক সৌন্দর্য্যের ত কথাই নাই। শিক্ষা, সাহস, সৎকার্য্য যে দিকেই দৃষ্টিপাতকর, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। ইউরোপ বা আমেরিকার কথা বলিব! স্ত্রীলোকের জ্ঞানে কোন্ সৎকার্য্য সাধিত হইয়াছে? কয়খানি উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকের লিখিত? কোন স্ত্রীলোকটি দেশহিতে প্রাণত্যাগ করিল? চন্দ্রকৌমুদী মধুর হইলেও সূর্য্যরশ্মির ছায়ামাত্র, ললনার রূপরাশি প্রীতিপ্রদ হইলেও তাহা অনুকূল স্বামীর ভালবাসার প্রতিবিম্ব মাত্র। স্বামী মনোমত না হইলে সুন্দরী ললনার কি শোচনীয় অবস্থা! তাহার রূপ-রাশি কোথায় থাকে? সৌন্দর্য্য-

সর্ব্বস্বনয়ন; নয়ন-প্রফুল্লতা শোভার অব্যর্থ প্রমাণ; নয়ন দীনভাবাপন্ন হইলে রূপ কোথায় থাকে? মলিননয়ন ম্লানবদনে পূর্ণচন্দ্রও মেঘাবৃত।

দাম্পত্যজীবনে আমার মুখ দিনেকের জন্যও ম্লান হয় নাই; আশাতীত ফললাভে আমার হৃদয় সর্ব্বদাই উৎফুল্ল, নয়ন প্রীতিপূর্ণ থাকিত; হয়ত প্রাণেশ আমায় সেজন্যই আমাকে সুন্দরী দেখিতেন। সৌন্দর্য্য মনে অনুভূত হয়। সামান্য কুসুমটির সৌন্দর্য্যও মনে। মনে বলিয়াই মন যাহাতে মত্ত হয়, হৃদয় যে রূপরাশি আকণ্ঠ পান করে, মাত্র তাহাই আমরা প্রকৃত সৌন্দর্য্য বলি। নতুবা লোক-হৃদয় প্রণয়ী প্রণয়িনী স্থলে, রামধনু, হীরক, স্বর্ণ, পুষ্প, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতিতে ভালবাসা স্থাপন করিত; জগতের গতি ভিন্নরূপ হইত।

মিলনে যে সুখ তাহা সম্ভোগ করিয়াছি। যখন সুখের সরোবরে, সেই চল চল জলে উৎফুল্ল সরোজিনীর ন্যায় ভাসিতাম, হাসিতাম, হৃদয় আমার নীরবভাষায় সুখের গীত গাহিত, তখনও আশঙ্কা রাক্ষসী,——রাক্ষসী কিন্তু খনার শিক্ষয়িত্রীগণের ন্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞানবতী,—আমার কাণে কাণে এক একবার বলিত, এতহাসিওনা, যত হাসিবে তত কাঁদিতে হইবে। হায়! তখন আমি তাহার বাক্য উন্মাদিনীর প্রলাপবৎ উপেক্ষা করিতাম। প্রহেলিকারও অর্থ থাকে, সময় সময় উন্মাদবাক্যেও শৃঙ্খলা থাকে, গম্ভীরভাব থাকে, একথা তখন বুঝি নাই! আমি এতদিনে বুঝিতেছি আশঙ্কা মিথ্যাবাদিনী নহে। আমি এতদিনে বুঝিতেছি মেঘান্ধকার অমানিশায় প্রকৃতির ভীষণ-বক্ষে ক্ষণপ্রভার বিকাশ যেমন ক্ষণ-স্থায়ী; অস্তগমনোন্মুখ অংশুমালীর শেষ-জ্যোতি গোধূলীর শীর্ষদেশ যেমন অল্পসময়ের জন্য রঞ্জিত করে; স্খলিত নক্ষত্রটির সুন্দর জ্যোতি দেখিতে দেখিতে যেমন অদৃশ্য হয়; বায়ু-পথে চালিত শায়কমার্গ অথবা পক্ষীটির গমনবর্ত্ম যেমন তৎক্ষণাৎ মিশিয়া যায়; মনুষ্যের সুখও সেইরূপ ক্ষণ-স্থায়ী। আমার মিলন-সুখের স্ফুলিঙ্গটি কখন নিভিয়া গেল, কোন পথে চলিয়া গেল আমি দেখিলাম না, বুঝিলাম না! অন্ধকারহৃদয়ে প্রণয়-সৌদামিনী একবার নয়ন ধাঁধিয়া বিকাশ পাইল; আর হৃদয় গাঢ়তর অন্ধকার করিয়া অদৃশ্য হইল।

মিলনের মাহেন্দ্রক্ষণ স্বর্গসুখের মঞ্চারোহণাপেক্ষা কোন্ যুবক যুবতী

অধিক সুখকর মনে না করে? সে সুখের অবিকল চিত্র প্রদান করিতে, কবি! তুমি পারিবে না; চিত্রকর! চিত্র লইয়া বিদায় হও; বিজ্ঞান! তোমার সাধ্য নাই; কল্পনে! তুমিও লজ্জা পাইবে। সেই অনিশ্চয় অবস্থা, অথচ সুখের অস্ফুট আশা,— কোন্ পথে চলিলাম, কোথায় যাইয়া উপস্থিত হইব তাহার ঠিকানা নাই,— কে আঁকিয়া তুলিবে বল? ক্রমে হৃদয়ের সেই দোলায়মান ভাব অন্তর্হিত হইয়া চারিদিক হইতে সুখের লহরী ছুটিতে থাকে; কোটি কোটি উর্ম্মিমালায় নিঃশ্বাস নিরোধ করিয়া সুখে অবশাপ্লুত করে; সে অবস্থা কিরূপে বুঝাইবে, বল? প্রণয়ী যে প্রণয়-সলিলে সুখের তরণী ভাসাইয়াছিল, তাহার তখনকার উন্মাদগতি, জলের উচ্ছাসাবর্ত্ত, কি যেন একটি মনোহর অথচ শৃঙ্খলাময় উচ্ছৃঙ্খলভাব প্রকাশ পায় তাহা প্রকাশ করা কাহারও সাধ্য নাই।

বৃক্ষ হইতে শুষ্কপত্র পড়িয়া যায়, বৃক্ষ শ্রীহীন হয়; কিন্তু সম্মুখে বসন্ত। নিদাঘে সরোবরের জল শুকাইয়া যায়, ক্ষীণাঙ্গীসরসীর সম্মুখে বর্ষা। ফলশূন্য বৃক্ষ পুনরায় ফলবান হয়; গ্রহ-নক্ষত্র-শোভিত আকাশ একবার মেঘাবৃত হইলে পুনরায় পরিষ্কার শ্রী ধারণ করে। দিনান্ত-সরোজিনী, জ্যোৎস্নান্ত-কুমুদিনী, বিষাদপ্রতিমা বিরহিণী পুনরায় হাস্যময়ী হয়। মানিনীর মানাবসানের ন্যায় সে সকল অধিক সুখকর। কিন্তু হায়! সেই বিয়োগান্তে সংযোগ, বিরহান্তে মিলন বিধবার ইহলোকে আর নাই! হায় হায়! তাহার যে শোচনীয় অবস্থা, তাহা বিলাপপ্রিয় মানব!——জীবন ক্ষুদ্র বলিয়া আর্ত্তনাদকারি মানব!——তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। যে পরকালে মিলনের আশা, সে পরকাল যে কত কোটি যোজন ব্যবধান, মধ্যে যে অনন্ত মহাসাগর সমূহ, তাহা তুমি বুঝিবে না।

আমার ইচ্ছা হইতেছে, একবার সেই ধ্রুবনক্ষত্রের অপরপার্শ্বে গমন করি; মেঘ-বাহিনী শচীর শরণাগতা হইয়া প্রাণেশকে খুঁজিয়া লই; তাঁহার প্রসাদে, স্বর্গীয় দূতের আনুকূল্যে পুনরায় অতীত সুখের কমনীয়-কান্তি বর্ত্তমানে সন্দর্শন করি। তাঁহাকে দ্যুলোক হইতে ভূলোকে লইয়া আসি।

হায়! আমি কি স্বার্থপর! প্রাণেশ আমার সপ্তস্বর্গোপরি বিরাজমান;

স্বর্গের দূতগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ; অপ্সরিগণ নৃত্য করিতেছে; বিদ্যাধরিগণ সঙ্গীত-সুধা তাঁহার কর্ণে অনবরতঃ ঢালিতেছে; সুরকন্যাগণ তাঁহার কণ্ঠদেশে পারিজাতপুষ্পমালা প্রদান করিতেছেন; তিনি দিব্যসুখে দিব্যলোকে বিরাজ করিতেছেন। আর আমি আমার ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব সুখের অন্বেষণে তাঁহাকে এই পাপপূর্ণ সংসারে- পুনরানয়নের বাসনা করিতেছি! আর এরূপ করিব না। তিনি যখন আমাকে ভালবাসিতেন, তাঁহার উন্নত আত্মায় ভালবাসা অবশ্যই আছে; আমার ভাবনা, চিন্তা দুঃখ, অশ্রু অবশ্যই তাঁহাকে চঞ্চল ও শান্তিহীন করিতেছে। আমি কি তাঁহার অসুখ জন্মাইব? আমার জীবনের ঈশ্বর, সুখের নিধি, আত্মার একমাত্র সম্বল সেই প্রণয়রত্নকে ম্লান-মুখ করিব? কথনই নহে। আজ আমি পার্থিব মিলনের আশায় জলাঞ্জলি দিলাম; আমার সমস্ত কল্পনা বিসর্জ্জন করিলাম; ইহলোক, এই পাপময়, শান্তিহীন, সীমাবিশিষ্ট সংসারে আর প্রাণেশের সহিত মিলন কল্পনা করিব না। যতদিন বাঁচিয়া থাকি, মর্ম্মরবৎ মর্ম্ম স্থান দৃঢ় রাখিব।

তবে কি নাথকে বিস্মৃত হইব? ভুলিতে কি পারিব? তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কি কোন উপায়ই করিব না? আমি কি তাঁহার সমস্ত ভালবাসা ভুলিয়া গিয়া অকৃতজ্ঞার ন্যায় সংসারে বসিয়া থাকিব, আর তাঁহার আশা চিরদিনের জন্য হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিব? না, তাহা কখনও হইবে না; তাহা পারিব না, করিব না। যেকথা মনে হইতে হৃদয় ফাটিয়া যায়, তাহা কিরূপে করিব? আমি স্বয়ং নাথের নিকটে যাইব। সেস্থান যত দূরবর্ত্তী, দুরারোহ হউক; পথ যত বন্ধুর, দুর্গম কেন না হউক, আমি সেখানে গমন করিব। কিছুতেই আমাকে ভীত বা পশ্চাৎ-পাদ করিতে পারিবে না। সিংহশার্দ্দূলের ভীমগর্জ্জন, প্রস্তরভেদিবজ্রাগ্নি, নরকানলের অন্ধকারশিখা, ভূত প্রেতের ভৈরবচীৎকার, কিছুতেই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। বীর যেমন রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে, আমি তেমনই অগ্রসর হইব; যে মিলনের জন্য প্রাণ দিবানিশি হাহাকার করে, তাহা লাভ করিব। কি! আমার হৃদয় হইতে যে রত্নটি নির্দ্দয় যম আমার সর্ব্বনাশ সাধন পূর্ব্বক ছিঁড়িয়া লইয়াছে, তাহা আমি পুনরুদ্ধার করিবনা? আমার

চেষ্টা আমার উৎসাহ, ভয়কে ভীত করিবে। অবলা অবলা বলিয়া যে অপবাদ আছে, আমি তাহা ক্ষালন করিব। যে গৃহে প্রণয়, শান্তি, সুখ সকল শান্তভাবে বিরাজ করিতেছে, আমার প্রকৃতির দুর্ব্বলাংশ সেখানে রাখিয়া যাইব। দীর্ঘযাত্রা, সুদূর তীর্থগমন, সুতরাং সে সকল মূল্যবান বস্তু রাখিয়া যাইব। আর যাহা সুলভ, যখন ইচ্ছা পাওয়া যায়, সেই হাহাকার, দীর্ঘ নিঃশ্বাস সমধর্ম্মাক্রান্ত শূন্যমধ্যে ঢালিয়া দিয়া প্রস্থান করিব।

যে মিলনের তৃষ্ণা এত বলবৎ তাহার প্রতিরোধ জন্মায় কাহার সাধ্য? দুইটি ক্ষুদ্র নির্ঝর-পথে হৃদয়প্রস্রবণ হইতে যে স্রোতঃ বাহির হইতেছে, ক্রমে তাহা মিলিত হইয়া একটি নদী উৎপাদন করিবে। কোন পর্ব্বত কোন নগর, কোন পার্থিব চেষ্টা সে স্রোতঃ থামাইতে পারিবেনা; অনন্তাভিমুখে গমন করিবে। আমি সেই পর্ব্বত-প্রস্তর-ভেদি তীব্র স্রোতে শরীর ছাড়িয়া দিব; স্রোতঃসঙ্গে প্রাণকান্তের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইব। আমি দিনযামিনী যে অশ্রুপাত করি, নাথ আমার দীর্ঘপথ বিচরণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহার চরণযুগল কি তদ্দ্বারা বিধৌত হয় না? উষ্ণ জলে কি তাঁহার চরণ-বেদনার শান্তি হয় না? যে পথে অশ্রুবারি তাঁহার চরণ-সমীপে গমন করে, আমি সেই পথে নাথের সমীপে উপস্থিত হইব।

সংসারে বন্ধু নাই, কাহার নিকট পরামর্শ লই? সকলে মিলন ভাল বাসে; পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, কাহারও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না; অল্পসময়ের বিচ্ছেদেওনিতান্ত কষ্ট অনুভব করে। কিন্তু তাহারাই আবার অন্তরায় হইতে চায়। আমি অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিলে বাধা জন্মায়! সকলেই স্বার্থপর, স্বার্থের অনুসরণ করে। কিন্তু, আমার স্বার্থ পরমার্থ যাহাতে মিলিত, তাহার দিকে যাইতে, আবার আমাকে নিষেধ করে। ধন্য মনুষ্যের বুদ্ধি, আর ধন্য স্নেহমমতা!

আমি তাঁহাকে কেন তাদৃশ ভালবাসিলাম? ভালবাসা সুখের কারণ না হইয়া যদি ক্লেশদায়ক হইল, তবে তাহা ভুলিতে পারা যায় না কেন? কে এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে? যদি আমি হতভাগিনী বিধবা না হইয়া ভাগ্যের কর্ত্তা বিধাতা হইতাম, তবে তিনি যেমন যাহাদিগকে ভালবাসিয়া সৃজন করিয়াছেন তাহাদিগকে ভুলিয়া থাকেন; দুঃখে তাহাদের হৃদয় শতধা

বিভক্ত হয়, তাহা দেখিয়াও দেখেন না ; আমিও সেইরূপ ভালবাসার কুসুম-সুধায় যাহাকে পুষিয়াছি, তাহাকে ভুলিতে পারিতাম !

মহার্ণবের উত্তালতরঙ্গ যেমন মস্তক উন্নত করিয়া পরিশেষে বিস্ফারিত হইয়া পড়ে ; শিমুল ফলটি যেমন ফাটিয়া গেলে চৈত্রের বাতাসে তাহার মধ্যস্থ তুলারাশি দিগ্‌দিগন্তে উড়িয়া যায় ; বকুল ফুল গুলি যেমন ফুটিলেই ছড়িয়া পড়ে, আমার কল্পনারও ঠিক সেই দশা ! যাহাই সংগ্রহকরি, কোন একটি নির্ম্মল বিশুদ্ধ চিত্র গঠন হয় না ; চারিদিকে চিন্তার রং ঢালিয়া পড়ে, তুলিকা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। কুম্ভকারের চক্রেয় ন্যায় মস্তক অনবরতঃ ঘুরিতেছে ; চতুর্দ্দিক হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিতেছি ; কিন্তু ঘট নির্ম্মাণ হয় না। যাহার যখন দুরবস্থা, তখন স্বর্গ ও সংসার সকলই তাহার বিপক্ষ !

নাথ আমার জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিত দেহে সুরলোকে বিরাজ করিতেছেন ; তাঁহার সহিত সেই পুণ্যভূমিতে মিলিতা হইব ; আলোকশোভিত শরীরে তাঁহার শোভায় শোভা মিশাইব। তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়নযুগল হইতে কোটি সুধাকর সুধা নিঃসরণ করিবে, বিশদদশনাংশুতে হৃদয়াভ্যন্তর পর্য্যন্ত আলোকময় হইবে। প্রাতঃসূর্য্যের লোহিতরশ্মি যেমন সরোজিনীকে ক্রমে-ক্রমে বিকসিত করে, দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন প্রাণেশের অমৃতমাখা কথাগুলি আমার মনোমালিন্য বিদূরিত, হৃদয় জ্ঞানালোকসম্পন্ন, চিত্ত উৎফুল্ল করিয়া আমার সমস্ত যাতনা, সকল বেদনার শান্তি সাধন করিবে। সে দিন! হায়, তুমি কতদূর ! ! !

পরিণয়ান্তর।

এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অথবা অভাবে অন্য স্ত্রী গ্রহণ, কিম্বা এক পতি বর্ত্তমানে বা অভাবে পত্যন্তর অবলম্বনকে এস্থলে পরিণয়ান্তর বলিব। পরিণয়ান্তর এক পরিণয়ের পর অন্য পরিণয়। আমি পরিণয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিতণ্ডা করিতে বসি নাই। কিরূপে অসভ্য অবস্থা, অগঠিত সমাজ হইতে প্রথমতঃ পরিণয়পদ্ধতি প্রচলিত হইল; কিরূপে সম্পর্ক বিবেচনা না করিয়া পশুবৎ মিলন হইতে ক্রমে প্রকৃতির প্রয়োজন এবং অবস্থানুসারে প্রথমতঃ বহু-পতির একস্ত্রী, ক্রমে এক স্বামীর এক ভার্য্যা এবং কোন কোন স্থলে এক পতির বহু পত্নী হইল তাহা প্রমাণ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। পরিণয়ের সহিত হৃদয়ের যে সম্বন্ধ, তাহা পরিণয়ান্তরে কিরূপ পরিবর্ত্তন করে তাহাই আমার লক্ষ্য। আমি হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বসিয়া আছি;——সেই নিভৃত কক্ষের অন্তরালে প্রণয়ের কিরূপ গোপনীয় কার্য্য-কলাপ তাহাই পরীক্ষা করিতে আমার বাসনা;——আমি বিজ্ঞান খুলিয়া কি দেখিব?

আমি যে নীরস হৃদয় লইয়া হৃদয়ের সমালোচনা করিব, তাহাতে হয়ত অনেকে মনোহর চিত্রের অভাব দেখিয়া বিরক্ত হইবেন; হয়ত দশে যাহা ভাল বলে আমি তাহা মন্দ বলিলে সকলে আমাকে উপহাস করিবেন; না হয় আমার কথা নিতান্ত অবজ্ঞেয় বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। অন্য যাহার যাহা ইচ্ছা করুন; আমার তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু প্রণয়ের সমাধিস্থলে আসীনা বিধবা তাহাতে সন্তুষ্টাবই অসন্তুষ্টা হইবেননা, আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস। বিধবা আপন চিত্র আপন চিত্তমুকুরে দেখিবে; সুখী মানব! তাহাতে বাধা দিওনা।

আমি যখন 'পরিণয়ান্তর' বিষয়টি স্মরণকরি, মনে জানিনা, কেমন-ভাব উপস্থিত হইয়া আমাকে অবসন্ন করে। আমার মনে হয় এ অপবিত্রভাব মানব-হৃদয়ের নহে। গৃহপালিতপশু যেমন মনুষ্যের রীতিনীতি হইতে

কোন কোন বিষয় অনুকরণকরিতে শিক্ষিত হয়, সেইরূপ কোন পশুপালিত-গৃহী অরণ্য হইতে শিখিয়া আসিয়া এ মত সংসারের সকলকে শিখাইয়াছে। নতুবা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি পরিণয়,—পরিণয় নহে, প্রণয়ের পরিবাদ—দেখিতে পাইতাম না। বর্ত্তমানেরত কথাই নাই একের বিয়োগে অন্যে পুনরায় বিবাহ করার নিয়মও প্রবর্ত্তিত হইত না।

আমি জানি সংসারে অনেক স্থলে প্রণয়ের গাঢ়তা নাই; সুতরাং দম্পতীর একজন প্রণয়কক্ষচ্যুত হইয়া লোকান্তরে গড়াইয়া পড়িলে তাহার জন্য জীবিতের শোক দুঃখ স্থায়ী হয় না। আমি জানি অনেক সময় হৃদয়ে হৃদয়ে উপযুক্ত মিল বাঁধেনা; অথবা উপযুক্ত সময় হওয়ার পূর্ব্বেই বন্ধনটি স্খলিত হয়। সে স্থলে সামাজিকবন্ধন শিথিল হওয়াই ভাল। লোকভয়, ধর্ম্মভয়, যাহাই বল, অথবা উভয়ের মিলনেই হউক, উভয়ে জীবিত থাকিতে সে বন্ধন সহসা ছিন্ন হয় না। একের জীবনান্তে ইহলোকের সেই বন্ধন ছিন্ন হয়, তখন অপরের মনোবৃত্তি চরিতার্থের সুবিধা জন্মে। যে স্থলে পাপস্রোতঃ অবিরামধারায় প্রবাহিত হইয়া সমাজ কলঙ্কিত করিবার আশঙ্কা আছে; যে স্থলে অশান্ত হৃদয় প্রণয় লাভ করে নাই,—সেই দেববৃত্তি চরিতার্থ করিতে সুযোগ পায়নাই, যেখানে প্রণয় গাঢ় ছিল না, সুতরাং একের জীবনান্তে জীবিতের জীবন, মৃতের শোকে না হইয়া নূতন প্রণয়ীর অনুসন্ধানে হাহাকার করে, সে স্থলে দ্বিতীয় পরিণয় ভাল জ্ঞান করি। সংসারে যে কয়দিন জীবিত রহিবে, নিজের মনে একরূপ শান্তি থাকিবে, সমাজের ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবেনা; জগতে অনেক স্থলে প্রকৃত প্রণয়ের অভাব; সুতরাং অনেক স্থলেই পরিণয়ান্তর ভাল। ভাল হইলেও মন্দের ভাল একথা স্বীকার করিতে হইবে।

প্রথমতঃ পবিত্র অকৃত্রিম প্রণয়ের বিষয় বিবেচনা কর। প্রকৃত প্রণয় কবির কল্পনামাত্র জ্ঞান করিওনা; ভালবাসার তাদৃশ অবমাননা হৃদয়ে স্থান দিওনা। ডেস্‌ডিমোনা, মিরাণ্ডা, জুলিয়েট, লুক্রিসি প্রভৃতি প্রণয়-চিত্রগুলি ইংরেজ কবি সেক্ষপিয়ারের অস্বাভাবিক বর্ণনা নহে; লয়লা, সীঁরি, যোলেখা প্রভৃতি প্রণয়-সর্ব্বস্ব ললনাগণ পারসকবির স্বভাব বহির্ভূত কল্পনা নহে; সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলার অতুল্য প্রণয়-চিত্র সংস্কৃত কবি

স্বভাব হইতেই অঙ্কিত করিয়াছেন; ডাইডোর জ্বলন্ত চিতারোহণে জীবন বিসর্জ্জন লাটিন কবির আকাশ-কুসুম নহে। অনুসন্ধান কর দেখিতে পাইবে অনেক পর্ণকুটীর, অনেক বৃক্ষছায়া, ভালবাসার দেব-চরিত্রে অলঙ্কৃত। সম্রাটের গৃহে যাহা অনেক সময় দেখিবেনা; রাজ-পরিবারেও সর্ব্বদা যাহা সুলভ নহে; সৌন্দর্য্য, সৌভাগ্য, এবং ঐশ্বর্য্য যে স্থলে মিলিত সে স্থলেও যাহা পাওয়া সুকঠিন, অনেকের বিশ্বাস, তাহা আর সংসারে নাই! সেইজন্য পতিগতপ্রাণ প্রভৃতি কথাগুলি কবির কল্পনা।

আমার বিবেচনায় প্রণয়ের তাদৃশ অবমাননা কেবল পুরুষ-হৃদয়ের কথা। স্ত্রীলোক যদি পুরুষের ন্যায় লিখাপড়া জানিত; যদি সে বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আপনার অস্তিত্ব, সংসারের অবস্থান 'ভাব' বা 'মায়া' মাত্র জ্ঞান (১) করিতে পারিত; তবে পুরুষের ন্যায় সে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিত, প্রকৃত প্রণয় কবির কল্পনা। কিন্তু আমাদের দেশের ললনাগণ তেমন লিখাপড়া জানে না, সুতরাং তাহারা ক্রমে উন্নত হইতে হইতে ভিত্তিশূন্য শূন্য-রাজ্যেও বিচরণ করেনা। তাহারা আপন হৃদয়ে যাহা দেখিতে পায়, সংসারে যাহা দেখিতে পায়, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

'পুরুষ-হৃদয়' বড় কঠিন শব্দ, হৃদয়ের পক্ষে খাটে না। যে স্থলে অতি মৃদু কথা,——বায়ুতেও যাহার আঘাত লাগে না তাদৃশ সুকোমল শব্দ,— কুঠারাঘাত করে; কথা কেন? ভাবশূন্য দৃষ্টি, অথবা দৃষ্টিশূন্য ভাবে যাহা বিদীর্ণ হইয়া যায়; কুসুম-সুবাস, কৌমুদী-প্রপাত, মলয়ানিল যাহার নিকট ভার বোধ হয়, তাহার প্রতি পুরুষ শব্দ প্রয়োগ হয় না। যদি পুরুষের হৃদয় থাকিত,——আমি কবির কথা বলি না, হৃদয়শীল কবি মানবাকারদেব,— তাহা হইলে পুরুষ প্রণয়কে জগদ্বহির্ভূত জ্ঞান করিত না। জগতে প্রণয় নাই, বড় দুঃখের কথা, বড় শোচনীয় কথা; মনে করিতে হৃদয় কাঁপিয়া

(১) হিউম্, লক্, বার্কলী, ডেকার্ট, মাল্‌ব্রাঞ্চ্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের আইডিয়ালিজম্ বা ভাববিজ্ঞান, এবং এদেশীয় বৈদান্তিক পণ্ডিতগণের মায়া প্রায় একরূপ।

উঠে। এই সংসারধাম যে দয়াময় বিশ্বপতি ইচ্ছা করিয়া প্রণয়বিহীন সুতরাং দুঃখধাম করিয়াছেন, একথা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

উদ্দেশ্য বুঝি ভুলিয়া যাইতেছি। বলিতেছিলাম যে স্থলে প্রকৃত প্রণয় আছে, সে স্থলে একটি প্রণয়ী লোকান্তরগত হইলে জীবিত অন্যপ্রণয়ী অনুসন্ধান করিতে পারে না। হৃদয় প্রণয়ের আসন হইলেও প্রণয় নিরাকার, এক, অদ্বিতীয়, অবিচ্ছিন্ন। প্রণয়কে বিভাগ করা যায় না। বিভাগ করিতে যাও, যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে প্রণয়ের সেই কল্পিত আধার হৃদয় শতধা বিভক্ত হইবে, তাহা হইতে প্রতপ্ত শোণিতস্রোতঃ বেগে বাহির হইয়া পড়িবে। তোমার সাধ্য নাই যে, যে চিত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ তাহা মুছিয়া ফেলিবে। প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি, লৌহগঠিত মূর্ত্তি, প্রস্তর এবং লৌহ বজ্রসহ মিলিত হইয়া যে কঠিন পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাদ্বারা রচিত মূর্ত্তি কিরূপে সহজে নষ্ট হইবে? যদি তাহাও নষ্ট করিতে পার প্রণয়কে হৃদয় হইতে অপনীত করিতে পারিবে না। দ্রব হৃদয়ে প্রণয়ের দ্রব ধারা এরূপ মিশিয়া যায় যে, রাসায়ন বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও তাহা প্রভেদ করিতে পারিবে না। হৃদয় ও প্রণয়-ছবি দুইটি মিলিত হইলে এক ভৌতিক পদার্থ জন্মে, তাহার আর প্রভেদ কি? এজগতে কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন করে।

তবে দ্বিতীয় পরিণয়ে সকলকে কেন উপদেশ দেও? যাহার হৃদয়ে ধারণ করিবার চিত্র আছে, তাহাকে কেন চিত্রান্তর ধারণে পরামর্শ দেও? তুমি বিজ্ঞানবিৎ, তুমিই বল দুইটি পদার্থ এক সময় একস্থানে থাকিতে পারে না; তবে ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যে একটি চিত্র থাকিতে অন্যটি ধারণ করিতে কেন বল? এ তোমার পাণ্ডিত্য নয়, মূর্খতা।

জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ যখন আপন সহধর্ম্মিণীর বিরহে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া পবিত্র প্রণয়ের পবিত্র ভাষায় তাহা আপনার পরলোকগতা প্রণয়িণীর করকমলে—সেই হৃদয়স্থিতা, ছায়ারূপিণী, দর্পণরূপিণী, সুখবিমুগ্ধা ললনার স্মৃতিময়ী সুকোমলমূর্ত্তির কমনীয় করে—উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তখন প্রকৃত প্রণয় কি তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। তখন আর তাঁহার বাল্যকালাভ্যস্ত হোমর কল্পনা মাত্রে সীমাবদ্ধ

ছিল না। তখন তাঁহার হৃদয়ে শত হোমর বাল্মীকী, শত কালিদাস সেক্ষপিয়ার, মিল্টন্ ভারবী, দান্তে মাঘ, বার্জ্জিল ভবভূতির আবির্ভাব। তিনি তখন কাব্য ও সংসার অভিন্ন বুঝিয়াছিলেন। আর হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি বাম পার্শ্বে রাখিয়া শ্রীরামচন্দ্র জগৎকে দেবপ্রণয় দেখাইয়াছিলেন।

পুরুষের ন্যায় আত্মবিস্মৃত সংসারে আর নাই। আমার 'গৃহশূন্য' একথা পুরুষের; 'গৃহলক্ষ্মী', ললনার এই বিশেষণটি পুরুষ-প্রদত্ত। প্রণয়িনীর বিরহে গৃহ অর্থাৎ সংসার শূন্যময়; প্রণয়িনী বর্ত্তমানে গৃহ আলো করিয়া বসিয়া থাকেন; অভাবে রাজা ভিখারী, সংসারী বৈরাগী; বর্ত্তমানে ভিখারী ও শ্রীমান্। হায়! যে হৃদয় হইতে কাব্যসিন্ধুর এই কৌস্তুভরত্ন উদ্ভূত, সেই হৃদয়কে পুরুষ-হৃদয় বলিয়া গালিদিতে মনে বড় লাগে। অথচ পুরুষই আবার পরিণয়ান্তরের অধিক পক্ষপাতী!

আমি অন্ধ নই। যাহাদিগের হৃদয়ে প্রণয়ালোক প্রবেশ করে নাই, মুকুলের অভ্যন্তরভাগের ন্যায় যাহাদের হৃদয় প্রণয়-সূর্য্যের অনাবৃত্ত, সেই বাল-বিধবাগণের অবস্থা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। তাহাদের পুনরায় বিবাহ হউক, তাহারা সেই ইহ-লৌকিক নন্দন-কাননে বিচরণ করুক। তাহারা, পূর্ব্বস্বামী ভাল ছিল, পরেরটি মন্দ হইল এরূপ তুলনায় দুঃখিত হইবে না, কারণ তাহারা প্রণয়সুধা পান করে নাই। তাহারা দ্বিতীয় স্বামী ভাল বলিয়া প্রথম স্বামীর পবিত্র ভালবাসার অবমাননা করিবে না; তাহাদের বিবাহ হউক। যে সকল পুরুষ শৈশবকালে বিবাহ করিয়া, 'প্রণয়িনী' নহে, স্ত্রী হারাইয়াছে তাহারাও বিবাহ করুক। স্ত্রী গেলে স্ত্রী পাইবে, ভর্ত্তার জীবনান্তে ভর্ত্তাও পাইবে, কিন্তু প্রণয়ী বা, প্রণয়িনী পাইবে না। যে অর্ফিয়স্ (২) সঙ্গীত সুধায় আধ্যাত্মিক রাজ্যাধিপতি প্লুটোকে দ্রবীভূত করিয়াছিলেন, তিনি কি তাঁহার ইয়ুরিডাইস্‌কে পুনরায়

---

(২) গ্রীক দেবোপাখ্যানে লিখিত আছে অর্ফিয়সের পত্নী ইউরিডাইস্‌কে সর্পে দংশন করাতে তাঁহার মরণ হয়। অর্ফিয়স্ শোকে অধীর হইয়া প্রণয়িনীকে অনুসন্ধান করিতে করিতে পাতালে প্লুটোর ভবনে উপস্থিত হইলেন। তাহার সঙ্গীতস্বরে নিরয়পতি মোহিত হইলেন, ইক্সিয়নের অনলতটিনীতে সঞ্চালিত চক্রের গতি থামিয়া গেল, সিসিফসের প্রস্তর অনন্তসঞ্চরণ বিস্মৃত হইল,

পাইয়াছিলেন ? তাঁহার প্রণয় ত সামান্য ছিল না। সৌভাগ্যবতী ইয়ুরিডাইস্ জীবলীলা পরিত্যাগ করিলেন; অর্ফিয়স্ প্রণয়িনীবিহীনা ললনাজাতির প্রতি ঘৃণাপরবশ হইয়া উঠিলেন, তাহাতেই তাঁহার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইল, তথাপি তিনি ইয়ুরিডাইস্‌কে বিস্মৃত হইলেন না। ছিন্নমস্তক সর্ব্বদা সেই নাম জপ করিতে লাগিল। ইহলোকে সে প্রণয়িনীও ত লাভ হইল না। আর কি ভ্রান্তি! মনুষ্য পরিণয়ান্তরে প্রণয়ী বা প্রণয়িণী পাইতে বাসনা করে!

তুমি না হিন্দু? তোমার বিবাহে যে সকল মন্ত্র পাঠ কর তাহার অর্থ কি একবার ভাবিয়া দেখ নাই? যদি দেখিয়া থাক, তুমিও কি দ্বিতীয় পরিণয়ে ব্যবস্থা দিবে? তুমি বুঝি পুরোহিত, তোমার ব্যবস্থা স্বার্থানুসারিণী। প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিসমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রণয়িযুগল মিলিত হয়, তাহাদিগকে পরিণয়ান্তরে ব্যবস্থা দিলে তাহা অপেক্ষা অবব্যস্থা আর কি হইতে পারে? যদি তোমার হৃদয়পাঠে অধিকার না থাকে, ব্যাকরণের শুষ্ককাষ্ঠই যদি তোমার বিদ্যার শেষ হয়, আর স্মৃতির প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বই তোমার ধর্ম্ম-শাস্ত্রে জ্ঞানের সীমা হয়, তবে ব্যবস্থা দিতে প্রয়াস পাইওনা। যাহারা প্রকৃত প্রণয়ের বিমল জ্যোতিতে এই সংসারে মনুষ্য হইয়াও দেবত্ব লাভ করিয়াছিল তাহাদিগকে মনুষ্য হইতে অবনত সুতরাং গো শ্রেণীভুক্ত করিয়া গোবধকৃচ্ছ্র ব্যবস্থাস্থলে গোবধ করিওনা।

আর মুশলমান! তোমাকেও বলি, প্রণয়ের উপর অত্যাচার তোমার কোরাণের উপদেশ নহে। তুমি এত কল্পনা করিতে পার, পাষাণে প্রণয়

টান্টেলস্ তাঁহার অদম্য তৃষ্ণা ভুলিয়া রহিলেন, ফিউরীগণ ও তাহাদের স্বভাব ভুলিয়া মার্দ্দব অবলম্বন করিল।' প্লুটো ইয়ুরিডাইস্‌কে ফিরিয়া দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু বলিয়া দিলেন নিরয়রাজ্যের শেষ তোরণ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে যদি অর্ফিয়স্ পাছের দিকে ফিরিয়া চান, ইয়ুরিডাইস্ যাইতে পারিবেন না, নতুবা যাইবেন। দুর্ভাগা অর্ফিয়স্ যেমন ফিরিয়া চাহিলেন, অমনি ইয়ুরিডাইস্ অন্তর্হিতা হইলেন। শোকোন্মত্ত অর্ফিয়স্ স্ত্রীলোকের প্রতি ঘৃণাপরবশ হওয়াতে মিনাডেস্‌গণ তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হিব্রস্ নদীতে ফেলিয়া দিলেন তখনও তাঁহার ছিন্নমুণ্ড তাপসবৎ ইয়ুরিডাইস্ নাম উচ্চারণ করিত।

দেখিতে পাও, তরুলতা, পশু পক্ষী, সজীব নির্জ্জীব সকলেই তোমার চক্ষে প্রণয়ী; তুমি প্রণয়ের অবমাননা করিওনা। যেখানে স্বামী ভর্ত্তা মাত্র, স্ত্রী ভার্য্যা, ধাত্রীবৎ, সেখানে 'তালাকের' ব্যবস্থা কর ভালই; একের অভাবে অন্যকে পরিণয়ে উপদেশ দেও, তাহাতে তাহার হৃদয়ের না হউক, অন্ততঃ সমাজের উপকার হইবেই হইবে। কিন্তু প্রণয়ীপ্রণয়িণীমধ্যে অবিচার করিওনা, একের হৃদয়ে ভালবাসা থাকিলে তাহাকে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অকূলসাগরে ভাসাইওনা। তোমার একটি নিতান্তই অবিচার। তুমি ললনা-হৃদয় পাঠ করিতে পার না, অবলার নিরাশ্রয়াবস্থার প্রতি একবার ভ্রমেও তাকাইয়া দেখ না। তোমার স্ত্রী যদি তোমাকে প্রাণের অধিক ভাল বাসে, তথাপি তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য ললনার পাণিগ্রহণ করিতে পার; পরিত্যাগ না করিয়াও সে বর্ত্তমানে আরও তিনটি ললনাকে বিবাহ করিতে পার। কিন্তু হায়! অভাগিনী তাহাতে আপত্তিও করিতে পারিবেনা, 'স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, মত নাই' এই তোমার নিষ্ঠুর ধারণা।

হায় হায়! আমি জানিতাম না পাণ্ডিত্যের ফল এমন বিষময়। মুসলমান পণ্ডিতগণ ললনাগণের এতাদৃশ সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার ফল ফলিতেছে, ফলিয়া সংসার জ্বালাতন করিতেছে। কোথায় দেশে দেশে স্বাধীনতার আলোচনা হইয়া ললনাগণ আপন স্বত্ব লাভ করিতেছেন, আর কোথায় মুসলমানহস্তে ললনাগণের দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে!

বহুবিবাহ,——বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড। বহুবিপদ বহন করিবার জন্য বহুবিবাহের অবতারণা। হৃদয়কলঙ্ক, সমাজকলঙ্ক বহুবিবাহের কথা আর অধিক কিছু বলিবনা।

হৃদয় একটি মাত্র, অনেক নহে। সেখানে একটি হৃদয়ের মাত্র স্থান হয়, অধিক স্থান নাই। যে চর্ম্মে তোমার শরীর আবৃত তাহাতে একটি শরীর মাত্র ধারণ করিয়াছে, অন্য শরীর ঢাকিতে চাও ঢাকিবে না, দুইটির স্থান কখনই হইবেনা। এ সীমাবদ্ধ পদার্থের কথা। হৃদয় ক্ষুদ্র, প্রণয় অসীম। কিন্তু তাহার আলোকবিন্দু হৃদয়ে বলিয়া এক হৃদয় এক প্রণয়ের

আয়ত্ত, তাহাতে কিরূপে পাঁচটি প্রণয় ধারণ করিবে? তোমার গৃহ ক্ষুদ্র, একজনের স্থান নাই, তাহাতে পাঁচজন কিরূপে রহিবে?

প্রণয় একটি শব্দমাত্র নহে, শব্দ বা অক্ষরে সীমাবদ্ধও নহে। হৃদয়ের যে পবিত্র ভাবটি বাক্যে প্রকাশ হয় না, যাহাদ্বারা মুহূর্ত্তে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় সংঘটিত হয়, যাহা অনন্তবিস্তৃত, সেই নিরাকার নির্গুণ অবস্তুকে প্রণয় বলে। তাহা কিরূপে বিভাগ করিবে? যদি মিষ্ট কথা ব্যবহার করিলে প্রণয় হয় তাহাহইলে শিশুরন্যায় প্রণয়ী নাই। যদি সুস্বর প্রণয়ের প্রাণ হয়, তাহা হইলে বীণা, বিহঙ্গ অগ্রগণ্য। যদি উপকারই প্রণয়ের কারণ হয়, জল বায়ু প্রকৃত প্রণয়ী। তাহা নহে। প্রণয় অনন্তপ্রবাহিনী স্রোতস্বতী। সে স্রোতঃ ভাগীরথীর ন্যায় ত্রিপথগা অথবা বহুপথগা নহে; তাহার এক ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নাই। তবে বহুবিবাহ কেন? বহুপরিণয় অর্থ বহু-পরিবারের সর্ব্বনাশ, অনেকের সমাধি। নৃমুণ্ডমালী বহুপরিণীতি সমাজবক্ষে উলঙ্গ অসি হস্তে উলঙ্গ দণ্ডায়মানা, সুখ শান্তি সুনিয়ম বিনাশ তাহার কার্য্য, পাপ শোণিতধারা তাহার গণ্ডে, বক্ষে, শরীরে প্রবাহিত।

বহুবিবাহ আশ্চর্য্য সাধনা। হৃদয় শ্মশান করিয়া তাহাতে বহুব্যক্তিকে সমাহিত করিতে হয়। কল্পনা সেই শ্মশানের ভস্মাসনে উপবেশন করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি করে। লাভ বিস্তর! অনুতাপ, হাহাকার, ব্যভিচার, সংসার-বিষ, আয়ুক্ষয়, যশোনাশ প্রভৃতি বর লাভ হয়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এব্যবস্থা না দিবেন কেন? তাই এক সুলতানের পনেরশত পত্নী; জীবনের পরিণাম আত্মহত্যা!

এই মারাত্মক রোগে এদেশের যে অনিষ্ট করিতেছে, বেণ্টিঙ্ক্ সাহেব কি তাহা একবার দেখিলেন না? তিনি বুদ্ধিমান্, সমাজের অনিষ্ট সমাদরে রক্ষা করিয়া ইষ্টটি বিনাশ করিলেন!

আমি ম্যাল্থচের মতের পরিপোষণ করিতে বসিনাই। বাণভট্টের মহাশ্বেতারন্যায় উপদিষ্টা, সুতরাং আত্মবিনাশন, বা সহমরণ আমি আসুর-নিয়ম মনেকরি। যে প্রণয়ীর বিরহ সময়ে প্রণয়ের উপাসনা করিতে না জানিল, যে পরলোকগত প্রণয়ীর প্রবুদ্ধহৃদয়ের প্রণয়ের উদ্বোধন করিতে না পারিল, তাহার প্রতি কিসের বিশ্বাস? যে আপনাকে বিশ্বাস

করিতে পারেনা তাহার প্রতি কিসের বিশ্বাস? আমি সমাজের সে ইষ্ট চাইনা, অনিষ্ট ও চাই না।

প্রাণেশ আমার প্রণয়-স্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি দ্বিতীয় ললনার পাণিগ্রহণ করিলেননা। আমার হৃদয়ে কষ্ট হইবে আশঙ্কায়, তাঁহার সুখে বিঘ্ন হইবে ভয়ে, অন্যের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। তিনি আমার, সম্পূর্ণ আমার, মাত্র আমারই ছিলেন, আমার হৃদয়বেদনা বুঝিতেন। আমি তাঁহার; তাঁহার বিমল প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, অবিচ্ছেদে তাহা হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। হায়! তিনি কি তাহা দেখিতেছেন না? নাথ! তোমার * * তোমারই মুখের দিকে তাকাইয়া আছে, দিবারাত্রি তোমাকেই ধ্যান করিতেছে। কিন্তু নাথ! যে তোমাকে স্মরণ করিবামাত্র দূরে থাকিলেও তোমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিত, আজ এতকাল হয় সে তোমাকে অহোরাত্র আবাহন করিতেছে তাহাকি তুমি শুনিতে পাও না? তোমার পবিত্রাত্মা এক্ষণে নশ্বরদেহ বিচ্ছিন্ন। স্বর্গের দূতগণের ন্যায় তুমি স্বাধীন, ইচ্ছাময়। ইচ্ছাকরিলেই ত আসিতে পার। আহা! এখন যদি একবার তোমার দেবোপম মুখখানি দেখিতে দেও, যদি আমার ইহকাল, পরকালের অবলম্বন, আমার অতীতসুখ, ভবিষ্যৎ আশা, বর্ত্তমানধ্যানের বিষয় সেই মুখখানি মাত্রএকবারও দেখিতে দেও, আমি সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইব। আর যদি পরকালের মহাদ্রাবকে তুমি গলিয়া থাক, একবারে হৃদয়ের রূপান্তর হইয়া থাকে; যদি সংসারের মায়ামোহ প্রকৃত মায়া মোহ হয়; একবার আসিয়া তাহাই বলিয়া যাও; আমি পাষাণহৃদয়ে পাষাণ চাপিয়া অনন্তগর্ভে শয়ান রহি। আর সহিতে পারিনা।

আমি ঘোর উন্মাদিনী হইয়াছি, তাই বুঝি আমাকে এরূপ কঠিন নিগড়ে গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে তুমিই উপদেশ দিয়াছ, নাথ! একবার ছাড়িয়া দাও, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার সমাধিমন্দির আলিঙ্গন করি; সেই জীবনহীন উষ্ণতাবিহীন মার্ব্বেলপ্রস্তরে শরীর শীতল করি; নিস্তেজপ্রায় তোমার জীবন-কুসুমটি অশ্রু-শিশিরে পুনর্জ্জীবিত করি! নাথ! আমায় ছাড়িয়া দাও। তুমি সংসারে নাই, আমাকে আর কাহার জন্য এখানে বাঁধিয়া রাখিবে? আমার কল্পনা যেমন সংসারে সংসারে বিচরণ করিতেছে,

শ্মশানস্বর্গে বেড়াইতেছে, ঘরে ঘরে ফিরিতেছে, আমিও সেইরূপ বিচরণ করিয়া প্রণয়মহিমা প্রচার করিব। গৃহে গৃহে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল, বহুবিবাহের বহুদোষ, ব্যভিচারের পিশাচপ্রকৃতি, প্রণয়ের স্বর্গীয়-স্বরূপ, সমস্ত বর্ণন ও] কীর্ত্তন করিয়া আসিব। দেব ও মানবের প্রভেদ এক রেখামাত্র; সেই রেখা অতিক্রম করিয়া কিরূপে উভয়ে এক হইতে পারে তাহা তুমি আমাকে উপদেশ দেও। আমোদস্রোতে ভাসমান বেল্‌সেজারের (১) সমক্ষে ঐশ অঙ্গুলি যেমন তাঁহার অদৃষ্ট ফল জ্বলদক্ষরে সাধারণের অবোধ্যভাষায় লিখিয়াছিল, তুমি যদি আমাকে দেখাদিতে না চাও, অন্ততঃ সেইভাবে উপদেশ দেও, আমি কোন ডেনিয়েল্‌কে সহায় করিয়া তাহার অর্থ বুঝিয়া লই। আপনি বুঝি, জগৎকে বুঝাই।

নাথ! আমার কোন অঙ্গুরীয় নাই। প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা যেরূপ অভি-জ্ঞান-সাহায্যে স্বামী লাভ করেন, আমার ত তেমন কোন সুযোগ নাই! হায়! তবে কি আমায় বলিতে হইবে,—ছায়াপথশূন্য হৃদয়াকাশে অপরি-জ্ঞাত পরকালের, অজানিত ভবিষ্যতের কালি মাখিয়া নিরাশ হৃদয়ে অনন্ত কালের জন্য বলিতে হইবে, 'ভগবতি বসুধে! দ্বিধা হও!'

যে কবি পার্ব্বতীর গুরুজনের মুখে "পতির অখণ্ড প্রেম লাভ কর" বলিয়া পার্ব্বতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তিনিই সংসারে ধন্য, প্রকৃত সহৃদয়। প্রকৃত প্রেম সর্ব্বদাই অখণ্ড; তুমি পতির যে প্রেম লাভ করিবে অন্যে যেন তাহাতে প্রত্যাশা করে না। তুমি সমগ্রে সমগ্র ঢালিয়া দিয়া আকণ্ঠ পান কর, কবির এই উপদেশ। তাহা যে অন্যথা করে সে অভাগা। পাপ-রূপিণী ক্লিয়োপেট্রা এবং তাহার কাপট্য-বাগুরাবদ্ধ এণ্টনি,—রোমের বীর-

(১) বেল্‌সেজার প্রাচীন বাবিলনের শেষ রাজা। তিনি বন্ধুপরিবৃত হইয়া যখন সুরাপানে এবং নানারূপ পাপকার্য্যে রত ছিলেন তখন অদৃশ্য হস্তে তাঁহার সম্মুখস্থ প্রাচীরে হিব্রুভাষায় কএকটি শব্দ লিখিত হইল। কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ত্রিকালজ্ঞ ডেনিয়েল্‌কে আহ্বান করাতে তিনি আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, ঈশ্বর রাজারপ্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন, তাঁহার দিন শেষ হইয়াছে, ন্যায়ের তুলাদণ্ডে পরিমিত হইয়া তিনি যে অনেক লঘু হইয়াছেন তাহা দেখাগিয়াছে, তাঁহার রাজ্য মিডিয়া ও পারস্যবাসিগণ বিভাগ করিয়া লইবে। ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। বাবিলনরাজ্য ধ্বংশ হইয়াগেল।

চূড়ামণি অথচ ভ্রান্তবুদ্ধি, প্রণয়িনীঅক্টেভিয়ার শাপগ্রস্ত এণ্টনি——তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উভয়ের পরিণাম অনন্ত কলঙ্ক এবং পৈশাচিক আত্মহত্যা।

প্রত্যেকের এক একটি উপাস্য দেবতা আছে। প্রণয়ীর আরাধ্যদেব প্রণয়। যখন নিশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আসিবে, কণ্ঠ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইতে চাহিবে, তখনও সেই দেবমূর্ত্তি সমক্ষে বিরাজিত থাকিবে, মানসনয়নে বিস্পষ্ট দেখা যাইবে। যে মেঘ সেই আশার শেষ নক্ষত্রটি ঢাকিয়া ফেলিতে চায়, হায়! তাহারতুল্য হৃদয়হীন আর কে আছে। সে মেঘে বারি নাই, কেবল বজ্র, বজ্র বজ্রময়!

যে সৌভাগ্যশীল ব্যক্তি প্রণয়ের ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পবিত্র আত্মা-সহ ইহলোক হইতে লোকান্তরে চলিয়া যায়, সেই প্রকৃত সুখী। পরলোকে তাহার অভীষ্টদেবের সহিত অবশ্যই সাক্ষাৎ হয়। শতমুখ-প্রবাহিনী গঙ্গারসাগর সঙ্গম নিবারণ করিতে পারিবে; ধূমকেতুর তীব্রবেগ, উল্কাপিণ্ডের উচ্ছৃঙ্খল-গতি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম, নায়াগারার জল প্রপাত, এ সমস্তই নিবারণ করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু সে মিলন রোধ করিতে পারিবে না। বিধাতাও বুঝি তাহা পারেন না। যোগীশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এ জন্যই সংসার সৃষ্টি করিয়া সংসারী, মায়া কানন রচনা করিয়া মায়াময়। আর যে অভাগা বা অভাগিনী সেই ত্রাণকর্ত্তা প্রণয়-দেবকে ভুলিয়া গিয়া মরীচিকার অনুসরণ করিবে, সে মৃগয়ার্থ গমন করিয়া মৃগের পরিবর্ত্তে আলোলিত সরোবরপার্শ্বস্থ বৃক্ষরাজীর প্রতি-ফলিত মূর্ত্তি অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, পর্ব্বতশীর্ষ হইতে দেববীণা আন-য়নে গমন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পর্ব্বতের পাদদেশে কীটানুসন্ধানে অবহিত রহিবে। তাহার ইহকালের সুখে শ্মশান, পরকাল শূন্যময়।

আমি ত সুলতানের ন্যায় জীবনের মধ্যে একদিনের জন্যও পরমেশ্বরের, শক্তিমত্তায় সন্দেহ করি নাই, তবে আমার মোহ-নিমজ্জিত মস্তক সংসার-সাগরবারি হইতে উত্তোলন করার পূর্ব্বে কোন্ নিষ্ঠুর পণ্ডিত আমাকে এমন দুরবস্থায় নিক্ষেপ করিল, বুঝিতে পারিনা (১)। হায় হায়! সুলতান

(১) কোরাণে লিখিত আছে, একদা মহম্মদ আপন শয়নকক্ষে শয়ান ছিলেন, তথা হইতে ঈশ্বর তাঁহাকে লইয়া যান। তিনি ঈশ্বরের সহিত নব্বই সহস্র বিষয় আলাপ করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু দেখিতে পাইলেন তাঁহার শয্যা উষ্ণ

পুরুষ, তাঁহার সুখ-কল্পনা সে দুরবস্থায় ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি তাঁহার সুখের চরম সীমা প্রাপ্ত হইলেন, দ্বিতীয়বার রূপবতী ললনার পাণিগ্রহণ করিলেন! আর আমি ও সুলতানের ন্যায় মস্তকে ভারবহন করিতেছি, দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া সংসারে বেড়াইতেছি। কিন্তু হায়! আমার ত দুঃখ অন্ত হয় না, আমার অপনার সুখ স্বর্গ আমি ত দেখিতে পাই না। যদি আমি সুলতানের ন্যায় কল্পনাসমুদ্রের অপর পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত না হইয়া আজ ভবসাগরের পারান্তরে আমার সুখগিরির পাদদেশে প্রপন্না হইতাম, যদি আজি সেই চরণরাজীব অশ্রুসিক্ত করিতে পারিতাম, তবে হে অদৃশ্য অজ্ঞাত আমারচেক্ চাহারোদ্দিন্ অদৃষ্ট! আমি আর প্রত্যাগমন বাসনা করিতাম না। আমি চিরজীবন সেখানেই থাকিতাম, নিমজ্জিত মস্তক আর উত্তোলন করিতাম না। ঐ যে সাগর লহরী ডুবাইতে ডুবাইতে তাহার সুখনিধির অনুসন্ধানে পথপ্রদর্শকঅনিলসহ অগ্রসর হইতেছে, আমিও সেইরূপ হইতাম।

আমি আর বৃথা আশঙ্কায় হৃদয়ের সুখশান্তি বিনাশ করিব না। যতদিন

রহিয়াছে, যাইবার সময় একটি জলপূর্ণ কলসী পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তখনও জল পড়িতেছে। কোন এক সুলতান এই কথা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহাকে ঈশ্বরের শক্তিমত্তা বিশেষ রূপে বুঝাইবার জন্য একজন মুসলমান পণ্ডিত তাঁহাকে একটি জলপূর্ণ টবে অবগাহন করিতে বলেন। চারিপার্শ্বে অমাত্যাদি দণ্ডায়মান হইল। সুলতান মস্তক নিমজ্জিত করিলেন, আর অমনি দেখিলেন, তাঁহার পারিষদ, পণ্ডিত, টব, প্রাসাদ কিছুই নাই। তিনি স্ত্রীপুত্র পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি বৃহৎ সমুদ্রের পারান্তরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। রাজ্যধন বিবর্জ্জিত হইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত রহিলেন। পণ্ডিত বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছেন বলিয়া নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তখন আর তিনি সুলতান নহেন, কি করিবেন? কোন জনপদ প্রাপ্ত হইলে জীবন রক্ষা হইতে পারিবে বিবেচনায় অগ্রসর হইলেন। কষ্টের একশেষ হইল। সেই স্থানে একটি বৃদ্ধের উপদেশানুসারে এক ঘাটের নিকট উপবেশন করিলেন। ললনাগণ অবগাহন করিয়া আপন আপন গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সে দেশের নিয়ম এই, ঐ ঘাটের নিকট বসিয়া যে যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে। আবৃত শরীর ললনাগণ একে একে যাইতে লাগিলেন, সুলতান সকলকেই আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাঁহারা পরিণীতা

বাঁচিয়া থাকি আমি ক্লাইটিয়ার (১) ন্যায় ততদিন আমার সুখ-সূর্য্যের প্রতি সারাদিন চাহিয়া রহিব। কিন্তু রজনীতে তাহার বদন খানি আনত রহে, আমি রজনীর নিরালোককে আমার হৃদয়সূর্য্য গ্রাস করিয়া রাখিতে দিব না।

জীবনান্তরে পরিণয়ান্তর নাই একথা আমি সাহসপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতে

সুতরাং চলিয়া গেলেন। পরিশেষে এক ললনাকে ঐরূপ আহ্বান করিলে তিনি কপটবৈরক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আনত বদনে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে দাস দাসী আসিয়া সুলতানকে লইয়া গেল। সুলতান সেই সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া বিপুল-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। ঐ ললনার গর্ভে তাঁহার সাত পুত্র, সাত কন্যা হইল। দৈব দুর্ব্বিপাকে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া সুলতান পুনরায় শ্রমজীবীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা পাইতেন তাহাতে তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণ হইত না। তখন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। আর কষ্ট সহ্য হয় না। একদা একটি জলাশয়সমীপে ঐরূপ নানা চিন্তায় এবং পূর্ব্ব সুখ স্মরণ করিয়া দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছেন, এমন সময় উপাসনার বিষয় স্মরণ হইল। তিনি অবগাহনার্থ সরোবরে অবতরণ করিলেন। মস্তক একবার নিমজ্জন করিয়া যেমন উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন সেই পণ্ডিত সম্মুখে উপস্থিত। ক্রোধে অধীর হইয়া সেই পণ্ডিতকে প্রহার করিতে যেমন অগ্রসর হইলেন এবং এতকাল তাঁহাকে সকল সুখে বঞ্চিত করিয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত কষ্ট দেওয়াতে যেমন দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার অমাত্যগণ বলিয়া উঠিল, তাহারা সে স্থানেই দাঁড়াইয়া আছে, সেই টব, সেই প্রাসাদ সকলই রহিয়াছে, তিনি মস্তকনিমজ্জন করিয়া নিমেষমধ্যে উত্তোলন করিয়াছেন, তিনি যাহা বলেন সে সমস্তই ভ্রম। তখন তিনি ঈশ্বরের শক্তিমত্তা বুঝিতে পারিলেন। ঐ ক্ষমতাশালী পণ্ডিতের নাম চেক্ চাহারোদ্দীন। তুরস্কের উপন্যাসে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সুলতান পণ্ডিতকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না।

(১) গ্রীক দেবোপাখ্যানে বর্ণিত আছে ক্লাইটিয়া, ওসিনস্ ও টীথিসের কন্যা, এপোলোর (সূর্য্যদেবের) প্রিয়তমা। সূর্য্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করাতে ক্লাইটিয়া তাঁহার শোকে অধীর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। এপোলো তাঁহাকে হিলিওট্রোপি (সূর্য্যমুখী) পুষ্পে পরিণত করেন। ক্লাইটিয়া পুষ্প হইয়াও সে ভালবাসা ভুলিতে পারেন না। যে দিকে সূর্য্যদেব গমন করেন, তাঁহার সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতি ক্লাইটিয়ার নয়ন ন্যস্ত রহে। এপোলো প্লুটোর ভবনে (পাতালে) গমন করিলে ক্লাইটিয়ার প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হয়, দুঃখে মস্তক নোয়াইয়া পড়ে। পুনরায় সূর্য্যদেব উদয় হইলে তাঁহার বদন প্রফুল্ল হয়।

পারি। সৃষ্টির সূক্ষ্মতম অংশ পুষ্প, পুষ্পের সূক্ষ্মতম গুণ গন্ধ, গন্ধও শরীরী, গন্ধও বস্তু, তাহাতে পুষ্পরেণু আছে। পারলৌকিক জীবন তাহা হইতেও সূক্ষ্ম। সেই 'অণোরণীয়ান্' অশরীরী অবস্থানে যে সংসারের ঘৃণিত পাপ আছে একথা আমার বিশ্বাস হয় না। আমি আর তাহা ভাবিয়া মন অবসন্ন করিব না। আত্মা অনন্ত, ভালবাসাও অনন্ত অনন্ত সমুদ্র অনন্ত আকাশে যেমন মিলিত, সেই আত্মায় ভালবাসা তেমনই মিলিত আছে, রহিবে। দেহ হইতে প্রাণবায়ু বাহির হইলে অনন্ত সময়-স্রোতে শরীর ছাড়িয়া দিব; ভাসিতে ভাসিতে জোয়ারে ভাঁটায়, বায়ু তরঙ্গে, বহিঃস্রোতে অন্তঃস্রোতে, ক্ষেপণীর সাহায্য ব্যতীত ও এক সময়ে আমার সেই গন্ধময় অশরীরী ভালবাসার গোলাপটিতে,———যাহা কালসমুদ্রের নিয়মিত স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, সেই হৃদয় কুসুমে,—মিলিত হইব।

দাম্পত্য।

আজি আমি পাষাণে কুসুমশয্যা রচনা করিব, চপলার চাপল্য নিবারণ পূর্ব্বক অন্ততঃ মুহূর্ত্তজন্য মেঘমালা সাজাইব, সমাধিস্থলে বসন্তের রম্যোপবন স্থাপন করিব, গিরিগহ্বরের নিগূঢ়তম স্থানে 'আলেয়া' বিরাজিত দেখিব; অমানিশিতে পূর্ণশশী, বিষবল্লীতে পারিজাত সুধা, তুষারমণ্ডিত স্থানে ফুল্ল-সরোজিনী, দিবালোকে তারকামালা একবার মনের সাধে দেখিয়া লইব। হৃদয়ের নিবিড়তম স্থানে আজ সার্দ্ধতিন বৎসর যে অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকার অবস্থান করিতেছে, আজ তাহা আলোক হইতেও আলোকময় করিব। যে কর্দ্দমে মন আবিল রহিয়াছে, আজ ভোগবতী, ভাগীরথী, মন্দাকিনীর নির্ম্মল সলিলে তাহা বিধৌত বিনির্ম্মল করিব; অয়সাধিক কঠিনহৃদয়ে যে মরিচা লাগিয়া আছে, আজি তাহা উঠিয়া যাইবে, মার্জ্জিত তরবারি অপেক্ষা উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহাতে রজত-জ্যোতি বিভাসিত করিবে। ঐ যে অপরিজ্ঞাত, অশ্রুতপূর্ব্ব, অনাবিষ্কৃত ভূভাগ সপ্তস্বর্গোপরি

বিরাজিত, আজি নূতন কলম্বস্ হইয়া সেই স্থান আবিষ্কার করিব। যাহা কেহ করে নাই, আজ তাহাই করিব; আমার আপন গৃহ অন্ধকার, সেই অন্ধকার গৃহের প্রদীপটি সপ্তস্বর্গের অপর পার্শ্ব হইতে স্বহস্তে লইয়া আসিব।

হাহাকার! তুমি অন্তর্হিত হও, শূন্যভাব! সরিয়া যাও; চারিদিকের এই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া উন্মাদিনীর আলোকরবি উদয় হইতেছেন। অতীত জীবনে যে বাসনা পূর্ণ হয় নাই, অল্পদিনে যে সাধ মিটে নাই, সে আজ তাহা মিটাইবে; সকল সংসার ভুলিয়া গিয়া এই ক্ষুদ্র মক্ষিকাটি অমৃত-সাগরে সন্তরণ করিবে, কেহ বাধা দিও না; বায়ু বহিও না, তরঙ্গ উঠিও না। আজি পরলোকগত প্রাণকান্ত হৃদয়াকাশে পূর্ণগৌরবে প্রকাশ, আমার হৃদয় দিব্যজ্যোতিতে প্রতিভাত।

জীবন-পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম, ভ্রমবশতঃ প্রধান তীর্থটি পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, পুনরায় তথায় ফিরিয়া চলিলাম; জীবনের প্রত্যূষ সময়ের উত্তরবর্ত্তী সুরম্যপ্রাসাদের এক একটি মঞ্চ বাহিয়া আজ পুনরায় নবীন যৌবনে প্রবেশ করিলাম। আমার পথ-পার্শ্বে বনদেবী বাসন্তী চামর ব্যজনে শরীরমন শীতল করিতেছেন, হাস্যময়ী কুসুমকামিনীগণ মলয়ানিলে অঙ্গ দোলাইয়া সাদর সম্ভাষণে মধুবর্ষণ করিতেছেন, বৈতালিক বিহঙ্গমগণ মধুরকণ্ঠে গাইয়া গাইয়া যৌবনের সুখ-সম্ভার ঘোষণা করিতেছে। আহা! ললনাজীবনের এই শান্তিময়, সুধাময়, সুখময় প্রদেশ কেমন রমণীয়।

আজ আমি স্নেহময়ী কল্পনাদেবীর সঙ্গে খেলিতেছিলাম; তিনি আমাকে জীবনাভিনয় দেখাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহার মায়াবনের নন্দনকাননে, পারিজাত-শোভিত প্রমোদবনে পরিণয়াঙ্কের যবনিকা উত্তোলন করিলেন। আমি যেন বয়স অবস্থা সকল ভুলিয়া গেলাম, আবার সেই পরিণয়োন্মুখী বালিকা হইয়া বসিলাম। এ আমার স্বপ্নও নহে, স্বভাবসিদ্ধ উন্মাদ ও নহে। অথচ দেখিলাম, কল্পনাদেবীর সেই স্ফটিকগৃহের উপরিভাগে সুনীলগগন কোটিনক্ষত্রশোভিত, অনন্ত সুখ-সরোবর সরোজিনীপরিপূর্ণ, পদ্মপত্রের পার্শ্বস্থ অনাবৃত বিমলজলে সেই আকাশ সেই নক্ষত্র প্রতিফলিত; দোলায় যেমন হাস্যমুখশিশু দুলিতে থাকে, সুধাময়ী শারদচন্দ্রমা কৌমুদীদোলায় সেইরূপ সেই সরোবর দোলাইয়া নক্ষত্রশোভা সেইরূপ দেখাইতেছে,

আন্দোলিত সলিল-বক্ষ হইতে সরোবর-তীরে দণ্ডায়মান বৃক্ষরাজীর প্রতিফলিতমূর্ত্তি সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যেরন্যায় নক্ষত্র সকল তাড়াইয়া দিতেছে। আর ভাবনা নাই, আর চিন্তা নাই; একবার সুখের দোলায় দুলিতে দুলিতে অবশ শরীরে অবশ মনে কল্পনার কোমল অঙ্কে নিদ্রিত হই।

চকোরিণীর সুধাকর স্থিরকৌমদী প্রদান করেন না, কুমুদীনীর প্রিয়তম নিশাবসানে অন্তর্হিত হন। তাহাদের ঊর্দ্ধদৃষ্টি সাময়িক মাত্র, স্থায়ী নহে। আমার সুখ, আশা, ধ্যান, ধারণা স্থায়ী, অনন্তপ্রসারিত। আমি আজ সেই অসীম সুখের একবিন্দু শুষ্ককণ্ঠ বসুধার হৃদয়ে প্রদান করিব; বাসরশয্যা রচনা করিয়া মরুবাসী মানবগণকে দেখাইব, মর্ত্ত্যলোক তাহার কুসুম-মাল্যে বারিসিঞ্চন করিয়া অমর হইবে; আজ আমি দাম্পত্যজীবনের চিত্রলক্ষ্মী আঁকিয়া তুলিব।

বিবাহ হইল, জায়া এবং পতি এই দুই জনে মিলিত হইয়া দম্পতী,—এক অপরিসীম ক্ষমতাশালী বিশ্ববিজয়ী জরাসন্ধ,—সংসার বশীভূত করিতে লাগিল। যদি কোন দৈবশক্তিশালী ভীম আসিয়া বনাশরূপী কৃষ্ণের সঙ্কেত মত সেই দুই অংশ প্রভেদ করিয়া না ফেলে, তবে সে বীরের আর মৃত্যু নাই।

প্রথমে পরিণয়, মিলন, পরে প্রণয়ের আবির্ভাব। প্রণয় ক্রমে জন্মে। গম্ভীর জলের স্রোতঃ যেমন দেখা যায় না, প্রগাঢ় প্রণয়ের অন্তঃস্রোতও সেইরূপ বহ্নিক আকারে, সামান্য কার্য্যকলাপে প্রকাশ পায় না। জল যখন অল্প থাকে, বর্ষার প্রারম্ভে, জলবৃদ্ধির প্রথম সময় স্রোতস্বতী কেমন বেগবতী! নবীন প্রণয়,—প্রণয়-বন্ধনের প্রথম সময়,—হৃদয়ের বেগ তাদৃশ প্রবল, মাদকতা ও সেইরূপ প্রকাশ। নাথ আমার যখন প্রথম সময়ে আমার একটি মুখের কথা শুনিবার জন্য কত আগ্রহ করিয়াছিলেন, হৃদয়ে বাসনাছিল, কিন্তু লজ্জা আসিয়া কণ্ঠ চাপিয়া রাখিল, সেই সময়ের নীরব কাব্যাভিনয় সংসারে কি অতুল্য পদার্থ! কত অনুনয়, কত বিনয়, কত ব্যগ্রতা! আবার যখন কোন সামান্য কথায় সামান্য কার্য্যে কল্পিত কোপ প্রকাশ করিতাম, মানিনী হইয়া নীরব রহিতাম, প্রাণেশের অনুরাগ সে সময় কতইনা প্রকাশ পাইত! প্রথম যখন বদন ঘোমটায় আবৃত, লোকে আমাকে সুন্দরী বলিত, প্রাণকান্ত তাহা শুনিতেন, আহ্লাদে,

গৌরবে, নবীন প্রণয়ের উত্তেজনায় তাঁহার বক্ষস্থল স্ফীত হইয়া উঠিত, একবার আমার মুখ সন্দর্শনে কতই না ঔৎসুক্য দেখাইতেন! প্রত্যেক দিনের দৃশ্য এক এক খণ্ড নূতন কাব্য, প্রতি বিন্দুতে তাহার শত বাইরণ, ভবভূতি, কালিদাস, সেক্ষপিয়ার; মনুষ্যের ভাষায় আজি পর্য্যন্ত সে কাব্য তেমন বিশদরূপে লিখিত হয় নাই, হইবে না। কবি সঙ্কেত করিতে পারেন, কিন্তু সে চিত্র সম্যক্ আঁকিয়া উঠাইতে পারেন না।

প্রণয়োন্মাদের সহিত উন্মাদিনী মিলিতা হইল। যে মুখ দেখিতে এত ব্যস্ত, নাথ তাহা দেখিলেন, যে কথা শুনিবার নিমিত্ত তাদৃশ আগ্রহ তাহাও শুনিলেন। প্রণয় পুরাতন, সুতরাং অধিক পরিপক্ক হইলে আর কত অধিক মাদকতা বৃদ্ধি হয়? প্রথমেই দুর্ব্বার প্রণয়স্রোতে উভয়কে নিমজ্জিত করিল, ভাসাইয়া লইয়া চলিল, সময় অবস্থা কিছু দেখিবার বা চিন্তা করিবার সাধ্য রহিল না। কে বলে শীতের রজনী দীর্ঘ? আলাপে আলাপে, জানিনা কি কথা কহিতে কহিতে, আদি নাই, মধ্য নাই, শেষ নাই কথাবার্ত্তায় রজনী প্রভাত হইয়া যাইত। বালসময়ের নিদ্রা কোথায় চলিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না; কোন্‌দিন আমাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া সেই সুযোগে নিদ্রা পলায়ন করিয়াছিল বুঝিতে পারিলাম না। নিদ্রা বিশ্রামের জন্য, বিশ্রাম সুখের জন্য; যদি যাহা হইতে আর নাই এমন সুখ হইল তবে নিদ্রায় প্রয়োজন? পরিশ্রম না হইলে বিশ্রামের আবশ্যক? মরাল যেমন সরোবরে সন্তরণ করে, সংসার-সরোবরে তাহারই মত সন্তরণের সময় তাহারই মত সরোজিনী প্রাপ্ত হইলে কে তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়?

আর বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে? সেই সময়ের অবস্থাই বা কেমন? যদি তুমি কখনও কোন মহানগরীতে উদ্দেশ্যবিহীন বেড়াইয়া থাক, যদি চারিদিকের সৌন্দর্য্যসমষ্টিতে তোমার নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক তোমাকে দিগ্‌ভ্রান্ত এবং আত্মবিস্মৃত করিয়া থাকে, তবে সেই সময়ের অনিশ্চয় অবস্থা, অগঠিত সুখ, অসম্পন্ন প্রণয়ের অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিবে। তাহার পর প্রতি মুহূর্ত্ত কেমন মূল্যবান, প্রত্যেক সেকণ্ড সহস্র বৎসর! আবার যখন কথা বার্ত্তা সুস্থির হইয়াছিল, তাহার পরবর্ত্তী সময়ের কল্পনার কার্য্য কেমন আশ্চর্য্য!

আমি দেখিতেছি পরিণয় দিবস যেমন অগ্রসর হইতেছে, কেমন একটি অস্ফুটভয় বিকসোন্মুখ সুখের সহিত আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছে। আশা কূর্ম্মেরন্যায় একবার মস্তক বাহির করিতেছে, আবার আশঙ্কা আমার মনের কাণে কাণে একটি কথা কহিতেই পুনরায় লুকাইতেছে। কল্পনা এক জানিনা কেমন ভয়ে কাঁপিতেছে, তাহার হস্তস্থিত তুলিকায় প্রাণকান্তের চিত্রটি ভালরূপে অঙ্কিত হইতেছে না। এই একটি রেখাপাত হইল, আবার যেন কোথায় মিশিয়া গেল। চুম্বকের সহিত লৌহের সম্বন্ধ বরং সামান্য, নিকটস্থ না হইলে আদর, আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না; প্রণয়ের আকর্ষণ অনেক উচ্চ শ্রেণীর। প্রণয় এক সূক্ষ্মরজ্জু, প্রণয়ীযুগল তাহার দুই প্রান্তেবদ্ধ; উভয়ে উভয়কে ছাড়িয়া যতই দূরে যাইবে, আকর্ষণ ততই গুরুতর হইবে; পরিশেষে সেই বন্ধনটি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে কাটিয়া বসিবে। শুধু তাহাই নহে। পরিণয়ের পূর্ব্বে যখন প্রস্তাব মাত্রছিল, একটি কথামাত্র হইয়াছিল তখন হইতেই আগ্রহ, ঔৎসুক্য, আশা, উৎসাহ এবং আশঙ্কির সূত্রপাত। সেই প্রভাতের পূর্ব্বতোরণস্থ ক্ষুদ্র স্বর্ণ থালা হইতে ক্রমে যে সহস্ররশ্মি বাহির হয় তাহাতেই বিশ্ব সংসার আলোকময় করে।

আলোকধারা বারিধারারন্যায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার কি নির্দ্দিষ্ট উৎস নাই? তাহা কি আবিষ্কৃত হইতে পারে না? আমি এক একটি নক্ষত্র বাহিয়া, আকাশের সেই উচ্ছৃঙ্খল শৃঙ্খলের শৃঙ্খল পরম্পরা বাহিয়া সেই নিয়তিশৈলের উন্নততম শীর্ষে আরোহণ করিব, সে উৎসের মূলটি দেখিয়া লইব।

আজি বুঝি শোণিতস্রোত দ্রুত হইল, পুনঃপুনঃ শোণিতসমষ্টি মস্তিষ্কে উপবেশন করিতে লাগিল, কি বলিতে কি বলি স্থির থাকে না। আমি দাম্পত্য-প্রণয়ের পবিত্র সুখ, মেঘবিমুক্ত প্রভাতরবি দেখিতে বসিয়াছি, আর ত কি বলিব তাহা স্থির নাই। চিন্তার স্রোত যে দিকে ধাবিত হইতেছিল, তাহা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। শেফালিকা, কেশরকোরক বিকসিত হইতেছিল, বিকসিত হইতেই ছড়াইল, অমনি মাটিতে পড়িয়া গেল! হৃদয়াকাশে কোটি নক্ষত্র বিকাশ হইবে, যেই দুই

একটি ফুটিল অমনি ছুটিয়া পড়িল! শিশু যেমন ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে বসে, কেমন করিয়া গাঁথিবে জানে না, সূত্রসমাবেশ অভ্যাস হয়নাই, একটি ফুল সূত্রস্থ করিলে পরেরটি বিপর্য্যস্ত ভাবে গ্রথিত হয়, পরিশেষে সকল গুলি ফুল সূত্রের আর এক প্রান্ত দিয়া পড়িয়া যায়, আমার চিন্তার আজ সেই দশা। মনে করিয়াছিলাম, আজ মেঘান্ধকার রজনীতে পথভ্রান্ত পথিকের জন্য স্থিরপ্রদীপ জ্বালাইব, জলনিমগ্ন হতভাগার জন্য সুখেরতরণী পাঠাইব। কিন্তু কই, কোথায় সে সঙ্কল্প? প্রদীপ হস্তে লইয়া আমি নিজে অন্ধকারই দেখিলাম, তরণী ভাসাইতে নিজেই নিমগ্ন হইলাম! যে কলোসস্ (১) মৎপ্রদত্ত আলোকে অন্যের জাহাজ রক্ষা করিবে, আজি তাহা আলোকসহ সমুদ্র মধ্যে পড়িয়াগেল, যে তরণী পাঠাইলাম তাহাও ম্যালষ্ট্রমে গতিহীন (২) হইল! নবনীরদমালা পরিবেষ্ঠিত প্রদোষকাশে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেবের শেষরশ্মিরন্যায় আমার 'কল্পনানাম্নী' উন্মত্ত প্রলাপ, আমার মনে মুহূর্ত্ত-জন্য সুন্দর দেখাইলেও যেমনই লেখনী গ্রহণ করিলাম, অমনি যেন অন্ধকারাবৃত অন্তরীক্ষে বিলীন হইল!

কুসুম শয্যায় কাজ নাই, আবার তাহা পর্য্যুষিত হইবে; পূর্ণশশধরে প্রয়োজন নাই, অমাবস্যা অনুসরণ করিবে; জীবনের মধ্যে একদিন, এই ভূলোকে যে স্বর্গসুখ লাভ করিয়াছি তাহাই লিখিয়া রাখিব, বিশ্বাসঘাতিনী

---

(১) রোডস্ দ্বীপের প্রকাণ্ড ধাতব-মূর্ত্তি, পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্য বস্তুর মধ্যে প্রধান একটি। সমুদ্রের একটি শাখারন্যায় বিস্তৃত অংশে,—উক্ত দ্বীপের দুই পার্শ্বে দুই পা রাখিয়া মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান ছিল। মূর্ত্তিটি শূন্য-গর্ভ। লোকে মধ্য দিয়া উঠিয়া উহার হস্তে একটি লণ্ঠন জ্বালিয়া দিত, নাবিকগণ বহুদূর হইতে দেখিয়া সতর্ক হইত। দুই পার নীচ দিয়া অনায়াসে জাহাজ চলিত। এক জন কর্ম্মকার আপনার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া সমস্ত জীবনের পরিশ্রমে স্বদেশ নগরীতে ভস্মীভূত মিশ্রিত ধাতু দ্বারা ঐ মূর্ত্তি গঠন করে। আশ্বিনে ভয়ানক ঝটিকায় ঐ কলোসস্ পড়িয়া গিয়াছে।

(২) নরওয়ের পশ্চিমভাগস্থ সমুদ্রমধ্যে একটি আবর্ত্ত, ঐ আবর্ত্ত পৃথিবীর সমস্ত জলাবর্ত্ত অপেক্ষা প্রধান।

স্মৃতির নির্দ্দয় আচরণে তাহা যেন ভুলিতে না পারি এজন্য এখনই লিপিবদ্ধ করিব।

গাঢ় অন্ধকাররজনী, অবিরলধারায় বৃষ্টি, চারিদিকে শন্ শন্‌শব্দ,— গম্ভীর, ভীতি জনক। এই সময় জনসমাগম নাই, পশুপক্ষীর শব্দ নাই, কেহ হাসেনা কেহ কাঁদেনা, প্রকৃতিশরীরে অজস্র বাণবর্ষণ, সুখীর মনে অমৃত ধারা, দুঃখীর হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা। শীতের সুমন্দতালবৃন্তসঞ্চালনে নিদ্রাদেবী পুলকিতা, প্রীতিময়ী। এ সময় জাগ্রতদম্পতীর কেমন সুখের সময়।

একদিন এইরূপ সময়ে শয়নকক্ষে বসিয়া আছি, প্রদীপ জ্বলিতেছে, নাথ আমার সম্মুখে দ্বারের নিকট বসিয়া আছেন, বৃষ্টি দেখিতেছেন, কি ভাবিতেছেন, মুখে কথাটি নাই। আমি বসিয়া আছি, পা দুলিতেছে, চক্ষু যাহা দেখিবার তাহা দেখিতেছে, মন ভাবিতেছে। একপার্শ্বে শিশু-পুত্রটি ঘুমাইতেছে, তাহার উজ্জ্বল মুখকমলে উজ্জ্বল দীপালোক পতিত হইয়াছে। অহো! সুখের ক্রোড়ে সুখচিত্র, নক্ষত্র মধ্যে গোলাপ বিন্যাস, কেমন প্রীতিপ্রদ!

সহসা নয়ন ধাঁধিয়া বিদ্যুৎ বিকাশ হইল, পরক্ষণে শতসিংহ, সহস্র কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, অনতিদূরে অশনিসম্পাতে চারিদিক্ কম্পিত করিল। আমি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলাম, শরীর কাঁপিতে লাগিল। নাথ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ধরিলেন। তাঁহার সেই সময়ের অতুল্য স্নেহপূর্ণ কথায়, কার্য্যে, দৃষ্টিতে আমি সকল ভুলিয়া গেলাম; তাঁহার বক্ষস্থলে মস্তক রাখিয়া অবশপ্রাণে নিমীলিতনয়নে মোহিত রহিলাম।

সেইদিন, আমার জীবনের সেই কহিনূর মণি, সেইদিন আমার জীবনের সেই পূর্ণিমা রজনী, সেইদিন আমার একটি নক্ষত্রমালা, নন্দনবনের দেবসভা, বিদ্যাধরের সঙ্গীতসুধা কিরূপে ভুলিয়া রহিব? দাম্পত্যপ্রণয়ের নিরক্ষর-কাব্য, অভ্রান্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র কিসের সহিত উপমেয় হইবে? আমার শরীর অলস বিবশ হইল, মন অস্থির অবসন্ন হইল, ধীরে ধীরে তাঁহার পদপ্রান্তে শয়ন করিলাম। নেত্র নিমীলিত, তথাপি ধারা বহিল। পূর্ণহৃদয়ের সুখবারি

উথলিয়া পড়িল,—কি আকস্মিক দুঃখ উপস্থিত হইল বুঝিলাম না, তথাপি ধারা বহিল।

স্ত্রীলোকের অশ্রু বড় কোমল, বড় নিরীহ; আবার গন্ধকদ্রাবক বা অন্য কোন মহাদ্রাবক,—সকলকে দ্রব করিয়া ফেলে। অশ্রুর ধর্ম্ম এই;—

মনের স্থিরতা অচল সমান অচল যাহার থাকে,
নয়নের বারি বারির মতন তরল করিবে তাকে।

নাথ আমার গলিয়া পড়িলেন।

আমি তখনও একরূপ বালিকা, সাহস হয় নাই, চক্ষু মেলিয়া পূর্ণ নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইতে পারিনা, মনের কবাটখানি খুলিয়া নিকট অনেকক্ষণ বসিতেও পারিনা। কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসি, যারপরনাই ভালবাসি, দেবতা জ্ঞানে মনোমধ্যে ধ্যান করি, পূজাকরি, কিন্তু তখনও সেই বড় মধুর ‘প্রেমমাখা অনাদর’ দেখাইতে পারিনা। তিনি আমাকে সহসা তেমন হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; স্ত্রীলোকের লজ্জা বড় প্রবল শীত, মুখকুসুম ফুটিতে দিল না। তাঁহার আদর আগ্রহ আরও অধিক হইল, তথাপি কথাটি বলিতে পারিলাম না। একবার চক্ষু মেলিলাম, তাঁহার দিকে তাকাইলাম, উন্মুক্তকবাট অশ্রু প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, স্বজন সমক্ষে দেখিয়া, প্রিয়তমের হৃদয়ে মস্তক রহিয়াছিল, তাঁহার চক্ষে চক্ষু মিলিল দেখিয়া, প্রবাহিত হইল (১)। বক্ষস্থল আন্দোলিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার বক্ষস্থল, শরীর, বসন অশ্রুসিক্ত করিলাম। সে ভাব থামাইতে আমার সাধ্য হইল না, সে দুর্নিবার সাগরস্রোত ক্ষুদ্র মুষ্টিতে বদ্ধ রাখিতে পারিলাম না।

---

(১) ‘স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে।’

কালিদাস।

‘সন্তানবাহিন্যপিমানুষাণাং
দুঃখানিসদ্বন্ধু বিয়োগজানি।
দৃষ্টেজনে প্রেয়সি দুঃসহানি
স্রোতঃসহস্রৈরিবসংপ্লবন্তে॥’

ভবভূতি।

আহা! যাহা সুখ তাহা আমার হস্তে ছিল; যাহা দুঃখ তাহার সহিত আমার পরিচয় ছিল না; আমার সেই দেবদুর্লভ স্বামী অনুকূল, যাহা চাহি তাহা দিতে প্রস্তুত; পার্থিব স্বর্গস্বামীহৃদয়ে আমার মস্তক, তাঁহার পদযুগল আমার হস্তে, তথাপি আমার নীরবরোদন! হায়! এমন পরিষ্কার নীলাকাশ মেঘাবরিত, এমন উন্নত পর্ব্বত আগ্নেয়, শ্বাপদপূর্ণ, এমন বিস্তৃত মহার্ণব তরঙ্গায়িত, বিপদময়!

নাথ আমার ব্যাকুল হইলেন। এখন বলিতে সঙ্কোচ হয়, গিরিপার্শ্বে নির্ঝরিণী ঝরিল, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। চিত্তবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে বলিলেন, " * * তুমি জান আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমি সকল সহিতে পারি, তোমার মুখ মলিন দেখিতে পারি না। যাহা ইচ্ছা হয় বল, তাহাই করিব, তোমার মুখ প্রফুল্ল করিব।"

ঐ 'কত' শব্দ কেমন অমূল্য! আমি তাহাতেও স্থির হইতে পারিলাম না। প্রণয়ের শেষ সীমা,—আমার সুখ-সাধনে প্রাণেশের সেই উদার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, আমার নয়ন হইতে যে জানিনা কিসের অশ্রুধারা বহিতে ছিল, সুখের উচ্ছ্বাসে তাহার বেগ আরও বর্দ্ধিত হইল।

বৃষ্টির পর সতেজ দুর্ব্বাময় স্থান যেমন হাস্যময় দেখায়, নিদাঘাপরাহ্লের সূর্য্যের শেষ জ্যোতি যেরূপ বিকাশ পায়, আমার মুখখানি অশ্রুবর্ষণ বিরত হইলে একবার সেই হাসি হাসিল। হাসিল, বালিকা হইল; বালিকা হইয়াই আবার গম্ভীর হইল। কত কথা মনে উঠিল আবার এক দিকে চলিয়া গেল জিহ্বার অগ্রভাগে আসিল না। পরিশেষে বলিলাম 'নাথ! আমি যাহা পাইয়াছি এইআমার আশাতীত সম্পত্তি, এই আমার কল্পনার উচ্চতম গ্রাম, আর কিছু চাই না, আর অধিক প্রার্থনা করি না। আমাকে আপনি এত ভাল বাসেন কেবল তাহাই ভাবিতে ছিলাম। আপনার হৃদয় বিস্তৃত সাম্রাজ্য, আমি তাহার একমাত্র অধীশ্বরী। আজ মনে হইল, হায়! এই হৃদয় কি অন্যে আসিয়া অংশ করিয়া লইবে, আমার অখণ্ড প্রণয় কি খণ্ড হইবে? এ ভাবনা সহ্য হইল না; আমার হৃদয় ক্ষুদ্র, তাহাতে ভাবনার এ গুরুভার সহিল না, এ কারণ কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমায় ক্ষমা করুন।'

এই সময়ে * * * সম্ভ্রান্ত জমীদারের দুহিতার সহিত প্রাণেশের পরিণয়-প্রস্তাব চলিতেছিল। ঐ ভাগ্যবতী ললনা নিরতিশয় রূপবতী, প্রভূত-সম্পত্তিশালিনী; নাথ আমার এ প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিবেন আমার তাহা বিশ্বাস হয় নাই। নদী, নখী, প্রভৃতি শ্লোকোক্ত সকলকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রলোভনপ্রমুখ পুরুষকে বিশ্বাসকরা তাহা অপেক্ষা কঠিন। আমার নিতান্তই ধারণা হইয়াছিল তিনি আবার বিবাহ করিবেন, নববনিতার নবীন প্রণয়ে এ পুরাতন জীর্ণ বসন অনায়াসে পরিত্যাগ করিবেন। ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় এ হৃদয়ানল এতকাল হৃদয়েই লুক্কায়িত ছিল, ধূম ও বাহির হইতে দিতাম না। আমার এক একবার মনে হইত, 'ধিক্ আমার স্বার্থপরতা! যাঁহার সুখসাধন আমার জীবনের ব্রত, তাঁহার সুখে কণ্টক হইব কেন?' আবার যেন হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত, শিকারীকে সম্মুখে দেখিয়া মনের সেই ভাব-মৃগ তখন বিজন অরণ্যে আশ্রয় লইত। যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার গৃহদেবতা প্রাণেশ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আমি হাসিতে হাসিতে সম্মতি দিতাম। সে চপলার অন্তরালে যে অশনি ছিল, তিনি পুরুষ, তাহা বুঝিতেন না। ভাবিতেন আমার হৃদয় কেমন মহৎ! আমি আর কিছু গোপন করি নাই, এই ভাবটি গোপন করিয়া পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, সেই পাপের হায়! এই প্রায়শ্চিত্ত!

ভাবিয়াছিলাম, পাপ হয় হউক, ঈশ্বর সকল জানেন, আমার উদ্দেশ্য জানিয়া আমাকেও ক্ষমা করিবেন। এ জীবনে একথা প্রকাশ করিব না। হৃদয়ে যে দুঃখ জাগরূক হইল, হৃদয়ের সহিত তাহা একদিন বিনাশ হইবে। কিন্তু হায়! তাহা হইল না। হৃদয়সরসী আলোড়িত হইল, যে ক্ষুদ্র বস্তুটি তাহার অন্তরে লুক্কায়িত ছিল তাহা ভাসিয়া উঠিল; কুসুমমধ্যে, কোরকের নিভৃতবক্ষে ক্ষুদ্র কীটটি লুকাইয়া আছে দেখা গেল; আত্মহত্যার অলৌহ-ছুরিকা বস্ত্রান্তরালে রক্ষিত, এ কথা প্রকাশ পাইল; গম্ভীর নির্ব্বাত আকা-শের ভবিষ্যৎ নাথ আমার দেখিতে পাইলেন। তখন, মাত্র তখন, এত-কাল পরে সেই মুহূর্ত্তে বুঝিলেন তাঁহার দ্বিতীয় পরিণয় আমার কদাচ অভি-প্রেত নয়; তিনি আবার বিবাহে অভিপ্রায় করিলে হয়ত আমি বাঁচিব না।

প্রাণেশ নীরব হইলেন। চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত ব্যক্তি বিদায়

হইয়া যাইবার সময় আত্মীয়স্বজন হইতে মনটি যেমন ছিনিয়া লয়; মৃত তনয়কে সমাধি স্থলে লইয়া যাইতে জননীহৃদয় যেমন বৃন্তছিন্ন হইয়া ব্যথিত হয়, দোহনসময়ে গোবৎসটি যেমন বলের সহিত আকর্ষণ করিয় রাখে, বহ্নি মুখ পতঙ্গ যেমন কাঁচাবরণ হইতে ফিরিয়া আসে, নাথ আমার সেইরূপ ভাবে যেন হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া মনটি ফিরাইয়া আনিলেন। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত অথচ মৃদুস্বরে বলিলেন, "প্রিয়ে! তুমি যে আমার কি পদার্থ এতদিন তাহা ভাবিনাই, জানিনাই, আজ বুঝিলাম! তোমার হৃদয় পবিত্র, ভালবাসা অতুল্য। তোমা ব্যতীত অন্যকে মনে কল্পনা করাও পাপ। আমি কল্পনার পাপে পাতকী, আমায় ক্ষমাকর। এজীবনে তুমি আমার, জীবনান্তেও আমারই রহিবে। আমি তোমার, সম্পূর্ণ তোমার। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, ধর্ম্মের ছায়ারূপিণী তোমার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা কারিলাম আর বিবাহ করিবনা।* তুমি যদি আমায় ছাড়িয়া পবিত্র ভূমিতে অগ্রে গমন কর, তথাপি তোমারই রহিব, অন্যের হইবনা, তোমার হৃদয় শান্ত, বদন প্রফুল্লকর।

তখন আমার মনে কিরূপ ভাব হইয়াছিল যদি বুঝিতে চাও তাহা হইলে যেললনা প্রিয়তমের মুখে তেমন সময়ে সেইরূপ আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া নিমীলিত নেত্রে আকাশ পানে চাহিয়া, ঈশ্বরের নিকট সেই প্রাণকান্তের দীর্ঘজীবন, সুখসম্পদ প্রার্থনা করিয়াছে, তাহার নিকট জিজ্ঞাসা কর; যে ব্যক্তি কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া অনুকূল ব্যক্তির সাহায্যে রজ্জুলাভ করিয়াছে, এবং নিরাপদে উপরে উঠিয়া স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিতে পারিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর; যে বিষপান করিয়া বিষঘ্ন ঔষধের সাহায্যে যমদ্বার হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। কুমুদপরিপূর্ণ সরোবরে প্রত্যুষ সময়ে বায়ু বহিলে যেমন ফুলের তরঙ্গ খেলিতে থাকে, বায়ু বহিলে বকুল শেফালিকা পুষ্প যেমন উচ্ছৃঙ্খল উড়িয়া পড়ে, আমার মনে সুখের লহরী সেইরূপ খেলিতে লাগিল, ছুটিতে লাগিল। সেই সরল প্রতিজ্ঞা, প্রণয়ের সেই শেষ সীমা স্মরণ হওয়াতে আমার হৃদয় কেমন এক নূতন সুখে সুখী হইল। সেইদিন, সেই মেঘান্ধকার বজ্রধ্বনিবিলোড়িত ভীতিময়ী নীলবসনা রজনীতে যে আশ্বাস প্রাপ্ত হইলাম,

প্রণয়জলধির অনিশ্চয়তরঙ্গ মধ্যে সন্দেহ-ভেলকে ভাসিতে ভাসিতে দূর হইতে সৈকতভূমি সন্দর্শনে হৃদয় যাদৃশ সুস্থ হইল, তেমন আর কখনও হয় নাই। আমার প্রাতঃস্মরণীয়, চিরস্মরণীয় সেই দিনটি অনাথার হৃদয়হীনা সহচরী স্মৃতি ভুলিয়া না যায়, তাহার শতগ্রন্থিমলিনবসনের অন্তরালে চিরদিনের জন্য লুকাইয়া রাখিতে না পারে, আমার প্রতি কোন ও কারণে অসন্তুষ্টা হইয়া অনন্ত সাগরগর্ভে ফেলিয়া না দেয়, এজন্য লিখিয়া রাখিলাম।

তদবধি আমার মন সুস্থ হইল। পল্লবময়ী সঞ্চারিণী লতিকার ছায়ার ন্যায়, বায়ুসঞ্চালিত নবীন মেঘখণ্ডেরন্যায় যে প্রণয় চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী হইবে ভয়ে ভীতা ছিলাম, সে ভয় অন্তর্হিত হইল। দিন যামিনী সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

বালুকাময় প্রদেশের বেগবতী নদীর গতি, সুমেরু সাগরোত্তর স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অবস্থা, উন্মত্তের চিন্তাশক্তি যেমন পরিবর্ত্তনশীল, মনুষ্যের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে। আমার অবস্থারও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া ছিল। বালিকা স্বভাব একদিম দুইদিন করিয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। আমি নবীন যুবতী, পূর্ণ যুবতী হইলাম। ক্রমে আমি গর্ভবতী হইয়া মায়াবরণযুক্ত সংসারবক্ষে আর একটি আবরণ সংযোগ করিলাম। আমি এক একবার মনে মনে হাসিতাম, আমি পাগলিনী আমার আবার সন্তান হইবে! অপত্যস্নেহ কোন দিন আমার নিকটে আসিবে আমার ইহা বিশ্বাস হয় নাই। নাথ আমার এবিষয়ে আমার ন্যায় নাস্তিক ছিলেন, তিনিও সন্তান হইলে কি অবস্থা হইবে তাহা বুঝিতেন না। কিন্তু তথাপি, জানিনা, কেন অতিশয় সুখানুভব করিতেন। তাঁহার ভালবাসা, স্নেহমমতা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, আমার অনুমাত্র অসুখ, সামান্য অসুবিধা হইবে আশঙ্কায় ক্ষণে ক্ষণে যেন চকিত হইতেন। তাঁহার তখনকার সে ভাব সে আনন্দ আমি কেমন করিয়া প্রকাশ করিব? তখন যদি বিধাতা আসিয়া শরীরধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতেন, আকাশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া শত নক্ষত্রে মালা গাঁথিয়া তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিতেন, যদি আট দশটি পূর্ণচন্দ্র আনিয়া তাঁহার গবাক্ষ, তোরণ সাজাইতেন, তথাপি বোধহয় প্রাণেশ তেমন সন্তুষ্ট হইতেন না। কিন্তু সে সন্তোষ

বালক সময়ের সঙ্কল্পের ন্যায় তাঁহার মনে স্থায়ী হইত না। সুখে, উল্লাসে একবার তাঁহার হৃদয় যেমন উন্নীত হইত, আবার আমি যদি না বাঁচি সেই চিন্তায় অবনমিত হইয়া পড়িত। একমাস দুইমাস করিয়া নিরূপিত সময় চলিয়া গেল, পরিশেষে আমি প্রসূতি হইলাম, সেই মেঘান্ধকার রজনীর সুখতারাটি ক্রোড়ে লইলাম। যন্ত্রণা ভুলিবার তেমন ঔষধ, সংসারসহ মিশিয়া পড়িবার তেমন মায়াজাল আগে জানি নাই। আমার হৃদয়ে যে নূতনবিধ স্নেহ মমতা প্রবেশ করিবে পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আর তাঁহার সেই প্রণয়প্রবণ হৃদয় বিস্তৃত সরোবর হইলেও যেন মনের সে স্নেহরস ধারণ করিতে পারিল না, একবারে উথলিয়া পড়িল, চারিদিক প্লাবিত করিল, সেই স্রোতে আমরাও ভাসিতে লাগিলাম, পায়ের নীচে যে অবলম্বন ছিল তাহা হইতে উভয়েই ভাসিয়া উঠিলাম, আপনার সুখ দুঃখ বুঝিবার স্বাধীনতাটুকু যেন কোথায় চলিয়া গেল।

মানবজীবন বড় অদ্ভুত; ইচ্ছা করিলে তাহা তুমি সুখের নন্দনকানন অথবা অনন্ত সুধাপ্রস্রবণ জ্ঞান করিতে পার; আবার তোমারই কল্পনায় সেই জীবন ভীষণ নরকাগ্নি অপেক্ষাও ভয়ানক বোধ হইতে পারে। নাথ আমার সুখের সাগরে আর এক ভাবনার তরঙ্গ তুলিয়া লইলেন; আমার অমঙ্গল আশঙ্কা হ্রাস হইল বটে, কিন্তু তনয়ের বা কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে এই ভয়ে আকুল রহিলেন। প্রসূতির আশা যেমন দিন দিন বৃদ্ধিপায়, বিদ্যার্থীর বিদ্যা যেমন ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত হইতে থাকে, বালক তেমনই দিন দিন তিল তিল করিয়া বড় হইতে লাগিল। শিশুর মুখে সুধাময় হাসি,—মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, নিমীলিতনয়নে ঘুমাইয়া, আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া হাসি,—কেমন সুখকর! তাহার উপমেয় সংসারে কোথায়?

ভ্রান্তকবি এবং স্থূলদর্শীলোকে বলে সন্তান হইলে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা কমিয়া যায়। তাহারা বলে, প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে সৃষ্টিরক্ষার স্ত্রীপুরুষ মিলিত হয়, সন্তান উৎপাদন হইলে সে উদ্দেশ্য সফল হইল, প্রকৃতি তখন দম্পতীর পূর্ব্ববৎবাসনা, আগ্রহ, ভালবাসা কিছুই রাখেন না। পশুপক্ষীর যেমন সন্তান উৎপাদন হইলে যতদিন সন্তান আপনি বিচরণ করিতে না পারে ততদিন সাহায্য, তদনন্তর সম্বন্ধ নাই, সন্তানোৎপাদন সাধন হইলে

দম্পতীর ও তদ্রূপ ; এবং এই জন্যই কেবল শিশু সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহ, অধিক যত্ন। প্রকৃতি প্রয়োজনের ধাত্রী ; নির্ভর করিয়া থাকা স্ত্রীলোকের স্বতঃসিদ্ধ প্রকৃতি ; স্ত্রীলোক নিতান্ত স্বার্থপর ; তাহারা যখন দেখে পুত্রে লালনপালন করিবে, আর দাসীর ন্যায় স্বামীর মুখা-প্রেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবেনা, তখন তাহারা স্বামীর প্রতি তাদৃশ আদর দেখাইবে কেন ? আপনা হইতে ভালবাসা কমিয়া যায়।

যাহারা ললনাগণকে এরূপ পাশব প্রকৃতি, ঘৃণিত স্বভাবে চিত্রিত করে তাহারা অতি নির্দ্দয়। পুত্রশোক শেলেরন্যায় হৃদয়ে চিরদিন বিদ্ধ থাকে, সে দাগ জীবনে অচিহ্ন হয় না, ভবিষ্যৎ আশা ভরসা শেষ হওয়াতে জননীর জীবন বড় শোচনীয় হয় যথার্থ বটে। কিন্তু স্বামীর অভাবে ললনা যেমন জীবনে বনবাসিনী হয়, জীবিতাবস্থায় লোকালয়ে মহাশ্মশান, কুসুমকাননে মরুভূমি নিরীক্ষণ করে, চিরান্ধকারের বিভীষিকা, অনন্তের শূন্যভাব তাহার হৃদয় যেমন দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া উঠায়, শতপুত্র শোকেও তাহা করে না। প্রণ-য়ের সমাধিস্থলে নূতন জীবন কে সৃজন করিবে? হতাশের প্রতপ্তলৌহশলাকা কেইবা কুসুমমাল্য করিয়া দিবে? যাহারা ভ্রান্তি প্রযুক্ত প্রণয়ফল সন্তান লাভে প্রণয় হ্রাস হওয়া কল্পনা করে, আমার মতে তাহাদের মত নির্ব্বোধ আর নাই।

তুমি যাহাকে ভালবাস, যদি সে তোমাকে ভাল বাসিবে এরূপ তোমার মনেও না থাকে, তথাপি (ভালবাসা একাকী থাকিতে পারে না) দেখিতে পাইবে, শত যোজন দূর হইতে একজনকে ভালবাস, তাহার মন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবেই হইবে, নিবারণ করা কাহারও সাধ্য হইবে না। হৃদয় শত দৃষ্টান্ত দেখাইবে, ইতিহাস সহস্র উদাহরণ প্রদর্শন করিবে, জীবের জন্য ভালবাসা, ভালবাসার জন্য জীবন। আপন প্রণয়িনী পুত্রোৎসঙ্গা,—বাসর-শয্যায় কৌমুদীপ্রপাত,—বড় সুখকর, বড়সুন্দর। পুত্র ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছি, সে সহাস্যআস্যে, অস্পষ্ট আধ আধ কথায় যে সুখ, স্বামী নিকটে আসিয়া অংশী না হইলে সে সুখে সুখ কি ? সন্তানের যশোলাভে যে হৃদয়ের উল্লাস, উপার্জ্জনে যে আনন্দ, উৎসাহ, স্বামী তাহা না দেখিলে সে সুখের পূর্ণতা কিরূপে সম্ভবে ? যাঁহার অনুগ্রহে সেই অমূল্যরত্ন লাভহয়, তাঁহার

প্রতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সম্মান সমাদর প্রদর্শন, পরিণতবয়সে, পরিণতভালবাসায়, স্থায়ীরূপ হৃদয়ের প্রণোদনে অর্চ্চনা করণের নাম যদি প্রণয়ের হ্রাস হওয়া বল, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু মনোবিজ্ঞান, হৃদয়বিজ্ঞান, অভিজ্ঞতা কিছুতেই তোমার সে মতে মত দিবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক বুদ্ধিমান পুরুষেরও দৃঢ় বিশ্বাস, সন্তানের প্রতি স্নেহাধিক্যে স্বামীর প্রতি ভালবাসা হ্রাস হয়। কেন এরূপ বিশ্বাস হয় বুঝিতে পারি না। হয় ত রূপজ আকর্ষণ তাঁহাদের মতে দাম্পত্য প্রণয়; হয় ত ঐ সকল পুরুষ আত্মসুখপ্রিয়; না হয় স্ত্রীলোকই প্রণয়ান্ধ; আমি কিছুই অবধারণ করিতে পারি না। প্রাণেশ যে পুত্র লাভে এত সুখী হইয়াছিলেন, তিনি ত বুদ্ধিমান্, শিশুরপ্রতি অধিক স্নেহ দেখাইতে, আমি সেই মাতৃস্নেহে দ্রবীভূত, তন্ময় থাকিতে, তাঁহার মুখ ক্বচিৎ কোন সময় যেন একটুকু মলিন দেখাইত, অন্য দিকে এক একবার তাকাইয়া কি যেন চিন্তা করিতেন। আমার ভ্রম কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু আমার মনে হইত, তাঁহার পরিচর্য্যায় পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ অবিভক্ত মনঃসংযোগ করিতে পারিনা বলিয়া বুঝি তিনি কিঞ্চিৎ অসুখ মনে করেন, তিনি বুঝি ভ্রমে পতিত হইয়া অনুরাগের অল্পতা কল্পনা করেন। হায়! জ্ঞানী পুরুষের এইরূপ দুর্ব্বলতা,—গম্ভীর সমুদ্রে বালুকাময় ক্ষুদ্র দ্বীপ!

সমৃদ্ধিশালিনী নগরী একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। ইষ্টকের পর ইষ্টক, প্রস্তরের পর প্রস্তর সংযোজিত হইলে এক একটি প্রাসাদ গঠিত হয়; এইরূপ সহস্র সহস্র হর্ম্মে্য এক একটি নগরী প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরিশেষে কালের পরিবর্ত্তনে সে সমস্ত ধূলিসাৎ হইলেও নগরীর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিরাজ করে। সময় যতই অতীত হয়, যশঃসৌরভ, কীর্ত্তিগৌরব ততই বৃদ্ধি পায়। হৃদয়রাজ্যে প্রণয়নগরের অবস্থান ঠিক তদ্রূপ, আমার ইহাতে আর সংশয় বোধ হয় না। দাম্পত্যপ্রণয়ের ভিত্তি স্থাপন বিবাহের প্রস্তাব হইতে আরম্ভ, জীবনান্তে গঠন সমান। কালের কঠোর শাসনে প্রণয়ীযুগলের যখন বিচ্ছেদ ঘটে, প্রণয়ের আধার হৃদয়টি যখন সেই নগরবৎ মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়, তখনও এই সীমাবদ্ধ স্থানের অপর পার্শ্ববর্ত্তী নিত্য রাজ্যে আত্মায় আত্মায় প্রণয়-সুখ সম্ভোগ করে।

অস্থির মজ্জা বল, প্রাণের মজ্জা প্রণয়। শোকদুঃখোত্তাপে দগ্ধ বিদগ্ধ জীবনে প্রণয়-তরুর ছায়া একমাত্র বিশ্রামস্থান। প্রণয়বিহীন জীবন, জীবন নহে। সে, নরকাগ্নির আলোকবিহীন প্রদাহ অথবা বিদ্যুদ্বিবর্জ্জিত বজ্রের কঠিন প্রহার। যদি প্রণয়াভাবে সংসারে অবস্থান করিতে চাও, তবে টাইমন্ (১) অথবা বাইরণের (২) ন্যায় ভগ্নহৃদয়ে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে; তুমি সকলকে এবং সকলে তোমাকে ঘৃণা করিবে।

আমার ঘটে বুদ্ধি নাই, মনে স্থিরতা নাই। আমি এই জন্ম-অভাগিনী যে কয়দিন স্বপ্নের হাসির ন্যায় ক্ষণিকসুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম, কোথায় তাহার রোমন্থনাস্বাদনে বসিয়াছি, আর কোথায় সে সব ভুলিয়া গিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি! আমার সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, আর সংসারে প্রয়োজন নাই। সংসারের সুখ-সম্পদ-সমষ্টি চলিয়া গিয়াছে, আর আমার সংসারে প্রয়োজন? এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, আমার হৃদয়-ব্রহ্ম পর-ব্রহ্মে লীন, এক্ষণে অণুমাত্র রহিয়াছে। হায়! এ অণ্ডাকার শূন্যে অবস্থানে, শূন্য হৃদয়ে শূন্য রাজ্যে, শূন্য গৃহে বসতি করার আবশ্যক? সমস্তই শূন্যময়। আত্ম পর নাই, সুখ দুঃখ নাই, আমোদ প্রমোদ নাই। আমি এখন সকল ভুলিয়াছি, তবে সকলের বিষয় আলাপ করি কেন? পাগলিনীর মত বকিয়া মরি কেন?

যেরূপ ঘটনায় মানুষের মন এক একদিন ক্ষেপিয়া উঠে, বিবেচনা

---

(১) ইনি গ্রীশের রাজধানী এথেন্স নগরে বসতি করিতেন। প্রথম বয়সে বড় সদাশয় ছিলেন, উপর্য্যুপরি দুঃখ দুর্দ্দশায় পরিশেষে লোকালয় ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করিতেন এবং মনুষ্যগণের অকৃতজ্ঞতায় এমনই ব্যথিত-হৃদয় হইয়াছিলেন যে, মনুষ্যের নাম শুনিতেই ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। টাইমন্ নাম বলিলেই এক্ষণে মনুষ্য-বিদ্বেষক বুঝায়।

(২) ইংলণ্ডের প্রধান কবি লর্ড বাইরণ। বাইরণ জীবনের প্রথম সময়ে অতিশয় সুখী ছিলেন। কুলীন, সুশিক্ষিত, সুন্দরশরীর, প্রিয়ভাষী, সুকবি লর্ড বাইরণ জীবনের শেষ ভাগে প্রণয়ে বঞ্চিত হইয়া, অশেষবিধ কষ্ট পাইয়াছিলেন। তিনি যাহাকে হৃদয়ের সহিত পূজা করিতেন, সে তাঁহার নামও শুনিতে পারিত না। কবি ভগ্নহৃদয়ে অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করেন। তিনিও মৃত্যুর পূর্ব্বে টাইমনের ন্যায় নরঘৃণী হইয়াছিলেন।

করিবার পূর্ব্বেই ক্রোধে অধীর হইয়া কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে, অথবা কোন কার্য্যকারণ ব্যতীত ও কিছুই ভাল লাগে না, আপনা হইতে মন উচাটন হইয়া উঠে; একদিন নাথ আমার সেইরূপ চিন্তা-দগ্ধ হৃদয়ে শয়ান ছিলেন। দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন কাহার ও সাহস নাই যে নিকটে যায়; শিশু সন্তানটির ও সাহস নাই যে তাঁহাকে আহ্বান করে। তেজস্বী ব্যক্তি, বাহ্য ব্যবহারে উগ্র স্বভাব; কাহার সাধ্য তাঁহাকে ইচ্ছার বিপরীতে একদিকে লইয়া যায়? গবাক্ষপথে চাহিয়া দেখিলাম, আকৃতি স্থির, গম্ভীর, মুখ রক্তবর্ণ। তিনি সচেতন অবস্থায় অচেতন ছিলেন, সজ্ঞান অথচ বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলেন। আমি ধীরে ধীরে নিকটে গেলাম, পার্শ্বে বসিলাম, অতি মৃদুভাবে তাঁহার উষ্ণ কপালে, গণ্ডে, বক্ষে, বাহুতে হস্ত স্পর্শ করিলাম। ধীরে ধীরে ব্যজন করিলাম। পা দুখানি আমার বক্ষস্থলে রাখিলাম, শীতল হইল। সকল শরীর হইতে বেদনা অপনীত হইতে লাগিল। আমি তাঁহার বক্ষস্থল দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া আমার মস্তক তদুপরি রাখিলাম, চেতনা রহিলনা। কতক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করিলাম মনে নাই, অনেকক্ষণ পর উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম বেলা অধিক হইয়াছে, প্রাণেশকে উঠাইয়া বসাইলাম। তিনি বসিলেন, শরীরে মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিলাম; স্বহস্তে জল আনিয়া স্নান করাইয়া দিলাম। স্বহস্তে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আহার করাইলাম। এপর্য্যন্ত কেহ নিকটে ছিল না, আমি একাকিনী ছিলাম, এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহিলাম না, শুনিলাম না। অথচ সেই নীরবাভিনয়, হাম্‌লেটের (১) প্রেতাত্মার নিঃশব্দ বিচরণের ন্যায় ভীষণ নহে, তাহা রোমিও এবং জুলিয়েটের (২) নিশীথ সময় উচ্চতম গবাক্ষ হইতে নিঃশব্দে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টির ন্যায় প্রীতিপূর্ণ। নাথ যখন কথা কহিলেন, তখনও অধিক কহিলেন না। কিন্তু সেই দিন অবধি তিনি আমাকে "শান্তিদেবী" "বনদেবী" প্রভৃতি নামে সম্মানিত করিতেন। সেই দিনের সেই আচরণে

---

(১) সেক্‌পিয়ার প্রণীত অত্যুৎকৃষ্ট নাটক হামলেটে রাজপুত্র হাম্‌লেটের পিতার প্রেতাত্মার রঙ্গভূমিতে আবির্ভাব ও নিরব বিচরণবড় ভয়াবহ বোধ হয়।

(২) সেক্‌পিয়ারের অন্য এক খানি উৎকৃষ্ট নাটকের নায়ক এবং নায়িকা।

তিনি যেরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, যেরূপ হৃদয় দেখাইয়াছেন তাহা স্মরণ হইতে শরীর যেন অবসন্ন হয়, অলস ভাবে নয়ন নিমীলিত করিয়া নিদ্রা নয়নে আবির্ভূত হইতে চায়। সংসার-সুখের সেই মাদকতা,সেই আত্মবিস্মরণ কি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ!

আমি চিররুগ্না ; কিন্তু রোগ এতদ্দুর্ব্বল যে, এত দীর্ঘকাল এই অবলার সহিত যুদ্ধ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না! বাসনা ছিল সর্ব্বাগ্রে এই সমুদ্র অতিক্রম করিব, তাহা পারিলাম না। পূর্ব্বেই নৌকারোহণ করিয়াছিলাম সত্য কিন্তু প্রতিকূলবায়ুতে তরণী ঘুরিয়াগেল ; যিনি কর্ণধার ছিলেন তিনি সাগরের তরঙ্গ দেখিয়া ভীত হইলেন, নৌকার পাশ্চাদ্দিক হইতে পারান্তর লম্ফ দিয়া পড়িলেন, বায়ুতে এবং তাঁহার সেই প্রযুক্ত বলে তরণী আবার এপার আসিয়া লাগিয়াছে! অপর পারে লইয়া যাইতে আর যাত্রিক নাই।

যখন অতিশয় কাতরা, প্রাণেশ আমাকে আমার পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিলেন। আমি শয্যায় শয়ান থাকিতাম, তিনি সতত আমার নিকটে বসিতেন ; আমি আরোগ্যলাভ করিলাম, তিনিও ক্রমে ক্রমে অন্তর থাকিতে অভ্যাস করিলেন। মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যদেব বৃক্ষটির মস্তকোপরি বসিয়া থাকেন, শান্ত প্রকৃতি ছায়াদেবী বৃক্ষটির পাদদেশে উপবেশন করেন ; ক্রমেই সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে সরিয়া যান, ছায়াও সূর্য্যের ভয়ে পূর্ব্বদিকে সরিতে থাকেন। নাথ আমার সেইরূপ ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি তখন বালিকা নই, বুঝিতে পারিলাম আমার রুগ্নশয্যাই ভাল, প্রাণেশ হইতে দূরে থাকিয়া নীরোগ থাকা অপেক্ষা নিকটে রোগযন্ত্রণাও সহনীয়। আমি আরোগ্যলাভ করিলাম, ননীরপুতলী অবোধিনী বালিকাটিকে কালের ক্রোড়ে তুলিয়া দিলাম, আমার পরিবর্ত্তে প্রাণেশ রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। তিনি স্বাধীন, আমার রুগ্নাবস্থায় সর্ব্বদা নিকটে আসিতে পারিতেন, কোন সময় আমার কি অবস্থা ঘটে তাহাও বুঝিতে পারিতেন ; অভাগিনী কুলবধূ, সে আর তাঁহার কাতরাবস্থায় নিকটে থাকিয়া দেখিতেও পারিল না! স্বামীরসেবা শুশ্রূষা করা সামান্য কপালের কথা নহে, আমার পক্ষে সেটি সম্পূর্ণ দুরাশা, পরিচর্য্যা থাকুক, আমি তাঁহার মুখখানি সর্ব্বদা দেখিতেও

পাইলাম না। পুরুষের নিকট বোধহয় স্ত্রীর প্রণয় সামান্য, এজন্যই প্রাণেশ আমার আদর উপেক্ষা করিয়া কার্য্য কর্ম্মে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতে পারিতেন, হয়ত তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা রাখিবার যে উপযুক্ত আধারছিল, সেই পুরুষবন্ধুর প্রতিই তাঁহার ভালবাসা ন্যস্ত রাখিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার তেমন কষ্ট হয় নাই।

অনেকের মত এইযে দাম্পত্য প্রণয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং নিঃস্বার্থ আর এক প্রকার প্রণয় আছে। সে প্রণয় হঠাৎ, অকারণ, দেখিবামাত্র জন্মিয়া উঠে; ভবভূতি তাহাকে তারামৈত্রিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কবিকুলরবির উজ্জ্বল জ্ঞান-কিরণ সেইপ্রণয় দাম্পত্য-প্রণয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। (১)

প্রাণেশ আমার তেমনই একজন সুহৃদের প্রণয়ে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই স্নিগ্ধ, হৃদয় স্নেহময়, কর্ম্মকুশল বিধাতা কেবল স্নেহের উপাদানেই তাঁহাকে গঠিয়াছিলেন। নাথের প্রকৃতি স্বভাবতঃ কিছু উগ্রছিল, সেই উগ্রতার আমাকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ মার্দ্দব সাধন হইতনা বলিয়াই বুঝি বিধাতা সেই বরফের সহিত কমলালেবু মিশাইয়া ছিলেন। ক্রমে তাঁহার প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া সেই ভ্রাতৃসম্বন্ধ সহোদরবৎ নিকট করিল; উভয়ে উভয়ের নিকট স্বভাব গঠনে ঋণী রহিলেন; একবৃন্তে প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধ পুষ্প দুইটিরন্যায় উভয়ে উভয়ের সৌরভে মোহিত হইয়া সরল শ্বেতবর্ণ অকপটহৃদয় উভয়ে উভয়ের নিকট খুলিয়া দিলেন।

কিন্তু হায়! কাল নিতান্ত নির্দ্দয়, বড়ই কঠিন হৃদয়। কীটরূপে অল্পদিন মধ্যে একটি পুষ্পের বৃন্তছিন্ন করিল, অপরটি তৎক্ষণাৎ ছিন্ন না হইলেও অতি অল্পসময়মধ্যে টলিয়া পড়িল! হৃদয়-সখার বিয়োগ-দুঃখ প্রাণকান্ত সহ্য করিতে পারিলেন না, আমি অভাগিনী, আমার আকর্ষিণীশক্তি অনেক অল্প, তাই আমি তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না, আমার অয়স্কান্তমণি গুরুতর

---

(১) দয়িতা স্বনবস্থিতং নৃণাং
নখলু প্রেমচলং সুহৃজ্জনে।
কালিদাস, কুমার সম্ভব।

আকর্ষণে সেইদিকে গড়িয়া পড়িল! হায় হায়! আর আমি তাঁহার প্রণয়-রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও অভাগিনী জোসেফাইনের ন্যায় প্রত্যাখ্যাতা (১) অবমানিতা পদদলিতা এবং নিরাশ্রয়া।

এই বুঝি আমার কুসুম শয্যা! আমি প্রাণেশের কুসুমকানন সদৃশ পরিবার শ্মশানময় করিলাম, কলানিধির কলেবরে মসি ঢালিয়াদিয়া তাহার বিমলকৌমুদী কালিমামণ্ডিত করিলাম, আরও আমি ভয়ঙ্করে মনোহর রচনা করিব আশা করি? ধিক্ আমার অহঙ্কার! ধিক্ আমার বাসনা! কর্ম্মফল অদৃষ্ট, তাহাই লোকে অদৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যাকরে। আমার দৃষ্টির অগোচরে কোন্ কর্ম্মের কোন্‌ফল আমার স্কন্ধে আরোহণ করিল তাহাতেই আমি অহর্নিশ জ্বালাতন হইতেছি! কোথায় আমি মায়াকানন রচনা করিব, সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা ভুলিয়া বনদেবীর ন্যায় যতদিন বাঁচি, তাহার মধ্যে বিচরণ করিব, আর কোথায় অনন্ত সমাধিস্থল খনন পূর্ব্বক বিকৃত, কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট মৃত-দেহ সকল স্মৃতিসমক্ষে উঠাইয়া লইলাম! তাহার প্রত্যেকটি, উঃ কেমন ভয়ঙ্কর, মূর্ত্তিমান ভয়,——নির্ব্বাক নির্ম্মম, কঠোর, নয়নবেদন! আমার চেষ্টা বৃথা; কোন অমানুষিক শক্তিতে আমার হস্তপদ বদ্ধ, যাহা বাসনা করি তাহা সম্পাদন হয় না। মন অবসন্ন, সুতরাং যাহা সাধনে সাধ্য সামর্থ্য আছে, তাহাও বাসনা করিতে পারি না। আমার সকলই অলক্ষণ, অলক্ষ্মী আমার

---

(১) অদ্বিতীয় বীর মহান্ নেপোলিয়নের সহধর্ম্মিনী। নেপোলিয়ন্ ফ্রান্সের সম্রাট হইয়া রাজনৈতিক সুবিধা এবং কুলগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারী রূপবতী মেরিয়া লুইসাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলেন। জোসেফাইন্ অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং রূপবতী ছিলেন; তিনি তাঁহার দেবোপম স্বামীকে যারপর নাই ভাল বাসিতেন। ১৮০৯ খৃঃ ১৫ই ডিসেম্বর, তাঁহাকে বর্জ্জন করা হইবে, এবং তিনি যে সম্রাট পত্নী একথা ভুলিয়া গিয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্নস্থানে বসতি করেন এই শোচনীয় আজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইল। জোসেফাইন্ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে জ্ঞান লাভ করিয়া সেই অপরিহার্য্য অদৃষ্ট শাসনে সম্মতি দিলেন ১৮১০ খৃঃ ২রা এপ্রিল নেপোলিয়ন্ মেরিয়া লুইসার পাণি গ্রহণ করিলেন। তদবধি জোসেফাইন্ ভূলোকেন্দ্র নেপোলিনের শচীত্ব হারাইয়া অনাথিনী হইলেন।

ছায়ার ছায়ায় লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, তাহার অভিপ্রায়-বিপরীত একটি কার্য্যও করিতে পারি না। যে তুলিকা হস্তে লইয়া বর্ণ ফলাইতে আরম্ভ করি, হরিৎ, লোহিত প্রভৃতি শোণিতে, পীত শ্বেতাদি কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়,—যে চিত্রই কল্পনাকরি তাহা অতি বিষাদপূর্ণ ও ভীষণ হইয়া উঠে। দিবাকরের আকৃতি অঙ্কিত করিতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়া আবরণ করে, প্রদীপটি আঁকিতেও পতঙ্গে নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে! হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে সপ্তস্তর তাম্রবেষ্টন রহিয়াছে, অভ্যন্তরে ছাই, ভস্ম, বারুদ;—কোনরূপে একটি স্ফুলিঙ্গ-পতন হইলে একবারে জ্বলিয়া উঠে। অভ্যন্তরে অগ্নিময় তরলপদার্থ, অশ্রুরূপ জল এক-বিন্দু পতিত হইবার কারণ হইলেই সমস্ত এককালে ফাটিয়া বাহির হয়। তখন ভূমিকম্প, অগ্ন্যুদ্গম, প্রাণনাশ, সর্ব্বনাশ। পম্পে, হারকিউলিনমেরন্যায় (১) কত শত হৃদয়-নগরী যে চিরকালের জন্য এইরূপ ঘটনায় ভূমিসাৎ হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই!

আমি দম্পতীর সুখ-শয্যা আকিঁতে ছিলাম। শয়ন-কক্ষে যখন প্রদীপ জ্বলিতে থাকে, প্রণয়ীযুগল পরস্পর পরস্পরের মুখসন্দর্শনে প্রকৃতির অনন্ত গ্রন্থ সেই ললাটনয়নে, গণ্ডস্থলে, ভ্রূযুগলে, দন্তে, অধরে, চিবুকে উন্মুক্ত দেখিতে পায়; সে অধ্যয়ন যে কত সুখকর, অভাগিনী তাহা চিত্রিত করিতে পারিবেনা; করে কর স্থাপন; অর্দ্ধ আলোক অর্দ্ধ অন্ধকারে অতৃপ্ত পিপাসার ক্লেশের সুখ, সুখের ক্লেশ; আবার অভিমান, বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী, নিঃশব্দ অবস্থান, উন্মুক্ত কেশ; রক্তিম বদন, রক্তিম নয়ন, কুঞ্চিত ললাট, স্ফীত অধর, আন্দোলিত বক্ষস্থল; অথবা হাসিমাখা নয়ন, জ্যোতির্ম্ময় দশন, প্রফুল্ল বদন, সস্নেহ সতৃষ্ণ দৃষ্টি; এ সমস্তই এক এক সময়ে এক এক অভিনব জগৎ নয়ন-সমক্ষে উপস্থিত করে; কিন্তু বিষাদময়ী অভাগিনী-লেখনী

(১) এই দুইটি নগরী ইটালীর অন্তর্গত প্রাচীন নেপল্‌স্ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। বিসুবিয়স্ নামক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে এই দুইটি নগরী একবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল।

সম্প্রতি পম্পে এবং হারকিউলিনম্ মৃত্তিকার নিম্ন ভাগ হইতে খনন করিয়া উঠান হইয়াছে।

সে সমস্ত বর্ণন করিতে পারিবে না। প্রণয় বিশ্বে এক এক অবস্থায় শত গ্রহের কক্ষচ্যুতি, শত নক্ষত্রের আকাশ ভ্রমণ বিরাজ করে। প্রণয়ভারতে ভারত সমুদ্রের বিস্তার, হিমাচলের উচ্চতা, ভাগীরথীর পবিত্রতা, নর্ম্মদা তটের প্রসন্নতা বঙ্গের উর্ব্বরতা, দক্ষিণের মলয়ানিল এ সমস্তই দেখা যায়, অনুভূত হয়। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য সকলে দেখে না; কবি, বাতুল এবং প্রেমিক ব্যতীত অন্যে তাহা দেখিতে পায় না।

কোন জগদ্বিখ্যাত কবি, (১) কবি, বাতুল এবং প্রেমিককে এক শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছেন। এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ-মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি থাকে; আমি প্রেমমুগ্ধা, প্রেমোন্মাদিনী, সুতরাং কবির সহিত আমার সহানুভূতি। পাশ্চাত্য কবিগণ প্রণয়কে অন্ধ করিয়াছেন, এদেশীয় কবিগণ তাহার দিব্য চক্ষু দেখিয়াছেন। এই দুই মতের মধ্যে কোনটি সত্য তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখিব।

প্রণয় পাত্রাপাত্র, সুন্দর কুৎসিত কিছুই ভেদ জ্ঞান করে না, দোষ গুণ একবার নয়ন মেলিয়া দেখিতে পারে না, প্রণয় অন্ধ। অন্ধের যষ্ঠি, প্রণয়ের প্রণয় পাত্র। অন্ধ তুলনা জানে না, প্রণয়েও তুলনা নাই; সুতরাং প্রণয় দুই চক্ষু হীন। আবার, যে সৌন্দর্য্য সাধারণ-চক্ষুর বিষয় নয়, প্রণয়ের দিব্যচক্ষে তাহা দেখা যায়, যে গুণ অন্যে দেখিতে পায় না, প্রণয়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা বিস্পষ্ট প্রতিভাত; অতএব প্রণয় চক্ষুষ্মান্। দুই কবি দুই পথে গিয়াছেন, কেহই প্রণয়দেব-সম্বন্ধে ঐক্য হইতে চেষ্টা করেন নাই। যে কবি প্রণয়কে একচক্ষু কল্পনা করেন, আমি তাঁহার মত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি। আমরা দুইটি চক্ষু দ্বারা দোষ গুণ বিচার করিয়া থাকি; প্রণয়নয়নে প্রণয়ীর দোষ দেখা যায় না, গুণ মাত্র দেখা যায়; দোষ-দর্শনে চক্ষুর অভাব সুতরাং প্রণয় একচক্ষু। একচক্ষু লোক স্বভাবতঃ অধিক চতুর, অধিক ধূর্ত্ত, অধিক কার্য্য কুশল; এই বিশ্বরাজ্যে তাহাদের কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। সে হানিবল অথবা রণজীৎ সিংহেরন্যায় (২) অনায়াসে অধিকার

(১) সেক্ষপিয়ার।

(২) কার্থেজের প্রধান সেনাপতি রোমবিজেতা হানিবল এবং পঞ্জাবাধীশ্বর রণজীৎসিংহ, উভয়েই একচক্ষু ছিলেন।

বিস্তার করিয়া বসে। প্রণয়ের তুল্য চতুর নাই, ধূর্ত্তনাই; প্রণয়ের রাজ্য সমস্ত বিশ্বসংসার বিস্তৃত। উল্লিখিত বীরদ্বয়ের অধিকার তাহার সহস্রাংশ, লক্ষাংশ অথবা কোটি অংশের অংশও নহে। সুতরাং একচক্ষু ব্যক্তিগণের মধ্যেও প্রণয় সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। হায়! যাহার অধিক বুদ্ধি, সে কষ্ট দানের অধিক উপায় জানে। যাহার একচক্ষু নাই, সে কেবল আমার সুখই দেখিয়াছিল, বুঝিয়াছিল; কিন্তু যে দুর্ব্বিসহ দুর্নিবার দুঃখে আমার হৃদয় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে তাহা দেখিতে পায় না! আমার সুখ তাহার সহ্য হইল না, তাই তাহা বিনাশ করিল; উঠিতে, বসিতে, শয়নে, স্বপ্নে, সকল দিকে হাহাকার মিশাইয়া দিল!

প্রণয় এমনই পদার্থ যে কবি, বা বৈজ্ঞানিক কাহারও তাহা সম্যক্ বর্ণন করিবার, যথোপযুক্তরূপে বুঝাইয়া উঠিবার সাধ্য নাই। যে কবি স্বভাব বর্ণনে অদ্বিতীয় ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, যাহার লেখনীতে যোগাসনে উপবিষ্ট মহাদেব, পলায়মানমৃগ, পূর্ণযৌবনাপার্ব্বতী, ক্ষুদ্রতমপারাবত, নিভৃত লতামণ্ডপে সুঠামনয়নে ফুৎকার, অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বিশদরূপে চিত্রিত হইয়াছে; অথবা যিনি ডেস্‌ডিমোনা, ওফিলিয়া, মিরান্ডার শরীরও হৃদয়ের দৈবচিত্র, সীজরের মহত্ব, ব্রুটসের কৃতঘ্নতা, ম্যাক্‌বেথের নৃশংস-চরিত্র, লিয়ারভূপতির অবস্থা, ভিনীসীয় বণিকের কাহিনী, হৃদয়ের সকল প্রকার অবস্থার অভিনয় তেমন বিস্পষ্ট আঁকিয়া তুলিয়াছেন, তিনিও প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত করিতে সঙ্কুচিত ছিলেন। মাঘভারবির প্রশস্ত হৃদয়মুকুরে তাহা স্পষ্ট প্রতিফলিত হয় নাই, হোমরবাল্মিকীও দেখাইতে পারেন নাই। ভবভূতি তজ্জন্যই আঁকিতে না গিয়া দূর হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সেই 'সকলে জানে অথচ কেহই বুঝিতে পারে না' পদার্থ, সঙ্কেতে দেখাইয়াছেন,—

'তত্তস্ত কিমপি দ্রব্যং যোহহিযস্য প্রিয়োজনঃ'।

যে যাহার প্রিয় সে তাহার কি এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ!

প্রণয়-সুধা পান করিবার সময় সে সুধার সুধাত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না। যে খাদ্যে অরুচি নাই তাহাতে বৈচিত্র্যের আবশ্যক কি? কিন্তু যেমনই অভাব হইল তখনই মূল্য বুঝিতে পারিলা,

'ততস্য কিমপি দ্রব্যং যোঽহিযস্য প্রিয়োজনঃ'।

যাহার যাহা ইচ্ছা বলুন, যদি কেহ আমার মত জানিতে চাও, ত আমি দাম্পত্য প্রণয়কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিব। আর কোন প্রণয়ে এত সুখ, এত দুঃখ নাই। আর কোথাও তেমন হৃদয়, তেমন চিত্তের আবেগ, উৎসাহ কিছুই দেখি না।

লোকে বলে সন্দেহ প্রণয়ের শত্রু; অথচ আবার সন্দেহই প্রণয়কে সজীব রাখে। বিশ্বাস প্রণয়ের প্রাণ, কিন্তু তাহার ছায়ায় দুর্লক্ষ্য ভাবে অনাদর প্রবেশ করে। সন্দেহ নীচপ্রকৃতির, বিশ্বাস উচ্চপ্রকৃতির, একথাও সত্য; কিন্তু সন্দেহের একহস্তে আদর অন্য হস্তে ছুরিকা, আর বিশ্বাসের এক হস্তে অমৃত অন্য হস্তে তুষার। আমি বিস্মৃত, বা অনাদৃত হইলাম; আমা অপেক্ষা অন্যে অধিক ভাল বাসা লাভ করিল; আমার অখণ্ড্য রাজ্য বা কেহ আসিয়া বিভাগ করিয়া লইল, এ সকল আশঙ্কা কেবল প্রণয় বৃদ্ধির কারণ। স্থূল দৃষ্টিতে সন্দেহ প্রকৃতির বিকৃতি বলিয়া ধারণা হইতে পারে, কিন্তু কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, সন্দেহবিহীন প্রণয়সরোবর শুষ্কপ্রায়। সে জলে বেগ নাই, গভীরতা নাই, আবর্ত্ত নাই। সে জীবন জীবনবিহীন।

কেনা জানে দম্পতীর কলহ, প্রণয়বৃদ্ধির কারণ? কেনা জানে 'দম্পতী কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'? যদি তাহা স্বীকার কর, তাহা হইলে সন্দেহবিহীন প্রণয় নির্জ্জীব বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। আমি এই বস্তুটি বড় ভালবাসি; যদি ইহা ভাঙ্গিয়া যায়, নষ্ট হয়, বা কেহ লইয়া যায়, তবে বড় দুঃখের কারণ হইবে, অতএব সাবধানে রাখি; আমার বস্তু অন্যে লইয়া গেলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে, এ বিশ্বাস হৃদয়ে থাকিলে সন্দেহকে রিপু বল, যাহাবল, না পুষিয়া পারিবে না। বিশ্বাস এবং সন্দেহের আপন আপন ক্ষমতা প্রদর্শনে প্রতিযোগিতা হইতে প্রণয়ীর প্রতি আদর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, প্রণয়ও গাঢ় হয়। প্রণয়ের অবমাননার কোন কারণ হইলেই প্রলয়, ঘোর বিপদ, সর্ব্বনাশ, অভিমান,—অবমাননার গর্ভের প্রথম সন্তান,—উপস্থিত হয়। আপনার প্রতি অনাদর এ অভিমান নহে। এ অভিমান সম্পূর্ণ কৃত্রিম, সুতরাং সাময়িক, এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রণয়-বৃদ্ধির কারণ। যে স্থলে স্বামী

চিরদিন একভাবে জীবন যাপন করেন, ভ্রমেও একদিন কৃত্রিম ক্রোধ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন না, এক ভাবে সময় অতিবাহিত হয়; স্ত্রী মানিনী হইয়া দিনেকের জন্যও মুখশশী ঘোমটায় আবৃত করেন না, সংসারের প্রিয়তম বস্তুটি ক্ষণেকের তরেও লুকাইয়া রাখিয়া প্রাণকান্তের আদর, আগ্রহ, প্রণয়ের গভীরতা বুঝিয়া ললনা, সেস্থলে দাম্পত্যজীবন কি সম্পূর্ণ সুখকর? শিশির-সিক্ত গোলাপপুষ্প, মেঘমুক্ত চন্দ্রসূর্য্য, ভয়মুক্ত আশা, আর সন্দেহ মুক্ত প্রণয়, অধিকসুন্দর, অধিক হৃদয়গ্রাহী। সমুদ্রে প্রবলঝটিকা মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া তীর প্রাপ্তি কেমন সুখকর! তখন জীবন কত অধিক মূল্যবান্ বোধ হয়! আর ঐ যে শত সহস্র জাহাজ প্রতিদিন অনায়াসে স্থির সমুদ্রপথে আসিতেছে যাইতেছে, তাহার আরোহিগণ কি সে সুখ, সে অবস্থা বুঝিতে পারে? যেখানে প্রণয়কলহ নাই, সাময়িক অশান্তি নাই, অভিমানও নাই (প্রতিহিংসাপরায়ণ আশীবিষরূপ অভিমান আমার এস্থলে লক্ষ্য নহে,) সে স্থলে গাঢ় প্রণয়ও নাই। প্রণয়ের প্রথম সোপান মান এবং স্বার্থোৎসর্গ; কিন্তু আবার ঐ মান এবং স্বার্থই প্রণয়ের প্রাণ।

আমি যাহা আমার আমার বলিয়া অধিক আদর করি, অধিক মান্যকরি, অমূল্যাপেক্ষা অমূল্য জ্ঞানে হৃদয়ের হৃদয়ে ভরিয়া রাখি, সেখানে কি স্বার্থ সম্মান অধিক নয়? আমি যাহাকে ভালবাসি, সংসারে সর্ব্বপেক্ষা সুন্দর দেখি, সে আমার আমি তাহার; সে যদি, ভালবাসিবার ত কথাই নাই, দয়া করিয়াও অন্যেরপ্রতি দৃষ্টিপাত করে, আমার যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তখন আমার মনে হয় প্রণয়ী ব্যক্তির অন্ধ হওয়াই ভাল। কিন্তু অন্ধ হইলে সৌন্দর্য্যের অপচয় হয়, আমাকেও সুন্দর দেখিতে পাইবেন না, সে ও প্রধান ক্ষতি, আবার তাঁহারও অসুবিধা হয়, সুতরাং আমার সম্বন্ধে, আমার সমক্ষে তিনি চক্ষুষ্মান্ থাকিয়া সমস্ত সংসার সম্বন্ধে, সমস্ত সংসার-সমক্ষে তিনি অন্ধ হউন। আমি তাঁহাকে যেমন দেখি, যেমন ভাবি, অন্যে যেন তেমন সুন্দর না দেখে, তেমন গুণবান্ না ভাবে; তিনি আমাকে যেমন দেখেন, তাঁহার বাহ্যিক, আভ্যন্তরিক উভয় চক্ষু যেন আমার প্রতি অবিকল তদ্রূপ থাকিয়া আমি ব্যতীত জগৎ সম্বন্ধে সেই উজ্জ্বলদর্পণ যেন মসিমণ্ডিত রহে। অন্যে রূপ গুণের প্রশংসা না করিলে তেমন সুখ হয় না; আবার তাহাদের প্রশংসা

যেন প্রশংসাতে সীমাবদ্ধ থাকে, আমারন্যায় ভালবাসায় পরিণত হয় না। যখন সমবয়স্কগণকে আমার জয়লব্ধ ধন দেখাইব, তখন যেন সকলে তাহা আমার চক্ষে দেবোপম ও অনবদ্য দেখে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের লোভ সঞ্চার না হয়। তিনি যেন চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে জগৎ আমা-ময় দেখেন, মৎ-বহির্ভূত জগৎ যেন তাঁহার নিকট নীরস, কষ্টময়, প্রণয় বিহীন, রূপ-বিহীন, গুণবিহীন প্রতীয়মান হয়। আমি যেমন তাঁহাকে ঈশ্বরোপম জ্ঞানে পূজাকরি, হৃদয়ে দিবনিশি ধ্যান করি, তিনিও যেন সেইরূপ আমাকে প্রীতিকুসুমে পূজাকরেন। বল দেখি সংসারে এরূপ স্বার্থপরতা, এরূপ মান এবং তৎসঙ্গে এরূপ ঈর্ষা সন্দেহ কোথায় দেখিবে ?

আর না, অনেক হইয়াছে। মতি স্থির নাই। কোথায় পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিব, কোথায় পত্রে পত্রে বেড়াইতেছি। অহো ! এই মায়ামুগ্ধ সংসারে পাগলিনী আজ যে অমৃত পান করিতে বসিয়াছিল, তাহাতে যদি চলকে চলকে গরল না উঠিত ! যাহা করিতে বসিয়াছিল, তাহা যদি আশানুরূপ সম্পাদিত হইত ! যে চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে যদি মসী ঢালিয়া না পড়িত ! সমস্ত অন্ধকার ;—পাগলিনীর উক্তি বলিয়া নহে ;—মায়াময় মোহময় সংসারে অবস্থান বাতুলের বাতুলতা, উন্মত্তের প্রলাপ !!

প্রলাপ।

তুমি কি কখনও অন্ধকার রজনীর অনাবৃত বক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক মেঘ-মুক্ত-নিদাঘকাশের নক্ষত্রগণনায় প্রয়াস পাইয়াছ ? তরঙ্গায়িত মহার্ণবের উর্ম্মিমালা, বাতচক্রেঘূর্ণিতবালুকাকণা, কল্পনার কুসুমাবলী গণিতে চেষ্টা করিয়াছ ? যদি চেষ্টা করিয়া থাক, আজ আমার প্রলাপ পাঠকর,—অসংবদ্ধ, উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদবাক্য শ্রবণ কর। গণনায় প্রবৃত্ত হইবে, কিন্তু অন্ত পাইবে না, গণিত অগণিতে মিশিয়া যাইবে।

প্রলাপে স্ত্রীচরিত্র নাই, সুকোমল স্নেহময় কার্য্যকলাপ নাই; অথবা যে শক্তিতে ডেলালা এবং অম্ফালী বীরহৃদয়, ওলিম্পিয়া এবং আতোষা রাজাহৃদয়, জান্টিপী পণ্ডিতহৃদয় শাসন করিয়াছিলেন, প্রলাপে সেরূপ শক্তি নাই। (১) বিধবার প্রলাপ অলর্কদষ্ট ব্যক্তির মাদক সেবন।

জগৎ আত্মপ্রিয়, সুতরাং 'আমি' এতমিষ্ট; 'আমার' আরও মধুর। যাহা 'আমার' তাহা অনবদ্য, তাহার পরম সমাদর,—উলুতে নষ্ট না করে, পচিয়া দুর্গন্ধ না হয়, ঝড় বৃষ্টিতে অনিষ্ট না ঘটে তজ্জন্য আমার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। কিন্তু আমি ত আমার নই, একারণ আমার আদর নাই। যদি আদর থাকিত, তবে যত্ন-রক্ষিত আমার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তুটির মধ্যে,—অন্যে দেখিতে না পায়, কোন রূপ অনিষ্ট না ঘটে এরূপ স্থলে রাখিতে পারিতাম। হায়! পারি নাই বলিয়াই আমার অমূল্যনিধি সপ্তস্বর্গোপরি অবস্থিত,আর আমি এখানে ধূলি-ধূসরিতা।

এই ভবের বাজারে মৃত্যু বড় ধনবান্ বণিক; যেই ভাল বস্তুটি আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি সর্ব্বোচ্চ মূল্যে শূন্যে শূন্যে লইয়া যায়, আর আমার ন্যায় কদর্য্য বস্তু এখানে অনাদরে পড়িয়া থাকে। যাহা ভাল তাহার আদর আছে, সুগন্ধি কর্পূর, ফুলের সুবাস কতক্ষণ থাকে? বাতাসে লইয়া যায়,—অন্যে না দেখে এরূপ ভাবে, গোপনে চুরি করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু মন্দের আদর নাই। চন্দনতরু অরণ্যে কয়দিন থাকে? সুরস ফল কয়দিন সুপক্ক

---

(১) হিব্রু জাতির ফিলিষ্টিন্ সম্প্রদায় ভুক্ত বীরবর স্যাম্সন্ দৈবশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রণয়িনী ডেলালা তাঁহার দৈব বলের মূলীভূত কেশ ছিন্ন করিয়া দুর্ব্বল ও নিদ্রিতাবস্থায় স্যাম্সন্কে শত্রুহস্তে সমর্পণ করেন। স্যামসন্ সিংহ বধ করিতেন, কিন্তু ডেলালার নিকট মেষশাবকবৎ নিরীহ ছিলেন।

অম্ফালী গ্রীক বীর-চূড়ামণি হার্কিয়ুলসের প্রণয়িনী। হার্কিয়ুলসের সকল বীরত্ব অম্ফালীর নিকট সংযতছিল, সে পাদুকা দ্বারা প্রতিদিন হার্কিয়ুলস্কে শাসন করিত।

ওলিম্পিয়া মাসিডনাধিপতি ফিলিপের পত্নী; আতোষা পারস-সম্রাট ডেরায়সের স্ত্রী, জান্টিপী গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের সহধর্ম্মিণী। ইঁহারা নিতান্ত কোপন স্বভাব ছিলেন, আপন আপন স্বামীকে সর্ব্বদা বিরক্ত রাখিতেন।

হইয়া বৃক্ষশাখা সুশোভিত রাখে? আর আমারন্যায় আশ্রয়হীনা কণ্টক-লতা কেইবা যত্ন করিয়া উঠাইয়া লয়,—যাহাতে ফুল নাই, ফল নাই, তিক্ত ঔষধের কার্য্যও যাহাতে সংসাধন করে না, এরূপ লতা আহরণ করিতে কোন নির্ব্বোধ, ব্যাঘ্র-ভল্লুক নিবাস মহারণ্যে প্রবেশ করে?

মৃত্যু ধনবান্ কিন্তু বণিক; তাহার মহত্ত্ব নাই; সে নিতে জানে দিতে জানেনা। মৃত্যু বড় কৃপণ। যদি কৃপণ না হইত তাহাহইলে অন্ততঃ কচি কচি শিশুগুলি বিতরণ করিয়া যাইত, এতদূর বহিয়া লইত না। তাহার দিতে শক্তি আছে, অথচ দেয় না?

হায়! আমার সেই অমৃতলতা এখন কোথায়? কৃতান্তের উদ্যানের কোন্ প্রান্তে রোপিত? লতায় লতা জড়াইয়া, ভগিনী তনয়া মাতৃস্বসার সহিত মিলিত হইয়া, সতেজ থাকিতে, মুকুল না হইতে, সংসার-রৌদ্রে একটি পাতা না শুকাইতে, স্থানান্তর করিলে না টলে এমন সময়ে, এমন অবস্থায় সমূলে উৎপাটন করিয়া কে কবে লইয়া গেল? যদি আমি আজ "পুত্র-শোকাতুরা দুঃখিনী মাতার" ন্যায় (১) পুনরায় এখানে আনিতে পারিতাম! আমার সাধ্যশক্তি যে পর্য্যন্ত ছিল অনুসন্ধান করিলাম, গ্রামে গ্রামে, অরণ্যমধ্যে, নদীতীরে, খুঁজিলাম পাইলাম না, যিনি তল্লাস করিলেন পাইলেন না। অপত্যস্নেহের অদম্য বলে চালিত হইয়া কত স্থানেই গেলাম, পাইলাম না, শান্তিলাভ হইলনা, মনের তরঙ্গ থামিল না!

---

(১) এই নামের এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে, জননী পুত্রশোকে অধীরা হইয়া কৃতান্ত ভবনে উপস্থিত হন। যমরাজ তাঁহার শোকোক্তি এবং অনুনয় বিনয়ে-দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আদেশ করেন যে, তাঁহার উদ্যানে যে সমস্ত বৃক্ষ আছে, দুঃখিনী মাতার পুত্র তাহারই মধ্যে একটি বৃক্ষ হইয়া আছে; অন্ধ মাতা যদি তাহাকে স্থির করিতে পারেন তাহা হইলে সেই বৃক্ষটিতে হস্ত প্রদান মাত্র বৃক্ষটি মনুষ্য-কলেবর ধারণ করিবে। অন্ধ কৃতকার্য্য হইলেন, ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে মাতার সহিত সংসারে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দিলেন।

নোর্স গল্প, ইংরাজী উপকথা এবং অন্যান্য দেশেও এইরূপ গল্প প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়।

আর তাহার জনক, তিনি ত তলাসে বাহির হইলেন, আমাকে আশ্বাস দিয়া রাখিয়া গেলেন শীঘ্রই লইয়া আসিবেন, তিনিও ত আসিলেন না। যে যায় সে বুঝি আর ফিরিয়া আসে না; সংসারের গতিই এই! আমিও বিধাতার প্রলাপে পড়িয়া তলাসে বাহির হইলাম, কিন্তু দেখিতেছি, ইন্দ্রজাল-জড়িত হইয়া সেই প্রাচীর মধ্যেই ঘুরিতেছি!

আমার ননীর পুতলীটি দৃষ্টিপথের অতীত হইল, সুকোমল সুন্দর শরীর অশরীর হইয়া অনন্তের অচিহ্ন অঙ্গে মিশিয়া গেল। দেখিলাম, বুঝিলাম, শোকে অভিভূত হইলাম। তাহার ব্যবহারের বস্তু নিকটে থাকিলে তাহাকে না দেখিয়া দুঃখ হইবে ভয়ে সে সমস্ত সকলকে বিতরণ করিলাম। তখন বুঝিলাম না যে, যেখানে ঐ সকল বস্তু থাকিত, সে স্থান খালি দেখিলে তাহাতেও শোক উথলিবে। সন্তানের শোক বড় গুরুতর,না ভুলিলে সংসারে থাকা যায় না, ভুলিবার চেষ্টায় বাহির হইলাম। নৌকায় উঠিলাম; সুখ-সামগ্রীর অভাব নাই, পূর্ণ বর্ষায় নৌকায় নানা স্থানে পরিভ্রমণ, শোকাপনোদনে প্রাণেশের প্রাণপণ চেষ্টা, আমি শোক ভুলিব। শোক ভুলিতে আমি শোক-বিস্মরণ-নাটকাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। মাতৃ-হৃদয় সন্তানের জীবনের দৈনিক-বিবরণ-লিপি, সঙ্গীয় স্মরণ-পুস্তক, শোক ভুলিবকি? অরণ্যে পাখীটি শব্দ করিল, নদী-তীরে বালিকাটি হাসিল, কাঁদিল, খেলা করিল, আপন মা কে মা বলিয়া ডাকিল, রৌদ্র হইল, বৃষ্টি পড়িল, নৌকা চলিল, স্থির রহিল, সুন্দর ফুলটি, ভালফলটি, যাহা কিছু সমক্ষে উপস্থিত হইল অমনি হৃদয় আপনা হইতে হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শোক ভুলিব কি? যতই আনন্দে যোগ দিতে চাই, যতই মনে না করিতে চেষ্টা করি, ততই সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই মধুর মাতৃ-সম্বোধন, আধ আধ কথা, বেগে হৃদয়ে প্রবেশ করে, হৃদয়ে বেগ ধরে না, ভাসাইয়া লইয়া যায়, ধারা নয়নের কবাট খুলিয়া বহিতে থাকে। যে শোক নিবারণের জন্য সুখ-বাহুল্য করে, তাহারন্যায় অল্পবুদ্ধি সংসারে অতি অল্প আছে।

ভালবাসা অদৃশ্য জলৌকা, হৃদয়-শোণিত শোষণ করিতে হৃদয়ে অবস্থান করে; এমনই দৃঢ় লাগিয়া থাকে যে, বিদূরিত করিতে পারিবে না। যদি কাল হস্তে অপনীত হয়, তাহা হইলে হৃদয়ের দুই স্থান হইতে শোণিতস্রোত

বেগে বহিতে থাকে, শীঘ্রই অবসন্ন করিয়া ফেলে। বিশেষ এই, জলৌকার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তখন আপনা হইতে পড়িয়া যায়; ভালবাসার ক্ষুধা অনন্ত, তাহার নিবৃত্তি নাই, হৃদয় হইতে কখনও আপন ইচ্ছামত পড়িয়া যায় না। জলৌকা শরীরে লাগিয়া থাকিলে যেমন বেদনা বোধ হয় না, অনুভব ও করা যায় না, বিযুক্ত হইলেই বেদনা অনুভূত হয়, ভালবাসার সেরূপ নহে; ভাল বাসার সুখ যন্ত্রণা একসঙ্গে হৃদয়ে বিরাজ করে।

প্রশ্নকরি, উত্তর পাইনা, জগৎমূর্খ। অথবা আমিই প্রশ্ন করিতে জানিনা, আমি প্রকৃতির উপহাসপাত্রী,—জগতের নীরব ব্যঙ্গে তাহা প্রকাশ পায়, কেবল আমিই বুঝি না। কিন্তু এই প্রশ্নময় সংসারে প্রশ্ন না করিয়া ত পারিব না, সকলকেই জিজ্ঞাসা করিব।

তুমি টেলিফোণ বা আরও শত প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার কর, তাহাতে মাত্র যাহারা এখানেই আছে,—দূরে থাকুক, নিকটে থাকুক, মাত্র এখানেই বিচরণ করে,—তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে, তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। যাহারা দুইদিন পরে তোমার নিকটে আসিবে, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? যাঁহারা ভারত, আটলাণ্টিক, প্রশান্ত, সুমেরু সাগরাপেক্ষা বিস্তৃত মহাসাগরের অপর পার্শ্বে অবস্থিত, যাঁহারা বিনা দোষে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সক্রেটিসেরন্যায় (১) দণ্ডিত, গ্যালিলিওর (২) ন্যায় কারারুদ্ধ,—কালচক্রে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ, সেই সমস্ত পুণ্যাত্ম-গণের সহিত আলাপ করিতে তোমরা কোন্ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছ? তাঁহাদিগকে দেখিবার কি উপায় উদ্ভাবিত হইল? যদি জগতের উপকার

---

(১) গ্রীকপণ্ডিত সক্রেটিস্, সুকুমারমতি বালকগণকে বিধর্ম্মী হইতে এবং পিতামাতার অবাধ্য হইতে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শত্রুগণ মিথ্যা-পবাদ প্রচার করিলে, অজ্ঞান বিচারকগণ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। বিষপান করিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

(২) ইটালীর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান-বিদ্ পণ্ডিত। ১৫৬৪ খৃঃঅব্দে পাইসা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। 'পৃথিবী ঘুরিতেছে' বলাতে তাঁহর দেশীয়গণ তাঁহাকে কারা-রুদ্ধ করে।

করিতে চাও, ন্যায়-শাস্ত্রে যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই, যাহা অপরিজ্ঞাত থাকাতে নীতিবন্ধন শিথিল, যদি তাহা জানিতে চাও,তবে পরলোকগত মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎলাভ করিতে এবং তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে যন্ত্রের উদ্ভাবন কর, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষ দেখিবে, পুস্তকের প্রয়োজন হইবে না; বৃথাকার্য্যে মস্তিষ্ক নষ্ট করিও না।

মৃত পুণ্যবান, পাপের ভোগ পূর্ণ না হইলে কে পাপ-সংসার পরিত্যাগ করিতে পারে? নিষ্পাপ না হইলে কে এই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়? মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে, পরলোকের গোধূলি সময়ে শরীরে রোগযন্ত্রণা, হৃদয়ে শোক-বেদনা থাকে না, বাতুল বাতুলতা পরিত্যাগ করে, শরীর-মন নিষ্পাপ নিষ্কাম হয়। মৃত পুণ্যবান, লোকান্তরে নরক নাই, নরক ইহলোকে। যাহার প্রাণদণ্ড হয়, দণ্ডের পূর্ব্বেই তাহারও নরক ভোগ,—হত্যাকারী দস্যুর নরক ও আত্মা এবং দেহ একত্র থাকিবার সময়। পাপের অনুষ্ঠান-কর্ত্তা শরীর পাপী, শরীর এখানে পড়িয়া থাকে, পাপমুক্ত আত্মা চলিয়া যায়। সুতরাং মৃত পুণ্যবান, পরলোক পুণ্যভূমি।

ইহলোকের কাণ্ড অধিক চিত্র বিচিত্র, অধিক অভাবনীয়। পরলোক নয়ন-সমক্ষে এক ভাবে,অস্পষ্ট ছায়াকারে, বৈকালিক মেঘেরন্যায় ভাসিতেছে, ইহলোক বৈচিত্র্যময়। মন কোথায় থাকে কোথায় যায়, চক্ষু কিরূপে বেড়ায়, হস্ত পদ কিরূপে কার্য্য করে, একবার ভাব দেখি কেমন বোধ হয়!

আমার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চক্ষু আজ হঠাৎ এনিবলিনের (১) শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ দেখিতেছে; রেবেকার (২) নির্ব্বাসন, সজল নয়ন, আরক্তিম

---

(১) ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রীর রাজ্ঞী। হেন্‌রী অন্যললনার পানিগ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এনিবলিনের মিথ্যাপবাদ রাষ্ট্র করেন, এবং তাঁহাকে হত্যা করেন। এনিবলিনের ঐ সময়ের পত্র (এডিসনের স্পেক্টেটর দেখ) বড় হৃদয়স্পার্শী।

(২) ভুবন বিজয়ী রোমসম্রাট টাইমসের পত্নী রেবেকার ন্যায় সুন্দরী তৎকালে আর ছিল না। রেবেকা ইহুদীজাতীয়া বলিয়া রোমবাসিগণ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হওয়াতে সম্রাট তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সীতাদেবীরন্যায় রেবেকার নির্ব্বাসন লাটিন কবিগণের এবং ঐতিহাসিক গণের একটি লিখিবার বিষয়।

মুখমণ্ডল পরিদর্শন করিতেছে; আবার জোসেফাইন্ (১) কিরূপে ম্যাল্মিসন্ প্রাসাদে দিন যামিনী যাপন করিয়াছিলেন তাহাই দেখিতেছে। অশোকবনে রাক্ষসী পরিবৃতা সীতাদেবী, নলের সমদুঃখ ভাগিনী বন-মধ্যে পরিত্যক্তা দময়ন্তী, উত্তানপাদের নির্ব্বাসীতা সুনীতি, এণ্টণির প্রত্যাখ্যাতা অক্টেভিয়া(২) এক একবার দৃষ্টিপথে আসিতেছেন। আবার এই সকল চিত্রের অপর পার্শ্বে আত্মঘাতিনী ইয়ুডোসিয়া, (৩) কার্থেজবাসিনী রক্তবসনাবৃতা অভি-

---

(১) মহান্ নেপোলিয়নের সর্ব্বগুণসম্পন্না সহধর্ম্মিনী। তাঁহার নির্ব্বাসন হইতে সম্রাটের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতে থাকে। পরিশেষে সম্রাট দুরবস্থায় পতিত হইবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া জোসেফাইন্ ম্যাল্মিসন্ প্রাসাদে জীবলীলা পরিত্যাগ করেন। ম্যাল্মিসনে তিনি পরিত্যাগের সময়াবধি বসতি করিতেন।

(১০৪ পৃঃ দেখ।)

(২) অগষ্টস্ সীজরের ভগ্নী। এণ্টণি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া মৈশর রাজ-দুহিতা ক্লিয়োপেট্রার প্রণয়ে মত্ত হন।

(৩) দামাস্কস্ নগরী মুসলমান কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে একদিবস রজনীতে জোনাস্ নামে একব্যক্তি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিবার সময় ধৃত হয়; তাহার সঙ্গীয় অন্য একজন অশ্বারোহী পলায়ন করিয়া পুনরায় নগরে প্রবেশকরে। জোনাস্ প্রকাশ করে, তাহার পরবর্ত্তী অশ্বারোহী তাহার প্রণয়িনী ইয়ুডোসিয়া। উভয়ের পিতৃপরিবারে বিবাদ থাকাতে পরিণয়ে হতাশ হইয়া তাহারা পলায়ন করিতে ছিল, এমন সময় সে ধৃত হইয়াছে। অনন্তর জোনাস্ মুসলমানের সহায় হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। নগর অধিকৃত, হইলে ইয়ুডোসিয়া অন্যান্য পলায়িতগণের সহিত পলায়ন করেন। পরিশেষে মুসলানের হস্তে পতিত হইলে, জোনাস্ জয়ী সেনাপতির নিকট পুরস্কার স্বরূপ প্রণয়িনী ইয়ুডোসিয়াকে প্রার্থনা করে। ইয়ুডোসিয়া আর জোনাস্‌কে পাইবেন না ভাবিয়া চিরদিন কুমারী অবস্থায় যাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; পুনরায় জোনাস্‌কে পাইয়া তাঁহার আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু যখন শুনিলেন জোনাস্ স্বদেশের বিশ্বাস ঘাতক, এবং ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিধর্ম্মি মুসলমান, তখন ক্রোধে অধীর হইলেন, অনলবর্ষী বাক্যে তাঁহার পবিত্রহৃদয়, পবিত্র প্রণয়, হৃদয়বেদনা সকল দেখাইলেন। অনন্তর তাঁহার প্রতি বল প্রয়োগ হইবে আশঙ্কায় বস্ত্রান্তরাল হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া এক আঘাতে আত্ম-জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

মানিনী আস্‌দ্রুবল্‌ পত্নী (১) নয়ন-সমক্ষে বেড়াইতেছেন। কিরূপে সতীত্বের শুভ্রালোকপরিবেষ্টিতা পদ্মিনী অনলপথে সুরলোকে প্রবেশ করিতেছেন, এক একবার তাহাই দেখিতেছি। হায়! ললনার অদৃষ্টে কেমন বৈচিত্র্য!

ঐ সকল ললনার মধ্যে কে সুখিনী কেই বা দুঃখিনী? সুখ দুঃখ দুই ভাই, সহোদর; ভাব সুখ, অভাব দুঃখ, সুতরাং সুখ অগ্রজ; তাঁহারা পৃথকান্ন কিন্তু এক গৃহে অবস্থিত, একটি সূক্ষ্মতম রেখা দ্বারা একের অধিকার হইতে অপরের অধিকার বিভিন্ন; সে রেখা এত সূক্ষ্ম যে, সকলে সকল সময়ে পার্থক্য অনুভব করিতে পারে না; আবার এত বিস্পষ্ট যে, যখন যে অনুভব করে, সে মধ্যস্থলে যোজন সহস্র দেখিতে পায়। আমরা সর্ব্বদা লোক-মুখে যে সুখের উল্লাস বা দুঃখের হাহাকার শুনিতে পাই, সে কবল তুলনা মাত্র। যাহার সহিত তুলনা কর সে সমস্ত অবস্থাকে সুখ বল ক্ষতি নাই, দুঃখ বল ক্ষতি নাই;—সুখ বলিলে যেখানে অধিক পরিমাণে সেখানে অধিক সুখ, আর দুঃখ বলিলে যেখানে অল্প পরিমাণে সেখানে অধিক সুখ, এই মাত্র প্রভেদ। স্বার্থপর লোকের কথায় কর্ণপাত করিয়া কি বুঝিব? সে অন্যের নিরবচ্ছিন্ন

---

(১) কার্থেজের শেষ যুদ্ধে আস্‌দ্রুবল নামক কার্থেজের সেনাপতি, রোমসেনাপতির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার স্ত্রী আপন গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক এক মন্দিরের উন্নততমশীর্ষে আরোহণ করেন। তাঁহার ক্রোড়ে শিশু সন্তানটি ছিল। তিনি রোমের সেনাপতির নিকট আপন স্বামীকে দেখিতে পাইয়া ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন "বিশ্বাসঘাতক! তোর পাশবব্যবহারের এই পুরস্কার দিতেছি।" রোমের সেনাপতিকে বলিলেন "মহাশয়! আপনি বীর, বীরের মর্য্যাদা করা আপনার উচিত, বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করিবেন না। উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন্‌।" অনন্তর শিশুসন্তানটিকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "বাছা! তুমি রাক্ষসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলে সে তোমাকে বিনাশ করিতেছে। তুমি স্বাধীনদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলে, তোমার পিতা মাতা উভয়েই স্বাধীনদেশজাত, তোমাকে কোন্‌ প্রাণে দাস হইয়া থাকিতে দিব? এইবলিয়া নিম্নস্থ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া তৎসঙ্গে আপনিও অগ্নিমধ্যে পতিতা এবং, পুড়িয়া ভস্মশেষ হইলেন।

সুখ কল্পনা করে, আর নিজের ভাল অবস্থাও দুঃখজনক মনে করিয়া দিবা নিশি ক্লিষ্ট, শান্তিহীন থাকে।

কে সুখী, কেইবা দুঃখী? কে ঈশ্বরের অধিক প্রিয়, কেইবা নিগ্রহ-ভাজন? তবে কাঁদ কেন? কাঁদা ভুলিয়া যাও,—কুয়াসারন্যায় চারিদিক আঁধার করিয়া আছ, দূর হও, সংসার পরিষ্কার হউক। তবে কি হাসিবে? তাহাও ভুলিয়া যাও। কান্নার অভাব অনাবৃষ্টি, কান্না-বাহুল্য অতিবৃষ্টি,—তোমার সুখ-শস্য উভয়েই নষ্ট করিবে; এক মরুভূমি, অন্যটি গম্ভীর-সলিল বিল। হাসির আধিক্য ঝটিকা, অভাব নির্ব্বাতাবস্থা,—উভয়ই প্রাণনাশক। হাসি কান্নার মিলিত মূর্ত্তি মানবজীবনের হরগৌরী, জীবনের আরাধ্য দেবতা। বিধবার কান্না বিষবৃক্ষ, হাসি তাহারই ফুল।

মৎস্য-মাতার পুত্রশোক কি? স্ত্রীলোকের আবার অবস্থা ভাবিয়া ক্রন্দন কি? পুরুষের মুখে প্রশংসা ভাল শুনায় না। ঘোমটাবৃত পূর্ণচন্দ্র, অবিনষ্ট-সরোজিনী, এসকল অতি প্রশংসা। যাহার ঘোমটা কাঁদিবার জন্য, চক্ষু একটি ছোট নির্ঝর মাত্র; যাহার বদনখানি প্রফুল্লতা প্রায় উন্মেষিত করে না, তাহার আবার ক্রন্দন কি? মুদ্রিতনয়নের অন্ধকারে বৈচিত্র্য কি? সমুদ্র মধ্যে বারিবর্ষণে উপচয় কি? বায়ু-সাগরের এক কলসী স্থানান্তর করিলে অপচয় কি? ভূমিষ্ঠা হইতে কাঁদিয়াছি, বালিকা সময়ে ক্রন্দন করিয়াছি, সুখে অশ্রুপাত করিয়াছি, দুঃখেও বাষ্পবারি বিগলিত হইয়াছে। আর যে দিন সকল ছাড়িব, জীবন-সেতুর অপর প্রান্ত প্রাপ্ত হইব, সেদিনও জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানাবস্থায় হউক, নয়নে ধারা বহিবে। বহিবে, সকলেরই বহে। কিন্তু আমার অশ্রু বহিতে বহিতে নিঃশেষ হইয়াছে, নয়নে আর জল নাই, নয়ন শুষ্ক মরুভূমি, নয়ন উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড, জল বাহির হইতে পারিলেও শুকাইয়া যাইত। এখন ক্ষত স্থানের উপরিভাগ শুষ্ক, ঘা মজ্জাগত। আমার আর অশ্রুত্যাগের সময় নাই। অগভীর স্রোত বহিতে দেখা যায়, প্রতি প্রতিরোধে কলনাদ বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু সমুদ্রের স্রোত কে দেখে, প্রতিরোধ কে করে? আমার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এখন আর সে স্রোতের গতি কি? সর্ব্বত্র সমান। আমার দুঃখ প্রকাশ করিতে অশ্রু নিতান্ত দুর্ব্বল; কাজেই মন কাঁদে, চক্ষু কাঁদে না। যদি কাঁদিতে চাই অশ্রু বহে না; যদি

হাসিতে চাই, সূর্য্যকিরণে সংসারেরন্যায় অন্তে উৎফুল্ল হয় না। স্পার্টার বালক যেমন বস্ত্রান্তরালে ব্যাঘ্রশাবক লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, তাহার দন্তে, নখরে বক্ষস্থল শতধা বিদীর্ণ হইতে ছিল, কিন্তু তাহার মুখে হাসি বাহির হইয়াছিল, আমার হাসি সেইরূপ হাসি। প্রতিহিংসাপরায়ণা ভামিনী, প্রণয়াবমাননার কারণ স্বরূপ পুরুষকে মহাকষ্টে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া যেরূপ হাসি হাসে, বিধবার হাসি সেই হাসি। ফুলের সৌরভ, চন্দ্রের কৌমুদী, বস্তুর বর্ণ যে সম্পত্তি, ললনার প্রণয় সেই সম্পত্তি। যে স্থলে সেই সম্পদ অপহৃত, সে স্থলে হাসিই কি আর কান্নাই কি? হাসি ও কান্না এক ব্যক্তির দুই নাম।

সুখ দুঃখের আলাপ করিয়া কি করিব? আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। সর্ব্বস্ব অক্ষর তিনটি নহে, আমার জীবনের সম্বল, বাণিজ্যের মূলধন, নিশ্বাসের বায়ু, আশার আলো, আলোরবর্ত্তি, বর্ত্তির মোম, মোমের মধুক্রম সকল বিসর্জ্জন দিয়াছি। মধুক্রম নাই; মধু নাই মধুসহ মধুক্রম অপহৃত হইলে বৃক্ষশাখায় যে একটি দাগ লাগিয়া থাকে, এই দেখ এই শূন্যহৃদয়ে তাহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। রক্তাক্ষরে হাহাকার, বজ্রাক্ষরে মর্ম্মবেদনা খোদিত রহিয়াছে, মধ্যদেশ শূন্যময়, ঘোর অন্ধকার; অমানিশির বজ্রনির্ঘোষ, জলনিমগ্ন হতভাগার নিস্তব্ধতা;—আর কি দেখিবে, কি শুনিবে?

আমি আলেক্‌জেণ্ডার সেল্‌কার্ক্ (১) অথবা রবিন্‌সন্ ক্রুসোর (২)

(১) ইংরেজকবি উয়িলিয়ম্ কূপার-বিরচিত একটি পদ্য, ঐপদ্য আলেক্‌জেণ্ডার সেল্‌কার্ক্ কর্তৃক লিখিত হওয়া কল্পিত হইয়াছে। তিনি জোয়ান্ ফার্নেণ্ডাস্ দ্বীপে একাকী থাকার সময় "আমিই এখানে রাজরাজেশ্বর, আমার স্বত্বের বিরুদ্ধে তর্ক করে এমন কেহই নাই" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, কূপারের কল্পনা এইরূপ।

(২) ডেনিয়াল্‌ডিফো-কৃত ইংরাজী ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকে রবিন্‌সন্ ক্রুসোর জীবন বৃত্তান্ত লিখিত আছে; কূপারের আলেক্‌জেণ্ডার সেল্‌কার্ক্ আদর্শ রাখিয়া রবিন্‌সন্ ক্রুসো লিখিত। রবিন্‌সন্ ক্রুসোর জাহাজ জলমগ্ন হইয়া যায়, তিনি অনেক কষ্টে তীর প্রাপ্ত হন। সে স্থানে জন সমাগম ছিল না। তিনি একাকী, সাহসে নির্ভর করিয়া জীবনের আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এবং বুদ্ধির সাহায্যে একাকীও মানব কিরূপে জীবন যাপন করিতে পারে তাহাই প্রমাণ করেন। পরিশেষে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। বঙ্গ ভাষায় রবিন্‌সন্ ক্রুসো অনুবাদিত হইয়াছে।

ন্যায় আজ নিরাশ্রয়াবস্থায় ভবসাগরের একটি নির্জ্জনদ্বীপে অবস্থান করিতেছি, আপনার পাদ শব্দে আপনিই চকিত হইতেছি। কিন্তু তাঁহারা জীবনের প্রয়োজন সাধনে সক্ষমছিলেন, তাঁহাদের আশা ছিল, আমার তাহা নাই। আমি শূন্যধামে উদাস পূর্ণ মহাশূন্য সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাহার প্রতিবিধান করিতে সাধ্য হয় না। আমি যে দ্বীপে নির্ব্বাসিতা এখানে পশুপক্ষী হিংসা করে, যে সমুদ্রে আমার জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে তাহাতে কুম্ভীর আছে, তরঙ্গ আছে আমার পারিত্রাণের কোন পথ নাই। আমি ডনকুয়িসোটের (১) স্কুলের ছাত্রী, ভ্রান্তিপ্রণোদিত হইয়া কখনও দৈত্যবোধে বায়ু-যন্ত্র, জলপ্রপাত, সৈন্য জ্ঞানে মেষপাল আক্রমণ করিতেছি। লেখনী আমার রোজিনাণ্টি (২), কাগজ আমার সাঙ্কোপাঞ্জা (৩),—একে অবিরাম চলিতেছে, অন্যে সরল, নির্ব্বাক, আজ্ঞাকারী, সঙ্গে সঙ্গে আছে,—উভয়ই সারশূন্য, বলশূন্য। নিশ্চয় জানি,—আমার ভীষণ উন্মাদের চপলা-চমকবৎ বিরাম সময়ে বুঝিতে পারি,—আমি উদ্দেশ্যবিহীন কি বলিতেছি; তাহাতে কাব্য নাই, প্রীতি নাই, দর্শন নাই, রাজনীতি নাই, কিছুই নাই। তথাপি কৈ? নীরব ত থাকিতে পারিনা, জিহ্বার গতিওত বন্ধ হয় না, নিস্তেজ রোজিনাণ্টিও ত বল্গা মানে না!

---

(১) স্পেনের অদ্বিতীয় লিখক সার্ব্বেণ্টিসের রচিত ডনকুইসোট্ নামক গ্রন্থের নায়ক। স্পেনদেশে আপামর সাধারণ সকলে 'নাইট্' ও তাঁহাদের কার্য্যের পক্ষ-পাতী হইয়া উঠিলে এবং দৈবঘটনা সম্বলিত উপন্যাস লিখিতে ও পড়িতে মত্ত হইলে, রাজা ঐ সমস্ত নীতিমার্গ বিরোধী বলিয়া রহিত করিতে এক আইন প্রচার করেন। তাহাতেও রহিত হয় না। কিন্তু সার্ব্বেণ্টিস্ তাঁহার সদাশয়, উন্মাদ বীর ডনকুয়িসোট্‌কে উপস্থিত করিলে সেই তীব্র ব্যঙ্গ সে সমস্ত রহিত করিল। ডন্-কুয়িসোট্ হাস্য রসোদ্দীপক অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক।

(২) উন্মাদবীর ডনকুয়িসোটের অস্থিমাত্রাবশিষ্ট অশ্ব; রোজিনাণ্টি ডনকুয়ি-সোটের সঙ্গের সঙ্গী ছিল।

(৩) সাঙ্কোপাঞ্জা ডনকুয়িসোটের বিশ্বস্ত অনুচর। তাঁহার বিষয়বুদ্ধিছিল না, থাকিলে বাতুলের অনুবর্ত্তী হইতেন না; কিন্তু হৃদয় সরল, মহৎ, ন্যায় পরায়ণ ছিল।

প্রণয়ের সমুদ্র মধ্যে শরীর ছাড়িয়া দিয়া সন্তরণ কেমন সুখকর! সেই সমুদ্র যখন ঝটিকায় আন্দোলিত হয়, সন্দেহের অগণিত তরঙ্গনিচয় আস্ফালন করিতে থাকে, তখন সন্তরণ ভুলিয়া গিয়া লিণ্ডারের ন্যায় (১) শয়ন আরও সুখকর। আবার সেই শয়নে, সেই স্থানে যাহার জন্য সন্তরণ, নিমজ্জন, সেই হিরো (২) আসিয়া আপনা হইতে মিলিতা হইলে সে শয়ন কি স্বর্গ প্রাপ্তি নহে? প্রণয়সুখে পাতালই স্বর্গ। জলে সন্তরণ করা, বায়ুতে উড্ডীন হওয়া এককথা; ভারী পার্থিবের জন্য জল-সন্তরণ, সূক্ষ্ম স্বর্গীয়ের জন্য বায়ু-সন্তরণ। বায়ু-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া আত্মা যখন অপর পারে উপস্থিত, আমি কি সেখানে যাইতে পারিব না? যে রমণীয় স্থানে পুণ্যাত্মগণের পাদতলে নক্ষত্র ফুটিতেছে, সূর্য্য উঠিতেছে, চন্দ্র ঘুরিতেছে, মস্তকোপরি চারি দিকে কি যেন কত সম্পদ, কত মনোহর বস্তুনিচয় সজ্জিত রহিয়াছে, সেই স্থানে যাইতে কি পারিব না? যদি না পারি, হিরোর ন্যায় সমুদ্রগর্ভে,—অনন্তের একপ্রান্তে চিরদিনের তরে শয়ন করিব; যদি আমার দুর্ব্বল আত্মা, নির্জ্জীব জীব-শক্তি তখনও উড়িতে না পারে, গলিয়া জল হইব, বাষ্প হইব, মেঘ হইব, উপরে উঠিব। তেমন উপরে উঠিলে, ততদুর সমীপস্থ হইলে কে আর আমাকে ঠেকাইতে পারিবে?

ঐযে অনন্ত কোটি লোক পরলোকে গমন করিতেছে,তাহাদের পদচিহ্ন ত দৃষ্ট হয় না! তাহাদের নিয়তিনেমির আবর্ত্তন-পথ অদৃষ্ট। অদৃষ্টশাসনে জীব-বিশ্ব শাসিত। অন্ধকার রজনীতে বিদেশে পথিমধ্যে সর্প-দংশন, হৃদয়ে কু-প্রবৃত্তির সঞ্চার,আর পরকাল সম্বন্ধে অনিশ্চয় অদৃষ্টশাসন,—বড় ভয়ানক।

(১) এবিডস্‌বাসী লিণ্ডার, ভিনস্‌ দেবীর অর্চ্চনাকারিণী রূপবতী হিরোর প্রণয়ী ছিলেন। হিরো সেষ্টসে বাস করিতেন। লিণ্ডার প্রত্যেক দিবস রজনীতে হেলেস্পণ্ট প্রণালী সন্তরণ করিয়া প্রণয়িনী হিরোর নিকট গমন করিতেন। একদা লিণ্ডার সন্তরণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ঝটিকা উপস্থিত হইল। তিনি আর পার হইতে পারিলেন না, ক্লান্ত হইয়া ডুবিয়া পড়িলেন। লিণ্ডার জীবিত নাই, ডুবিয়া মরিয়াছেন জানিয়া হিরো সমুদ্রে ঝম্প দিয়া পড়িলেন এবং প্রণয়ীর দৃষ্টান্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

(২) লিণ্ডারের প্রণয়িনী।

অদৃষ্ট দৈত্য শরীরে (১) খর্জ্জুরাঘাত আর কত ভয়ঙ্কর? অদৃষ্ট জীবপরিণাম তদপেক্ষা অধিক শোচনীয়।

কিন্তু তোমার মায়ার আবরণটি খুলিয়া ফেল, ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন কর, তোমার মনশ্চক্ষু উন্মীলিত হইবে। ঐযে বৃক্ষটি দেখিতেছ উহার হৃদয় কেমন উচ্চ! নীচ হইতে ক্রমে উন্নত হওয়া উহার প্রধান লক্ষ্য। একটি বৃক্ষ এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টে সহস্র সহস্র লোকের গতিবিধি, অদৃষ্টফল নিরীক্ষণ করিতেছে; ঐদেখ দেবলোক দেখিতে, ভবিষ্যতের পথ দেখাইতে স্থিরভাবে কেমন দাঁড়াইয়া আছে, বৃষ্টি, শিলাঘাত, ঝটিকা, অশনি-সম্পাত অনায়াসে সহ্য করিতেছে,—উন্নত, গম্ভীর, বীরাবতার। বৃক্ষ সৃষ্টির অমর কার্ত্তবীর্য্য, ভীষ্ম, নেপোলিয়ন্; বৃক্ষ জগতের ভারতী; বৃক্ষ সংসারের ইতিহাস। ঐ দেখ প্রকৃতির পরিখা পরিবেষ্টিত প্রশান্তক্ষেত্রে, পাণিপথের মহাশ্মশানে দণ্ডায়মান হইয়া সজীব সাক্ষী কত মন্বন্তর, কতকল্প ব্যাপিয়া কত জাতির উত্থানপতন নিরীক্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ বঙ্গের উত্তর প্রান্তে বিরাটরাজ্যে শমীবৃক্ষ, ঐ দেখ অক্ষয় পুরুষ অক্ষয় বট, ঐ দেখ বৃন্দাবনের তমাল তরু এখনও বর্ত্তমান। কৃষ্ণ প্রিয় মাধবীলতা,—লতাও মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বায়ুভরে যাহা হেলিয়া দুলিয়া, ননীরমত নোয়াইয়া পড়ে, তাহাও মনুষ্য হইতে বড়,—সহিষ্ণুতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত, দেখ এখনও কেমন স্থিরভাবে বর্ত্তমান।

উদ্ভিজ্জরাজ্য প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার; বিষ, বিষঘ্ন ঔষধ একস্থানে বিরাজমান। দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধিপায়, ইন্ধনে অন্য প্রয়োজনে, আহারে, ঔষধে, দাবদাহে, খাণ্ডব দাহে, বসতিতে ব্যয় হয় তবু ত ফুরায় না। উদ্ভিজ্জ প্রকৃত অমর। তবে কি যাহাদের হস্তে বৃক্ষলতা রোপিত আবার ছিন্ন হইতেছে, যাহাদের জন্য তাহার ছায়া, কাষ্ঠ, মূল, বল্কল, পত্র, ফুল, ফল সমস্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই মনুষ্য ধ্বংশ হইবে? তাহাদের কি উন্নতি নাই? পার্থিব মৃদ্বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাদের আত্মা কি বৃক্ষের শরীরের

(১) আরব্য উপন্যাস বর্ণিত বণিক এবং দৈত্যের গল্প। বণিক খর্জ্জুর খাইয়া বীজ গুলি দূরে ফেলিতেছিল, তাহাতে অদৃষ্ট দৈত্য-শিশুর শরীরে আঘাত লাগিয়া তাহার মরণ হওয়াতে দৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিবিধানে প্রয়াস পাইয়া ছিল।

ন্যায় ও ঊর্দ্ধমুখে উঠিবে না? আত্মা অমর, তোমার উন্নতি আছে। তোমার জীবনেরশেষ প্রকৃতজীবনের প্রথম। তবে যে স্থানে জীবনের মূলসূত্র, নিত্যসুখের কল্পবৃক্ষ, পরকালের সীমারম্ভ, সেস্থান অন্ধকারাবৃত কল্পনা করিয়া সর্পভয়ে ভীত কেন? তোমার ভবিষ্যৎ গুবাকপত্রের, বেত্রলতার ছায়ার-ন্যায় অস্থির কর কেন?

জীবন স্বপ্নময়। আমরা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখি, জাগ্রতাবস্থায় ও স্বপ্নই দেখি। স্বপ্ন যখন মনে থাকে না তাহার নাম গাঢ় নিদ্রা, আর স্বপ্ন যখন কার্য্যে পরিণত হয় তাহারই নাম প্রকৃত জাগ্রতাবস্থা। মনের ঘড়িটি সর্ব্বদা টক্ টক্ করিয়া চলিতেছে, চাবি দেওয়ার অপেক্ষা করে না; যে দিন টক্‌টক্ থামিবে, এরাজ্যে আর বাজিবে না। মধ্যে মধ্যে ঘড়িও পরিষ্কার করা, যন্ত্রে তৈল দেওয়া হয়; যিনি দেন সে শিল্পীর নাম চিকিৎসক; কিন্তু একবার বন্ধ হইলে তিনিও আর চালাইতে পারেন না।

স্বপ্নে স্বপ্নেও প্রভেদ আছে; দিবাস্বপ্ন ভয়ানক লোক,—সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, তাহার মুখে মধুর হাসি, হস্তে ভবিষ্যপুরাণ। সে তোমার অদৃষ্ট গণনা করে। অর্থলোভী অজ্ঞ গণক যেমন অর্থ কামনায় তোমার ভবিষ্যৎ বিমল শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত করে, দিবাস্বপ্নও সেইরূপ করে। সে তোমার বাহুতে বীরত্ব, জিহ্বায় ভারতী, কণ্ঠে সরস্বতী, মস্তকে বৃহস্পতি, বামে রতি, দক্ষিণে আরাধ্যদেব, সম্মুখভাগের দর্পণ-মধ্যে অনবদ্য শোভনবপু দেখাইতেছে; শক্তি, সামর্থ্য, রাজ্য, ধন, সমস্ত সদ্‌গুণ কল্পতরু হইয়া প্রদান করিতেছে। তাহার গণনায় তোমার জরা নাই, মৃত্যু নাই, বার্দ্ধক্যনাই; ঐযে শত শত লোক তোমার পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে, সে অতি সাবধানে তাহা-দের পদচিহ্ন মুছিয়া ফেলিতেছে। সামান্য কীটটি চলিয়া যাইতেও মৃত্তিকায় চিহ্ন দেখিতে পাও, কিন্তু মহাপ্রাণী মনুষ্যের গমনপথ তোমার দৃষ্টিপথের অতীত। তোমার আকাশ মেঘ শূন্য, সংসার দুঃখ-বিবর্জ্জিত। কিন্তু একবার ঠকিয়া শিক্ষালাভ কর; যে রোগে কৃষ্ণবর্ণের বস্তুও পীতবর্ণ দেখিতেছ সুচিকিৎসকের সাহায্যে তাহার প্রতিবিধান কর। তখন বুঝিবে দিবা স্বপ্ন তোমাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পাতিত করিয়াছে।

তুমি শুনিয়াছ প্রণয় বকুলতরুর ছায়ায় বসিলেই পুষ্পবৃষ্টি হয়; পারস্যোপ-

সাগরে প্রতি ডুবেই মুক্তা পাওয়া যায়, মানব মাত্রই প্রণয়ের আধার,—এ ভ্রম ভুলিয়া যাও। অন্ধকার ও জ্যোৎস্নার অবস্থান সমান হইলেও যেমন অন্ধকার অধিক বোধ হয়, জীবনে দুঃখ সুখ সমান কল্পনা করিলেও দুঃখ সেইরূপ অধিক অনুভূত হইবে। কাহার মুখের দিকে তাকাইবে? কে তোমাকে পার্থিব প্রণয় নিত্য বলিয়া আশ্বাস দিবে? ঐ যে সৌম্যমূর্ত্তি স্থির-নয়ন মহাপুরুষ দূরবীক্ষণ হস্তে আকাশ পানে চাহিয়া আছেন, যাঁহার চক্ষে এই পৃথিবী একটী ক্ষুদ্র গ্রহ, ইহার অযুত গুণ বৃহৎ বিশ্ব চারিদিকে শতশত বিরাজমান, তিনি কি প্রণয়ের বিষয় তোমাকে উপদেশ দিবেন? আর ঐযে অলক্ষ্মীমূর্ত্তি নীচাশয় পাপপিশাচীর পঙ্কিল পাদরেণু লেহন করিতে, সুখ বিহ্বল নয়নে তাহা দেখিয়া লইতে আপনার মনের অনুবীক্ষণ সংযোগ, রসনা প্রয়োগ করিতেছে, সেই কি তোমাকে প্রণয়ের জন্মপত্রিকা প্রদান করিতে সমর্থ হইবে? একজন অতি উচ্চ, একজন অতিনীচ;—প্রণয়ের শারদ-চন্দ্রিমা কাহারও আয়ত্ত নয়।

হায়! আর ত এখানে গৃহ-পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা হয় না। এখন আবার আমার ইচ্ছা? একদিন ইচ্ছা আমার ছিল, এখন অন্যের হস্তে;—অনেক দূরবর্ত্তী নূতন বিশ্ববাসীবিশ্বনাথ আমার ইচ্ছা লইয়া অবস্থান করিতেছেন;—আমি নিয়তিসমুদ্রের নিঃশব্দ তরঙ্গাঘাতে যেদিকে নীত হই, সেই দিকেই যাইতেছি, আমার নিজের স্বতন্ত্র গতিনাই, স্থিতি নাই। আর যদি আলাউদ্দিন তাহার আশ্চর্য্য প্রদীপ (১) আমার নিকট রাখিয়া যাইত, আমি জন-মানব-সমাগম-শূন্য সমুদ্র-গর্ভে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একাকিনী বসতি করিতাম, সংসারের সকল যন্ত্রণা হইতে দূরে থাকিয়া আমার নূতন বারাণসীতে,——শিবের ত্রিশূলস্থ পুণ্য ভূমিতে হিন্দু যেমন বাসকরে, আমিও সেইরূপ কাশীবাস করিতাম। বারুণী যেমন শঙ্খময় প্রাসাদে ক্ষীরাব্ধিতনয়া মধুসূদনের প্রণয়িণী রমার সহবাসে দিন

---

(১) আরব্য উপান্যাস বর্ণিত আলাউদ্দিন এবং আশ্চর্য্য প্রদীপ। ঐ প্রদীপ ঘর্ষণ মাত্র দৈত্যগণ আসিয়া আলাউদ্দীনের আজ্ঞাকারী হইত এবং তাঁহার জন্য অলৌকিক কার্য্য সাধন করিত।

যামিনী মনের সুখে যাপন করিয়া ছিলেন, আমিও সেইরূপ করিতাম। সেই নিভৃত কক্ষে যোগাভ্যাস করিয়া সাধনায় সিদ্ধকাম হইতাম, একদিন আমার অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিতাম। ভুবনমোহিনী কল্পনা, মনোমোহিনী আশা, মনোরমা অক্ষয় বাসনা, নবনব মনোহারিণী সহচরীগণ সর্ব্বদা আমার মনোরঞ্জন করিত।

প্রকৃতির প্রকৃতি বুঝা বড় কঠিন। তিনি তরুলতার কণ্ঠদেশে যে ফুলের মালা গাঁথিয়া পরাইয়া দিয়াছেন, তাহাই আবার বারাঙ্গনার কণ্ঠাভরণ; বিবাহোৎসবে যে মশাল সারি সারি জ্বলিতে থাকে, তাহাই আবার ঘাতকের করে, দস্যুর হস্তে দেখিতে পাই; যে ছুরিকা বীণাপাণির লেখনীবীণা প্রস্তুত করে, তাহাই আবার চর্ম্মকারের চর্ম্মকর্ত্তন-জন্য, নিরীহের জীবনবিনাশে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতির হৃদয় নাই। রমুলসের ন্যায় (১) ব্যাঘ্র স্তন্য পান করিয়া প্রকৃতি পরিপুষ্টা, এজন্যই তাঁহার কার্য্য এমন ভয়ানক। প্রকৃতির 'পাগ্‌লা ফাটকে' কোথায়ও হাসি কোথায়ও কান্না, কোথায়ও নৃত্যগীত; কোথায়ও হাহাকার। প্রকৃতির একহস্তে খাদ্য পানীয়, অন্যহস্তে বিষ, একস্কন্ধে বানর, অন্যস্কন্ধে পেচক, একপার্শ্বে পুষ্প, অন্যপার্শ্বে সর্প, এক-চক্ষে অনুগ্রহ, অন্যচক্ষে নিগ্রহ। প্রকৃতি জর্জ্জর বংশখণ্ড হস্তে লইয়া দণ্ডা-

---

(১) রোমনগরের স্থাপন কর্ত্তা। তাঁহার পিতৃব্য রাজা ছিলেন; তিনি রমুলসের মাতা রিয়াসিল্‌ভিয়াকে চিরকাল কুমারী থাকিবার ব্রতে দীক্ষিত করেন। মার্স্‌-দেব তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হন। রিয়া সিল্‌ভিয়ার কুমারী সময়ে রমুলস্‌ ও রিমস্‌ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতষ্পুত্রীকে জীবিতাবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন, যমজ সন্তান দুইটিকে এক বাক্সে বদ্ধ করিয়া টাইবার নদীতে ফেলিয়া দেন। দৈবাৎ বাক্সটি চড়ায় উঠিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। এক ব্যাঘ্রী তাহা-দিগকে স্তন্য পান করাইয়া জীবিত রাখে। পরিশেষে ফষ্টুলস্‌ এবং তাহার স্ত্রী একালরেন্সিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করে। উত্তর কালে তাঁহারা রাজবংশ-সম্ভূত একথা জানিতে পারিয়া পিতৃব্যের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক রাজত্ব আরম্ভ করেন। রোমনগর পত্তনসময়ে রমুলসের প্রথম কার্য্য রিমস্‌কে হত্যা করা। নিষ্ঠুর দুষ্ট লোক শত শত আসিয়া রমুলসের আশ্রয় গ্রহণ করে। রমুলস্‌ তাহাদের সহায়তায় পরস্বাপহারণ এবং আর আর নানারূপ কুকার্য্যে রত থাকেন। ব্যাঘ্রপুষ্ট রমুলস্‌ বীর কিন্তু নিষ্ঠুর, সবল রাজা অথচ দুর্ব্বল আমোদপ্রিয় বিলাসী।

য়মানা; জীবগণ এক প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া সেই যষ্টিখানির উপরদিয়া শম্বুকের ন্যায় ধীরে ধীরে যাইতেছে। তাহার শরীর জীর্ণবংশখণ্ডের প্রতিপর্ব্বে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে, তাহাদের অনেকের পক্ষে সেই সামান্য স্থান কোটিকল্প, অনেকে আহত হইয়া স্খলিত হইতেছে, আবার দুইচারি জন নির্লজ্জ সমস্ত পথ শেষ করিয়া অপর প্রান্ত দিয়া গড়াইতেছে। আশ্চর্য্য ভোজের বাজী!

ঐ যে আকাশে শুভ্র বলাকা-শ্রেণী অর্দ্ধচন্দ্র উড়িতেছে, জ্যোৎস্না ছড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে, দেখিতে কেমন সুন্দর। উহাদের ত গমনের শেষ-সীমা আছে? আর ঐ যে শতশত কাক কাকা শব্দে সন্ধ্যার শান্তি ভাঙ্গি-তেছে, নৈশ তিমিরের আদর্শ দেখাইতেছে, তাহারাই কি লক্ষ্যবিহীন? সরোবরে কুম্ভীকার ন্যায় আকাশে যে কোটি বিহঙ্গ ভাসিতেছে, সে সক-লেরই প্রয়োজন আছে। কুকুর আর উন্মাদিনীর কল্পনা যেমন বিনা প্রয়োজনে দৌড়িয়া চলে, তাহারা সেরূপ চলে না। তাহাদের আশা আছে, বাসা আছে, প্রভাত আছে, কার্য্য আছে, বিশ্রাম আছে। মানব যেমন প্রলাপের জন্য সংসারে থাকে এমন কেহই নয়। শ্বাপদের স্বাধীনতা আছে আত্মরক্ষার উপায় আছে;—অন্যে তাহাকে ঘর বাঁধিয়া দেয় না। সে সভ্য নয়, জুতা মুজাও পরে না। সে সভায় যায় না, আড়ম্বর করে না, হাসে না, হাসায় না। তাহার যেমন বুদ্ধি তেমন কার্য্য, নাটকাভিনয় করে না। মনুষ্য কোন্ গুণে তাহার তুল্য হইবে? প্রলাপের জন্য মনুষ্যের জন্ম, তাহার আবার অন্য কাজ কি?

আমার বোধ হইতেছে আমি সহস্রযোজনব্যাপী, সহস্র হস্ত উচ্চ একটি কক্ষে একাকিনী বসিয়া আছি, মনে মনে কথা কহিতেও হুম্ হুম্ করিয়া প্রতিধ্বনি তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতেছে। আবার যেন একাকিনী গৌড় নগরের ভগ্নাবশেষ দেখিতেছি, অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীর ভগ্ন প্রসাদ নিবিড় বন, মধ্যে মধ্যে প্রস্তরময় মহাকায় হস্তী দেখিতে পাইতেছি। দেখিতেছি, আর চকিত হইতেছি। কল্পনা সরীসৃপের ন্যায় চলিতেছে, কিন্তু তাহার মণি নাই, ফণা নাই, সৌন্দর্য্য নাই, বিষনাই। সর্প, চিত্রিত সর্প। কল্পনা ক্ষীণাঙ্গী ব্রততী,—অগ্রভাগ বায়ু ভরে হালিতেছে,

ছুলিতেছে, অবলম্বন পায় না, অগ্রসর হইতে পারে না। তৈল ফুরাই-য়াছে, দীপ আর জ্বলে না। কল্পনা আজ প্রলাপ-মূষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শুষ্ক, নীরস, অগ্নিময় ভবসাগর পার হইতে ছিল;—নররক্তলিপ্ত এই লোহিত সাগর পার হইয়া পারান্তরে যাইতে ছিল (১) প্রলাপ তাহার প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রস্থান করিল, আর অভাগিনী কল্পনার উপর চারিদিক হইতে জল আসিয়া তাহার স্বজনাদি সহ তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। আর কি লিখিব?

মনুষ্যই বোধ হয় প্রকৃতির প্রথম সন্তান। প্রথম সন্তান হত্যাকাণ্ড(২) মনুষ্য কি ঈশ্বরের দৃষ্টি পথে পড়ে নাই, তিনি কি, অন্ধ? যদি দেখিতেন, তবে আর অভাগিনীকে প্রলাপ বকিতে হইত না।

আর কি লিখিব? অভাগিনীর কল্পনা নিতান্ত ক্ষুদ্রদেহ, প্রক্রাষ্টেসের (৩) শয্যার সমান নহে। আমি দুর্ব্বলা কল্পনাকে প্রক্রাষ্টেসের হস্তে সমর্পণ করিলাম, টানাটানি করিতে করিতে কল্পনার মস্তক ছিন্ন হইল! আর এখন কাহাকে লইয়া অগ্রসর হইব? স্কন্ধের ভারে অবসন্না, তথাপি

---

(১) মূষা মিশর দেশ হইতে হিব্রুগণকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে (পালস্তিনে) লইয়া যাইবার সময় যেমন লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়া পারান্তরে উপস্থিত হইলেন, অমনি তাঁহাদিগকে প্রতিরোধ করণ জন্য প্রেরিত মিশর রাজ ফেরোয়ার সৈন্য গণের উপর হঠাৎ চারিদিক হইতে জল আসিয়া তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল; তাহারা জীবন হারাইল। প্রাচীন বাইবলে এবিষয় সবিস্তার বর্ণিত আছে।

(২) মূষাকে স্বদেশীয়গণসহ প্রস্থান করিতে অনুমতি না দেওয়াতে মিশরে যে দশটি উপদ্রব ঘটে, এ তাহারই সর্ব্ব শেষটি। প্রাচীন বাইবল।

(৩) প্রক্রাষ্টেস্ গ্রীসের অন্তর্গত আটীকার এক দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিল। যে যাহাদিগকে ধৃত করিত, সেই হতভাগ্যগণকে তাহার শয্যায় শয়ন করাইত। প্রক্রাষ্টেসের শয্যা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ছিল; যাহারা শয্যা অপেক্ষা লম্বা হইত, তাহাদিগের দুই পা কাটিয়া শয্যার সমান করা হইত; আর যেসকল দুর্ভাগা শয্যা হইতে ছোট হইত, তাহাদিগকে টানিয়া লম্বা করিয়া শয্যার সমান করিত। এই শেষ প্রণালীর নিষ্ঠুরতায় অনেক সময় মস্তক, পদ, গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া অভাগা তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিত।

আমি কালিদাসের ন্যায় (১) মৌনব্রত অবলম্বন করিলাম। বিধবারও মস্তিষ্ক নাই, ট্রোফোনিয়সের অন্ধতমগুহা (২) তাহার আশ্রয় স্থান। আর কিছু বলিব না।

বিদায়।

কুম্ভীর যেমন শরীর দেখাইয়া অতল-জলে ডুবিয়া পড়ে, বিদ্যুৎ যেমন প্রকাশ পাইয়াই অন্ধকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়, ফণী যেমন ফণা দেখাইয়া বিবরে প্রবেশ করে, আহত শার্দ্দূল যেমন দ্রুত গমনে গম্ভীর অরণ্যে লুকায়িত হয়, আজ আমি ও আমার,—অমঙ্গলরূপিণী বিধবার,—হৃদয়-চিত্র দেখাইয়া বিদায় লইব;—শোভাশূন্য, উল্লাস শূন্য, বিষাদ-মণ্ডিত সেই নয়নবেদন দৃশ্য দেখাইয়া বিদায় লইব।

ঐযে অত্যুন্নত হিমাচল, ভারতের স্তূপীকৃত দুঃখসন্তাপ, বিধাতার কৌতূহল নিবারণ জন্য শরীর ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে——একদৃষ্টে

(১) কথিত আছে, একদা কালিদাস মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে সামান্য লোক জ্ঞানে পাল্কী বাহক করিয়া লইয়া যান। তাঁহার ব্রত-সময় অতীত হইল। বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া বলিলেন ঃ—

'ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।'

কালিদাস উত্তর করিলেনঃ—

'নবাধতে তথা স্কন্ধং যথা বাধতি বাধতে।'

রাজা কালিদাস কে চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া বিদায় দিলেন।

(২) ট্রোফোনিয়স্ গ্রীসের অন্তর্গত বিওসিয়া বাসী একজন প্রেরিত। তিনি এক পর্ব্বত গুহায় অবস্থান করিয়া তথাহইতে ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপন করিতেন। যে কেহ তাঁহার গুহায় একবার প্রবেশ করিত, সে আর প্রফুল্ল হইত না, তাহার মুখশ্রী সর্ব্বদা বিষাদমণ্ডিত রহিত। গ্রীকগণ কাহাকে বিমর্ষ দেখিলে বলিত 'তুমিবুঝি ট্রোফোনিয়সের গুহায় প্রবেশ করিয়া ছিলে?'

দশ দিক্ দেখিতে, নভোমণ্ডলের উচ্চতা পরিমাণ করিতে, সূর্য্যের অন্ধকার পৃষ্ঠ দেখিয়া লইতে, বিরাটমূর্ত্তি গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে,—চারি দিকে বিশ্বসংসার তাহার পাদরেণুস্পর্শ করিতেছে, সমুদ্রবক্ষে সঞ্চালিত পর্ব্বত-শ্রেণীর প্রতিযোগিতায়, ঝটিকার অত্যাচারে, বজ্রাঘাতে তুচ্ছজ্ঞান; ঐযে কি যেন কেমন মহামূর্ত্তি অচল অটলভাবে রহিয়াছে, হাসে না, কাঁদে না, কথাটি বলে না; কি যেন কেমন ভয়ানক কাণ্ড, কি যেন একটি দৈব ঘটনা, অমানুষিক ব্যাপার বিরাজ করিতেছে; তুমি একবার তাহার শোভাও গৌরব সরাইয়া রাখ, একবার তাহার সর্ব্বাঙ্গ আগ্নেয় গিরিগহ্বরের দ্রবধাতু-দ্বারা লিপ্তকর, তাহা হইলে বিধবা-হৃদয়ের দুঃখভার, যাতনা, নীরব-চীৎকার, অশ্রুর অন্তর্দ্ধান সকল বুঝিবে, এবং মুক্ত কণ্ঠে বলিবে এই বিদায় যেন শেষ বিদায় হয়।

তুমি কি মৃত শরীর একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়াছ? কণ্ঠরুদ্ধ, নিশ্বাস বহে না, নয়ন অপলক, হস্তপদ নিস্পন্দ, শরীর বৈরাগ্য মাখা, অথচ তোমাকেই যেন অনিমেষে দেখিতেছে, হর্ষ নাই, বিষাদ নাই, নিয়তির পাষাণ-খোদিত সেই নির্ব্বাপিত প্রদীপের নিবাত নিষ্কম্প ধূমরেখা কি স্থির মনে দেখিয়াছ, ধ্যান করিয়াছ? বিধবার শরীর সেই মৃতের সহিত চিরদিন রুদ্ধ, অস্পন্দচক্ষে অপলকচক্ষু নিয়ত স্থাপিত, মৃতের সম্মুখে জীবন্মৃত, জীবিতের সমক্ষে মৃত,—মুহূর্ত্ত জন্য একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। বিধবা মিজেণ্টিয়সের নিকট (১) অপরাধিনী, একটি মৃত শরীর তাহার সহিত অনবরতঃ বদ্ধ, শেষ শয্যায় প্রাণেশের যে মূর্ত্তিটি পড়িয়াছিল সেই মূর্ত্তি পলকের জন্যও বিধবার দৃষ্টি পথের অতীত নহে। মৈশরীয় রাজগণের মৃত শরীরের ন্যায় (২) সেই শরীরটি

---

(১) গ্রীক্ রাজ্যান্তর্গত টাইহ্রীনিয়ন-রাজ মিজেণ্টিয়স্ ভয়ানক নিষ্ঠুর ছিলেন। একন্য প্রজাগণ তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেয়। জীবিতকে মৃতশরীরের মুখে মুখ রাখিয়া বাঁধিয়া মারা তাঁহার প্রধান আনন্দ ছিল।

(২) মিশর দেশে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত রাজা ও প্রধান ব্যক্তিগণের মৃতশরীর রক্ষিত হইয়াছে, অভ্যন্তরের ঔষধের গুণে তাহা এখনও অবিকৃত বর্তমান আছে।

প্রীতির পবিত্র ঔষধে হৃদয়-কক্ষে রক্ষিত,—পচে না, গলে না, দুর্গন্ধ হয় না। কাল-নাগ-দষ্ট লক্ষ্মীন্দরের মৃত শরীর সম্মুখে লইয়া বিধবা বেহুলা উজান সাগরে ক্ষুদ্র ভেলকে বাইতেছে, বায়ু প্রতিকূল, স্রোত প্রতিকূল, দেবী প্রতিকূল,—কখনও কূল প্রাপ্ত হইবে কি না কে জানে? (১)

বিধবার হৃদয়ে নিত্য জতুগৃহদাহ; মন-নিষাদী তাহার কামাদি পঞ্চপুত্রসহ মোহোন্মত্তা, নিদ্রিতা; পাপ পুরোচন তাহাতে অগ্নি প্রদানে কৃতকার্য্য হইয়াছে; পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে জ্ঞাত হইতে পারেন নাই; চারিদিক রুদ্ধ, নিষ্ক্রমণ সুড়ঙ্গ নাই, উপদেষ্টা বিদুর নাই; হৃদয়ের বল, সত্য প্রভৃতি সমস্ত দগ্ধ, ভস্মীভূত, কাল পুরোচন একাকী জীবিত। কৌশলে হৃদয় দ্বার উদ্‌ঘাটন কর, দেখিবে মধ্যে কেবল ভস্ম, আর কিছুই নাই,—প্রাণের পোড়া গন্ধে চারিদিকের বায়ু দূষিত করিতেছে। (২)

বিধবা হৃদয়ে বুসিরিসের (৩) অশ্ব দিবানিশি আহার করিতেছে; বিধবা

---

(১) পদ্মপুরাণ-বর্ণিত পদ্মাদেবীর মহিমা। লক্ষ্মীন্দরের পিতা চাঁদ সদাগর পদ্মাদেবীর পূজা করিতেন না, সেই জন্য তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া বিবাহ রজনীতে লৌহময় গৃহমধ্যে লক্ষ্মীন্দরকে সর্পদংশনে পরলোক প্রেরণ করেন। পতিব্রতা বেহুলা ভেলকে পতির মৃতদেহ লইলে ভেলক আপ না হইতে উজানমুখে চলিতে থাকে। পরিশেষে দেবলোকে পদ্মাকে প্রসন্না করিয়া বেহুলা স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করেন।

(২) দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে অনুনয় বিনয়ে বশীভূত করিয়া পাণ্ডবগণকে বারণাবতনগরে বসতিকরণ জন্য পাঠাইয়া দেন। দুর্য্যোধনের মন্ত্রী পুরোচন ঐ নগরে লাক্ষা, শণ, সর্জ্জরস প্রভৃতি দাহ্যমান পদার্থ নিচয়ে একগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পাণ্ডবগণকে বাস করিতে দেন, এবং পুরোচন ও একগৃহে বসতি করেন; কথা থাকে পুরোচন অগ্নি প্রদান করিয়া পলায়ন করিবেন। বিদুরের উপদেশে পাণ্ডবগণ পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়াছিলেন, একদিন রাত্রিতে এক নিষাদী তাহার পাঁচটি পুত্র লইয়া নিদ্রিতা ছিল, পাণ্ডবগণ সেই অতিথিগণকে এবং পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন করেন।

(৩) বুসিরিস্ মিশর দেশের এক ভয়ানক নিষ্ঠুর রাজা; তাঁহার অশ্ব প্রত্যহ নরমাংস আহার করিত। হার্কিউলিস তাঁহাকে বধ করেন।

নরক বাস করিয়া অহোরাত্র টিটিয়সের (১) অনন্ত যন্ত্রণা সহিতেছে। মরুভূমির বাতচক্রে মধ্যাহ্ন সময়ে বালুকাস্তম্ভ উত্থিত হইয়া বিধবা-হৃদয়ে চাপিতেছে, সইমুম্ এবং সিরাকো (২) বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। সেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে অগ্ন্যুৎপাত, উল্কাপাত। উন্মত্ত কুকুরবৎ বিধবা মস্তিষ্ক দিবা নিশি ঘুরিতেছে, তীব্র বিষে একবারে জর্জ্জরিত।

বিধবা-হৃদয় জনপ্রাণীশূন্য এক বিস্তৃত প্রাচীনবিশ্ব, জীবগণ নির্ব্বংশ হইয়াছে; বিধাতা সে বিশ্বের উদ্ভিজ্জ সকল উঠাইয়া যেখানে জল আছে, জীব আছে সেখানে, সেই সুখের রাজ্যে লইয়া গিয়াছেন; আর বিধবা যে তরুটির ছায়ায় বসিয়াছিল, সে তরুটি ও সমূলে উৎপাটিত এবং স্থানান্তরে রোপিত হইয়াছে; বিধবার চারিদিকে, উপরে, নীচে মহাশূন্য, বায়ু বহে না শব্দ হয় না, শ্মশানবৎ নিস্তব্ধ।

দাম্পত্য গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে যত কিছু আড়ম্বর দেখিয়াছ, পাঠ করিলে বুঝিবে পুস্তকের অনেকাংশ নিতান্ত নীরস। শেষ পৃষ্ঠায় দাম্পত্যের সমাধিক্ষেত্রে, কঙ্কালময় মৃতশরীর সমাধিস্থল বিদীর্ণ করিয়া হঠাৎ তোমার সমক্ষে উপস্থিত; বিধবার হৃদয়ে দাম্পত্যের সমাধি।

আবার, তুমি যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাস, প্রীতি পুষ্পাঞ্জলিতে দীর্ঘকাল যাবৎ অর্চ্চনা কর, সে তোমার নয়নসমক্ষে অন্য এক জনের হস্ত ধরিয়া, অন্য এক জনের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া হাসিতেছে, আহ্লাদে ভাসিতেছে, সুখের আলাপ করিতেছে, কথা কহিতেছে; তুমি বুঝিতেছ সেই তাহার

(১) টিটিয়স্ এক দৈত্য, গ্রীক্ দেবোপাখ্যানে বর্ণিত আছে, সে লাটোনা দেবীকে অপমান করাতে তাঁহার সন্তান দ্বয় এপোলো এবং ডায়না (সূর্য্য, চন্দ্র) তাহাকে বধ করেন। সে নরকে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার শরীরে নয় একর ভূমি আবরণ করিয়াছিল। গৃধিনী সকল অনবরতঃ তাহার যকৃৎ ভক্ষণ করিত, পুনরায় প্রত্যেক বার নূতন যকৃৎ উৎপন্ন হইত, টিটিয়সের শক্তিসামর্থ্য হৃত হইলেও সে দুঃসহ বেদনা অনুভব করিত, এবং এই দুর্ব্বিসহ যাতনায় নীরব আর্ত্তনাদ করিত।

(২) মরুভূমির দুইটি বায়ু, ইহাতে নিশ্বাস নিরোধ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণ নাশ করে।

প্রকৃত প্রণয়ী, তাহাকেই প্রাণের সহিত ভাল বাসে, তুমি কেহ নও, তোমার দিকে ভ্রমেও তাকায় না, তাকাইলেও সে অপরিচিত দৃষ্টিতে তোমার হৃদয়-শোণিত জমিয়া যায়। তুমি সে দৃশ্য সহিতে পারিতেছ না, চারিদিকে, উর্দ্ধে, নিম্নে দৃষ্টিপাত করিতেছ, কিন্তু যে দিকে যখন চাহিতেছ, সেই যুগল মূর্ত্তিই দেখিতেছ। তখন কি তুমি চীৎকার করিয়া নয়ন যুগল বন্ধ করিবে না? আবার, সেই অবস্থায়,—হৃদয় ফাটিয়া যায়, আশায় জলাঞ্জলি, সেই ভীষণ অবস্থায় যদি নয়ন নিমীলিত করিয়াও যাহা দেখিতে চাওনা সেই যুগলমূর্ত্তিই তোমার মনশ্চক্ষু অবলোকন করে, তখন কি হঠাৎ ভয়ে মৃত ব্যক্তির ন্যায় অস্ফুট চীৎকার করিয়া সংসারের নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় লইতে তোমার ইচ্ছা হইবে না? পরলোকগত প্রিয়তম-সম্বন্ধে বিধাতার অনুক্ষণ সেই অবস্থা, বিদায় তাহার এই জন্যই এত প্রার্থনীয়।

বিধবা-হৃদয়ে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ, আহারের শেষসম্বল অপহৃত, মন উপবাসী। হৃদয়-বরজে সজারু প্রবেশ করিয়াছে, সকল ছিন্ন ভিন্ন। হৃদয়-শিম্বী চৈত্রের রৌদ্রে ফাটিয়াছে, তুলা দিগদিগন্তে বিক্ষিপ্ত। হৃদয়ের কাশ-কুসুম শরতের অসাময়িকঝটিকায় উড়াইয়া নিয়াছে, দণ্ডমাত্র অবশিষ্ট। হৃদয়-তটিনীর তট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জল নাই, চড়া বাঁধিয়াছে। বিধবা করিভুক্ত কপিত্থ,—অভ্যন্তরভাগ শূন্যময়।

আজ যদি কোন সিদ্ধ-পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইতেন, জীবনান্তে দিব্য লোকে তাঁহাকে পাইব একথা শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারিতেন, তাহা হইলে মৃত্যু কামনা করিতে কষ্টবোধ হইত না, সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ের সর্ব্বরোগহর অকৃত্রিম অমৃত চূর্ণ সেবনে আগ্রহ হইত। কিন্তু ক্ষারদগ্ধ বিধবা-হৃদয়ে আশার মুকুল ফোটে না, তাহার সাহস কি? ইহলোকে যতদিন আছি 'একদিন পাইব' আশা আছে। কিন্তু বাস্তবিকই যদি পরকাল শূন্যময় হয়, যদি প্রশান্ত মহাসাগরে নিমজ্জিত কেশের সূক্ষ্মতম অগ্রভাগের ন্যায় অনন্ত গর্ভ হইতে সেই সূক্ষ্মতম প্রিয়তম পদার্থ বাহির করিতে না পারি, তাহা হইলে, ঐ যে লক্ষ লক্ষ যোযন উচ্চে ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রটি দেখা যাইতেছে, তাহা হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন উচ্চে উঠিয়া নিরাশার বজ্রাঘাতে নিম্নাভিমুখে নিক্ষিপ্তা হইলে পতন সময়ে কি অবস্থা হইবে? সে পতনে পাদতলে পৃথিবী

থাকিবেনা, অবলম্বন পাইব না, অনন্তের শূন্যগর্ভে অনন্তকাল কেবল 'পড়িলাম পড়িলাম' এই যাতনাই ভোগ করিব। বিধবার চিন্তা এইরূপ।

রুশিয়া হইতে প্রত্যাগমন সময়ে নেপোলিয়নের সৈন্যগণ যে অবস্থায় মৃত হয়,—খাদ্য নাই, সম্বল নাই, বল নাই, সাহস নাই, পশ্চাতে বিপক্ষের আক্রমণ,সম্মুখে বড় বড় নদী, পাদতলে তুষাররাশি,—বিধবার চিরদিন এই অবস্থা।

হৃদয় বড় সাবধান, সকল কথা গোপন করিয়া রাখে। লিখক লেখনী লইয়া কিছুদূর অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত কি লিখিবেন জানেন না, পণ্ডিত কোন্ সত্য কি উপায়ে উদ্ভাবন করিবেন, উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্বে তাহাও জানেন না, আর বিধবার বৈধব্যে কি দশা হইবে সধবা সময়ে তাহা জানিতে পায় না, হৃদয় সকল সংবাদ লুকাইয়া রাখে। বাল্যকালের, যৌবনের, দাম্পত্য জীবনের শুক্লপক্ষের হৃদয় এখনও হৃদয়ই আছে ; কিন্তু তখন যাহা দেখাইত, মধুর কণ্ঠে গাহিত, শুনাইত, এখন আর তাহা দেখায় না, শুনায় না। তখন হৃদয় জীবন দেখাইয়াছে মৃত্যু দেখায় নাই, মৃতশরীরের উপর যে সুরঞ্জিত বসনখানি ছিল, তাহার অভ্যন্তরে মনোহর বাদ্যযন্ত্র আছে বলিয়া আমাকে প্রবোধ দিয়াছে, কিন্তু সে আবরণ উঠাইয়া দেখায় নাই। আমার হৃদয়ে এত যন্ত্রণা এত ছটফটি আমার জন্য সঞ্চিত আছে পূর্ব্বে তাহা বুঝি নাই। যদি জানিতাম এই অনন্ত ভাণ্ডার বর্ত্তমান আছে, তাহা হইলে আর বসিয়া থাকিতাম না, কার্য্য করিতাম না, নিদ্রা যাইতাম। এই দেখ পাদতলে আগ্নেয়গিরিগহ্বর, মস্তকোপরি অগ্নি সংযুক্ত কামান, আর হৃদয়ে বারুদখানা হৃদয়ানলে জ্বলিল!

আশা গর্ভস্থ সন্তান, কখন ভূমিষ্ঠ হইবে জানি না, বালক কি বালিকা হইবে জ্ঞাত নহি, সুরূপ কি কুরূপ হইবে তাহাও বুঝিতে পারি না, অথচ সেই একদিন-দেখিব-মুখ খানির প্রতি সংসার বদ্ধ-দৃষ্টি। আজ যে গর্ভপাত হইতে পারে একথা কে মনে করে? এমন অসম্ভবে সম্ভব কল্পনা, অনিশ্চয়ে নিশ্চয় ধারণা আর কোথায় দেখিবে? এই যে সংসার সাগরে সুখের তরঙ্গ,—এক পার্শ্বে অট্টালিকা অন্য পার্শ্বে সমাধিস্থল, একদিকে উন্নতি অন্য দিকে অবনতি, একদিকে আশা অন্যদিকে নিরাশা, বিধবা হৃদয়ে এরূপ বৈচিত্র ও নাই। তরঙ্গের অবনত স্থান আছে, উন্নত মস্তক

নাই, প্রকম্পন আছে আস্ফালন নাই, জল আছে শৈত্য নাই। বিধবা-হৃদয়ে চারি পাঁচটি ভূমিকম্প চিরদিন বাঁধা আছে, আর কোথায়ও যায় না, তাহাতে এই সংসারে আর একটি হৃদয়ও কাঁপায় না। জীবন-বাণিজ্যের জাহাজ খানি মধ্যসমুদ্রে লইয়া গিয়া বিধবা আশার মস্তকে, জাহাজের নীচে কুঠার মারিয়াছে, ভরসা ছিল নিজেও অতল জলে ডুবিয়া রহিবে। কিন্তু সকল ডুবিল বিধবা ডুবিল না; সমুদ্রের পবিত্র সমাধি বিধবার জন্য নহে, তরঙ্গ তাহাকে তাড়াইয়া দিল। মানবের পাদচিহ্নবিহীন সৈকত ভূমিতে বিধবা পতিতা। তাহার এই দশা।

সীমাবদ্ধে অসীমের অবস্থান বড় আশ্চর্য্য; সীমাবদ্ধ জীব মানব, তাহার তৃষ্ণা অসীম! এ সজীব জগতের পক্ষে। বিধবার জীবনও অসীম, ফুরায় না। দেখিতেছ তাহার অন্তরায় নাই, সে যেন এক পা অগ্রসর হইলেই পরলোক প্রাপ্ত হয়, সে মায়াবন্ধন কাটিয়াছে, কেহ তাহাকে নিষেধ করে না, তবুত মরিতে পারে না। কোন স্থান বায়ু শূন্য করিয়া এক সেকণ্ড তাহার মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে যেমন নিমেষমধ্যে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে, অতি অল্প ক্ষণে মৃত্যুঘটে, বিধবা সংসারের সেইরূপ নির্ব্বাত স্থানে অবস্থান করিয়াও মরিতে পারে না। যখন তাহাকে নিস্তব্ধ দেখ, তাহার হৃদয় মৃত মনে কর, তখনও সে হৃদয় নিদ্রিত মাত্র, মৃত নহে। তুমি সে হৃদয়ের জাগ্রতাবস্থাও দেখিতে পাও না, সে নীরব আর্ত্তনাদও শুনিতে পাও না। বিধবা মর্ত্ত্য-লোকে পাপী অমর, দুঃখী অমর, বিষ পানে অমর।

কে বলে বায়ু সকলের জন্য প্রবাহিত, আতপ সকলের অঙ্গে সমভাবে পতিত, আকাশের বারিধারায় সকলে এক ভাবে অভিষিক্ত? এসকল স্বাতি-নক্ষত্রের জল, পাত্রবিশেষে ফল উৎপাদন করে,—বিধবার মস্তকে পতিত হইয়া কেবল মৃগীরোগ জন্মায়। বিধবার বায়ুতে শান্তি নাই, আতপে উৎসাহ নাই, বৃষ্টি তাহাকে সজীবতা প্রদান করে না। সংসারের সমরাঙ্গন হইতে সগৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না দেখিয়া বিধবা-হৃদয়ে স্নেহ-ময়ী জননী প্রকৃতি দেবী তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছেন, (১) সে যন্ত্রণা কে

(১) গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টাবাসিনী ডিমেট্রিয়া সমরাঙ্গন হইতে সগৌরবে প্রত্যা-বর্ত্তন না করাতে আপন পুত্রের প্রাণ বধ করেন।

নিবারণ করিবে? সে যাতনায় প্রাণ বিয়োগ হইলেও বিধবার আত্মা শতবর্ষ এই পার্থিব-যন্ত্রণাই ভোগ করিবে, বৈধব্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হইলে তাহার আর নিস্তার নাই (১)।

ঐ যে সুনীল আকাশ হাসিতেছে, নক্ষত্র ভাসিতেছে, কেমন স্নিগ্ধ-দর্শন, কেমন হর্ষোদ্দীপক! যখন মেঘের নীলাবরণে আকাশ আবৃত হয়, চারিদিকে শোকাশ্রু বহিতে থাকে, আকাশের সে দৃশ্য কেমন শোচনীয়! আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের সমাধিমন্দির, গ্রহ নক্ষত্রের শ্মশানভূমি কেমন বিষাদ-মণ্ডিত! বিধবা-হৃদয় ঐরূপ নিবিড় নীলিমায় অনুক্ষণ নিমজ্জিত। কিছুদিন গত হইলে সে আকাশে ঝটিকা বহে না, বৃষ্টি পড়ে না, গাঢ় মেঘ গাঢ়তর হইয়া অন্ধকারের লহরী উঠাইতে থাকে। তাহাতে বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না, রামধনুও খেলায় না, বিহঙ্গমগণের শ্রেণীবদ্ধ অথবা উচ্ছৃঙ্খল গমনেও তাহার বৈচিত্র সম্পাদন করে না; ঐ যে অনন্ত পর্ব্বত শ্রেণী শূন্য-সমুদ্রে স্থির তরঙ্গ বিস্তার করিয়া আছে, বিধবার হৃদয়তরঙ্গ তেমনই স্থির, অবিচলিত, মায়া মমতা শূন্য, প্রস্তর রচিত।

বিধবা যদি স্বামীসোহাগিনী এল্‌সেষ্টিসের ন্যায় (১) সুভাগিনী হইত, সে যদি স্বামীর প্রতিনিধি হইয়া যমনসদনে গমন করিতে পারিত, তবে তাহার এই বিদায় সময়ে সে তুষারাবৃত পথের দুর্গমতা, শীতের কঠোরতা নিবারণ করিতে হৃদয়ে গন্ধকানল প্রজ্জ্বলিত করিত না, শ্বাসনিরোধক ধূম-পুঞ্জে সকলের অসুখ জন্মাইত না, চন্দ্র সূর্য্যের বিদায়ের ন্যায়, গোলাপবসনা

---

(১) গ্রীক দেবোপাখ্যানে লিখিতআছে। ক্যারন্ নরকের পাটনী। তাহার কার্য্য এই যে, মৃতব্যক্তির আত্মা ষ্টিজিয়ান্ হ্রদের (বৈতরণীর) উপর দিয়া তাহার ভাঙ্গা নৌকায় লইয়া গিয়া পার করিয়া দিত। কিন্তু যাহার অন্তেষ্টিক্রিয়া হয় নাই তাহার আত্মাকে ক্রোধের সহিত তাড়াইয়া দিত, পার করিত না। ঐসমস্ত আত্মা মরুময় তটদেশে শতবর্ষ ভ্রমণ না করিলে পার হইতে পারিত না।

(২) থেসেলীর রাজা এড্‌মিটস্ মৃত্যুমুখসমীপস্থ হইলে তাঁহার পতিপ্রাণা প্রণয়িনী এল্‌সেষ্টিস্ তাঁহাকে মরিতে না দিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করেন।

ঊষাদেবীর বিদায়ের ন্যায়, গোধূলীর তিরোধানের ন্যায় অতি অল্প সময় অন্তরালে থাকিয়া পুনরায় নবীন গৌরবে উপস্থিত হইত।

সংসারে ললনা হৃদয় চিরবিকম্পিত সাগরাম্বু, ঈর্ষায় অবিরত আন্দোলিত। স্বামী-সমক্ষে দর্পণ দেখিলে দর্পণ সেই অমূল্য চিত্র ধারণ করিল, আলিঙ্গন করিল বলিয়া ললনা ঈর্ষায় অধীরা হয়, আবার দর্পণ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে প্রিয়তম চিত্র যাহাতে ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাও সহনীয় নয়; স্বামী রক্ত-মাংস জীবন শূন্য, কাগজে অঙ্কিত স্ত্রী-চিত্রটির দিকে তাকাইলেও হৃদয় নিদারুণ ব্যথা অনুভব করে। কিন্তু হায়! বিধবার সেই স্বামীরত্ন তাহার নয়নের অন্তরালে, কল্পনার অপর পার্শ্বে,—কোন্ সরসীর বিমল সলিলে, কোন্ দর্পণের স্বচ্ছ অঙ্গে প্রতিফলিত বিধবা তাহা দেখিতেও পায় না!

বিধবা-হৃদয় সংসারের অপ্রিয়, সংসারসহ তাহার সম্বন্ধ কি? তাহার হৃদয় শোকার্ত্তের কণ্ঠরুদ্ধ নিশ্বাসের ন্যায়, আয়তনয়নে স্থির অপতিত অশ্রু-বিন্দুর ন্যায় স্তম্ভিত, সে কাহার জন্য ভাবনা করিবে? আজ কোন বীরভদ্র, কোন তারকাসুর, বৃত্রাসুর, অথবা তদপেক্ষা সহস্র গুণ পরাক্রান্ত কোন বিরাট পুরুষ আসিয়া ত্রৈলোক্য অধিকার করুক, তাহার সুবিশাল শরীর আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক, তাহার দণ্ড-তাড়নায় চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, কক্ষ ভ্রষ্ট হইয়া দিগ্দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হউক, তাহার আবর্ত্তনে মহার্ণব ঝলকে ঝলকে অগ্নিশিখা, পাদ তাড়নে পর্ব্বত চলকে চলকে গরল উদ্গীরিত করুক, তাহার পদাঘাতে সৌরজগৎ রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া যাউক, বিধবার তাহাতে ক্ষতি কি? প্রলয়ের জলপ্লাবনে ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া গেলে বিধবার কোনই অনিষ্ট নাই; তাহার এমন কিছুই নাই সে যাহারজন্য আক্ষেপ করিবে।

বিধবা-হৃদয়ে কালের ভয়ানক অত্যাচার। প্রণয় আর্ম্মিন্ (১)—তুষার

(১) আর্ম্মিন্ শীত প্রধান দেশের জন্তু বিশেষ। সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা তাহার অভ্যাস; কোনরূপে শরীর মলিন হইতে দেয় না। শিকারীগণ আর্ম্মিন্ ধরিতে হইলে যেস্থানে আর্ম্মিন্ থাকে তাহার চারিদিক কর্দ্দমপূর্ণ করে। মধ্যস্থলে তাড়না করিলে আর্ম্মিন্ বাহির হইতে চায়, কিন্তু শরীর কর্দ্দমিত করার পরিবর্ত্তে ধৃত হওয়া ও শ্রেয়ঃ বিবেচনায় দাঁড়াইয়া থাকে। তখন শিকারীগণ অনায়াসে ধৃত করে। আর্ম্মিনের রোমে টুপী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

শুভ্র, পবিত্র; কোনরূপে তাহা পঙ্কিল হইবার নহে। কাল, ললনার চারিদিকে কর্দ্দম স্থাপন করিয়া তাহার হৃদয়ের প্রণয়-রত্ন অনায়াসে লইয়া যায়। তখন বিধবা কর্দ্দম-নিমগ্না, গতিহীনা, শান্তি-বিবর্জ্জিতা।

অর্থ! তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই, তুমি অসম্ভব সম্ভব করিতে পার। তুমি শোকাতুরা মাতার সমক্ষে স্বর্ণ-কান্তি বিস্তার করিয়া সকল যন্ত্রণা ভুলাইতে পার, আর অন্য কথা কি বলিব? মণ্টিক্রিষ্টোর কৌণ্ট্ (১) এডমণ্ড্ ড্যাণ্টে চতুর্দ্দশবর্ষ কারাবাস এবং অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, যখন ফ্রান্সদেশে তাঁহার পিতা অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করেন, প্রণয়িনী হতাশহৃদয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে,—তাঁহার সকল যন্ত্রণার কারণ স্বরূপ পরম শত্রুকে পতিত্বে বরণ করেন, তখনও তোমার মোহিনী মূর্ত্তিতে একবার মোহিত হইয়াছিলেন, মণি, মুক্তা, হীরক, স্বর্ণের মুগ্ধ-করিজ্যোতিতে তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার ক্ষণেকের জন্য বিদূরিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ তুমি পতিগতপ্রাণা বিধবার সমক্ষে হীরকের পিরামিড্, স্বর্ণের হিমালয়, রৌপ্যের মহাদেশ, মুক্তার মহাসাগর, রত্নের রাজপ্রাসাদ হইয়া উপস্থিত হও,—তাহার এক নাই, কিছুই নাই,—সে একবার তোমার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। তুমি দানধর্ম্মের সাহায্য কর, জীবনের প্রয়োজন সাধন কর, তুমি আবশ্যকীয় বস্তু; কিন্তু যে বিধাতা হৃদয়ের অনন্তভাণ্ডার, মনের অমূল্যসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া এই সামান্য, নির্জ্জীব, হৃদয়বিহীন অর্থ তাহার বিনিময়ে প্রদান করিয়াছে সে কি তাহার উপকার করিল? বিধবা কি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া গ্রহণ করিতে পারে? বিধবার নিকট এজন্যই অর্থ নিরর্থক, বিধবার অবস্থান এই নিমিত্তই ভিত্তিশূন্য গৃহে।

জন্ম মৃত্যুর বিজ্ঞাপন মাত্র, লোকে তাহা সাবধানে পাঠ করে না। যখন সেই পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করে, প্রতিপৃষ্ঠায়, প্রতিপংক্তিতে, প্রতি

(১) এই নামক একখানি উৎকৃষ্ট ফরাসী উপন্যাসে এই সকল অবস্থা বর্ণিত আছে। সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডার ডুমা এই উপন্যাসের রচয়িতা। উপন্যাসখানি অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ড্যাণ্টের বিবাহ করিবার সময় কারাবাস, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ, পরিশেষে অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পাপী শত্রুর দণ্ড-বিধান পুণ্যাত্মগণের প্রাণপণ সাহায্য ও উপকার সাধন উপদেশপূর্ণ ও অবশ্য জ্ঞাতব্য।

শব্দে, প্রতি অক্ষরে কালের সেই নীরস মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তখনও ইচ্ছা করিয়াই জ্ঞান-নয়ন ঢাকিয়া রাখে। এই স্থলে লোকে জানিয়া শুনিয়া অজ্ঞান থাকা ভাল বোধ করে, যে চক্ষু আপনা হইতে বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিতে চায় তাহা ঢাকিয়া রাখে। সংসারে এই স্থলে জ্ঞানাপেক্ষা অজ্ঞতা আদরণীয়, আলোকাপেক্ষা অন্ধকার প্রার্থনীয়, পরিবর্ত্তনাপেক্ষা একাবস্থায় থাকা বাঞ্ছনীয়,—আর কোথাও নহে। মনুষ্যের এই অবস্থা, কিন্তু বিধবার নহে,—বিধবা মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত। সে বিজ্ঞাপন একদিন পাঠ করিয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞাপকের নিকট উপস্থিত হইতে পারিল না, সে কৃতান্তকে আলিঙ্গন করিতে চায়, কৃতান্ত অন্তর্দ্ধান হয়। তোমার ছায়ার শরীরে শরীর মিশাইতে দৌড়িতে থাক, কখনও তাহা ধরিতে পারিবে না; বিধবার পক্ষে মৃত্যু তাহার হৃদয়ের ছায়ামাত্র, সে আর তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না। সকল যন্ত্রণার শেষ আছে, বৈধব্যের শেষ নাই; বিধবা শ্মশান-বক্ষে শয়ন করিয়াও শূন্য হৃদয়ের হাহাকার শুনিতে পায়।

ঐযে সৈন্যগণের লক্ষ্য-ফলক খানি শতছিদ্র ধারণ করিতেছে, শোকের বর্ত্তুলাঘাতে বিধবা-হৃদয় ঐরূপ শতধা বিদারিত, স্মৃতির চালুনী তাহাতেই বিবর-সমষ্টি। সুখ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, স্মৃতি তাহা ধারণ করিতে পারে না; দুঃখ স্থূল পদার্থ, স্মৃতিবিবরপথে স্খলিত হইতে পারে না, হৃদয়ে থাকিয়া যায়। সুখের বাড়ীঘর আছে, ক্ষণেকের জন্য বিদেশে আসিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল; দুঃখ স্বজন বন্ধু বিবর্জ্জিত পিতৃমাতৃহীন বালক, তাহার মাতার নির্ব্বাসিত অবস্থায় সাইভিরিয়ার উত্তর প্রান্তে তুষার মধ্যে তাহার জন্ম, তাহার বাটী নাই,জন্মস্থান তুষারে অচিহ্ন করিয়াছে, সে আর কোথায় যাইবে, কে তাহার আদর করিবে? বিধবা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, সে আর কোথায়ও যাইবে না।

স্মৃতির একপার্শ্বে জানি না কিরূপে একটি সুখের ছবি দুঃখের অঙ্গে সংলগ্ন রহিয়াছে, জর্জ্জরিত অতিজীর্ণ হৃদয়েরলূতাতন্তুজড়িত এক নিভৃত প্রান্তে আজি তাহা দেখিতে পাইলাম। আঁধার হৃদয়ে খদ্যোতিকার ক্ষীণা-লোক সেইটুকু দেখাইয়া দিল। কিন্তু খদ্যোতিকার আলোক, তৈল শূন্য দশা, শীঘ্রই নিবিয়া গেল, কালসমুদ্রে সুখ শুশুক ভাসিয়াই ডুবিয়া পড়িল।

সম্মুখে শিশু সন্তানটি খেলিতেছে, হাসিতেছে, বিশ্বসংসার হাসাইতেছে। শিশুর হাসির মত মাদক দ্রব্য, তেমন মধুর ইন্দ্রজাল, সেই ক্ষুদ্রতমাকৃতিনর-মুখে দেবজ্যোতি আর কোথাও নাই। আমার বোধ হইল যেন সংসারে দুঃখ নাই, বিষাদ নাই ; বালকের চারিদিকে যেমন শুভ্র পুষ্পের জ্যোতি এবং সুবাস তরঙ্গখেলিতেছে সংসারের সর্ব্বত্রই এইরূপ। শিশুর হাসি, ঊষা-দেবীর প্রভাত প্রচার,—আপনি হাসে জগৎ হাসায়; ঊষাদেবীর ক্রোড়-দেশে গোলাপীরবি, জননীর অঙ্কে হাস্যময় শিশু, বৃক্ষোপরি শারদ স্থলপদ্ম, প্রণয়মুখে আশা,চন্দ্র সভায় পূর্ণচন্দ্র,—বড় রমণীয়। তখন অপরাহ্ন,সময় সুখদ, প্রকৃতির আকাশ মনের আকাশ সকলই পরিষ্কার,কোথায়ও একখণ্ড মেঘ নাই, একবিন্দু বৃষ্টি নাই। প্রতিমুহূর্ত্তে হৃদয়সূত্রের আকর্ষণে স্বামী আকর্ষিত হইতে-ছিলেন ; তিনি আসিবেন পুষ্পবনে অনিল-ক্রীড়া, কমলকাননে কমলার আবির্ভাব, তারকাবনে দেবসঙ্গীত, দেববিহার দেখিবেন, শুনিবেন, আমি এই আশায় হৃদয়ে তাঁহাকে আবাহন করিতেছিলাম ; তিনি আসিলেন।

আমি সেই প্রয়াগসঙ্গমে গঙ্গার পবিত্র তরঙ্গ যমুনায় ঢালিতেছিলাম, আমার সুখের লহরী উথলিয়া পড়িতেছিল, দুই স্রোতঃ মিশিবে, বহিবে, নাচিবে, উচ্ছ্বসিত হইবে, তটদেশ প্লাবিত করিবে, এমন সময়ে দেখি-লাম বায়ুকোণে মেঘ উঠিয়াছে, প্রাণেশের মুখ গম্ভীর। পর্ব্বত মেঘে ঢাকিয়াছে, পার্শ্বে একবার বিদ্যুত বিকাশ হইতেছিল, মেঘসঙ্গে মিলিয়াগেল, আর প্রকাশ পাইল না ; সরোবর-বক্ষে চন্দ্রকৌমুদী পতিত হওয়াতে বারিরাশি নাচিতেছিল, অকস্মাৎ অন্ধকার হওয়াতে থামিয়াগেল, সকল স্থির হইল ; দিন-মণির আগমনে সরোজিনী বিকাশ পাইতেছিল,হঠাৎ তুষার-সম্পাতে একবারে বিনাশ হইল; আষাঢ়ে যে নদী সগৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা এক বারে শুকাইয়াগেল !

তেমন সুখে দুঃখের আক্রমণ, বিবাহ সময়ে বৈধব্য ; তেমন সুখে অবস্থা পরিবর্ত্তন, কুসুমকাননে মৃতদেহ; তেমন সুখে বিঘ্ন, অজের ইন্দুমতি বিয়োগ-দুঃখ ; কিরূপে সহ্য হইবে ? আমি নিস্পন্দ হইলাম।

আমার বাল্যে অকস্মাৎ বার্দ্ধক্য দেখিয়া, বসন্তে শীত সমাগম অবলোকন করিয়া নাথ আমার হাসিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সে হাসি ফুটিল না, শুভ্র

ধুতুরা ফুলটির মত অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত হাস্যময় দেখাইল না, নিদাঘের অপরাহ্নে অশ্রুমুখী প্রকৃতির হাসির মত একবার অৰ্দ্ধস্ফুট সৌর কর দেখাইল, তাহাতে রজনী যে কাঁদিয়া পোহাইবে তাহাই প্রকাশ পাইল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, ঈষদ্‌বিকৃত অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "আমার মুখের সামান্য মালিন্য তোমার নিকট ভয়ঙ্কর মেঘ,—তোমার হৃদয় সরসীর স্বচ্ছসলিলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহা প্রতি ফলিত হয়। এখনও আমি বলি নাই যে তোমার প্রয়োজনে, তোমার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিতে কলিকাতায় যাইতেছি, বিদায় লইতে আসিলাম, তাই তুমি এমন হইলে! তোমার দিন কিরূপে যাইবে?"

আমি কথা বলিলাম না, নীরব রহিলাম। তিনি আবার বলিলেন, "এখন বিদায় দেও, অল্প দিন পরেই ফিরিয়া আসিব; আজ তোমার হাসি হাসি মুখ খানি মলিন করিলাম, আবার হাসাইব,—আজ যে প্রদীপটি লইয়া-গেলাম, আবার তাহা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে,—এ দৃশ্য আমার সতত মনে রহিবে।"

আমি তখনও কথা কহিলাম না। কণ্ঠরুদ্ধ নিঃশ্বাসটি নিঃশব্দে নির্গত হইল, অপাঙ্গ হইতে দুইটি বিন্দু স্খলিত হইল, সেই সঙ্গে দুইটি ধারা বহিল। নাথ আমার নীরবে মুখেরদিকে চাহিয়া রহিলেন, অনেক দিনআমাকে দেখি-বেন না, দূরে একাকী থাকিবেন, তাই বুঝি অতি সাবধানে আমার মুখ খানি দেখিতে এবং বিদেশের সম্বল স্বরূপ হৃদয়ে আঁকিয়া লইতে লাগিলেন।

আমার হৃদয়-সেতু, উভয়ের প্রণয়-প্রাণের যোজকটি আকাস্মিক দুঃখে ভাঙ্গিয়া দিল, দুইদিক হইতে বেগে জল-রাশি আসিয়া তরঙ্গে তরঙ্গের আঘাত হইল, প্রথম দুঃখের দুর্নিবার বেগ যেন কিঞ্চিৎ থামিল, উভয় স্রোত এক-দিকে বহিতে লাগিল। প্রাণেশ আমার জানিতেন না যে, আমি সম্পত্তির জন্য লালায়িতা নহি। তিনি জানিতেন না যে, যে সময় তিনি বহির্ব্বাটিতে থাকেন তাহাই আমার যুগ সহস্র, তাহাই আমার আঁধার রজনী,——তুলনায় সুখা-ধিক্য লাভ করিতে, মেঘান্তরিত চন্দ্রমা দেখিতে প্রয়োজন নাই। জানিতেন না, তাই ওরূপ ভাবিয়া আমাকে রাখিয়া গেলেন, আমার নিকট বিদায় লইলেন। হায়! যে বিদায় তখন বিধাতার মনে ছিল, বিধাতা সেই বিদায়-মঞ্চের প্রথম প্রস্তর স্থাপন করিল!

"বিদায় দেও" শব্দটি সাহারার রৌদ্র, আমার সবুজ—শোভিত হৃদয় শুকাইয়া ফেলিল। নাথ দেখিলেন আমার রূপ আছে, লাবণ্য নাই, চক্ষু আছে জ্যোতি নাই, জিহ্বা আছে বাক্য নাই,——"বিদায়" এই একটি শব্দ সকল লইয়া গেল! যখন ধারা নয়নপথে বহিল, নাথ জানিতেন থামাইতে পারিবেন না, প্রবোধ দিলে বৃদ্ধি পাইবে, তিনি নীরব হইলেন। যখন কান্না থামিল আমি কথা কহিতে পারিলাম না, ঝটিকার অবসানেও সমুদ্র অনেক ঘণ্টা আন্দোলিত থাকে, আমার কথা বলিবার সাধ্য হইল না; তখন তিনি বলিলেন "তোমার মনে শান্তি নাই, পাগলিনী, বাস্তবিকই পাগল হইবে! যে মৃদু সমীরণ তোমার অঞ্চল খানি সঞ্চালিত করিতে পারে না, তাহাই তুমি মহাসমুদ্রের ভীষণ ঝটিকা মনে কর। বিপদের কি হৃদয় নাই যে তোমাকে বিপন্ন করিবে, দুঃখের কি ভয় নাই যে তোমার নিকটে আসিবে? তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

নাথ জানিতেন না বিপদ অস্বামিক বস্তু, তাহাকে কেহই আমার বলিয়া আদর আলিঙ্গন করে না, সংসারের অকৃতজ্ঞতায়, নির্দ্দয়আচরণে, সে একবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহার এখন আর দয়ামায়া, স্নেহ মমতা কিছুই নাই, সে যাহাকে পায় তাহাকে আক্রমণ করে। উন্মত্ত কুকুরের বিষ বিপদের মজ্জাগত, বিপদ ক্ষেপিয়াছে, যাহাকে পায় তাহাকে ক্ষেপাইয়া উঠায়। ঐ যে ভুবনমোহিনী ললনাটি হাসিতেছে, সে রূপে সৌদামিনী কিন্তু তাহার মস্তকে অশনি; তাহার অঙ্গশোভা গজদন্তবৎ বিশুদ্ধ, বিনির্ম্মল কিন্তু সে করিরাজের কবলগতা; সে প্রীতি-কুসুমময়ী, কিন্তু কীটভক্ষ্যা; নাথ একথা জানিতেন না। জানিতেন না বলিয়াই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। ললনার অদৃষ্ট পাঠ করিতে এরূপ ভ্রমে কেই বা পতিত না হয়?

সেই বিদায়, প্রণয়-সৌধের সেই ভগ্ন সোপানটি আজ মনে হইল, যে অট্টালিকা দুইদিন পরে ভূমিসাৎ হইবে, প্রথমে যে তাহার ঘোষণা স্বরূপ একটি সোপান ভাঙ্গিয়াছিল, আজ অতীত ছবিগুলি তলাস করিতে তাহার প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। দেখিতেছি সত্য, কিন্তু এখন আর জীর্ণ সংস্কারের উপাদান নাই, ভবিষ্যৎ ত ফুরাইয়াছে, বর্ত্তমান অন্ধ, অতীতসেবিকা আমি সেই দিনের সেইযাতনায় দগ্ধ হইতেছি। এই না পঞ্চমী তিথি,

নিশানাথ বসন্তের সুখের অঙ্কে শয়ান! এই না চারিদিক উল্লাসিত, এই না সংসার মানব পূর্ণ,—প্রফুল্লহৃদয় উৎসাহশীল মনুষ্যে পরিপূর্ণ? কৈ, আমার মনে ত সুখ নাই, শান্তি নাই, পূর্ণতা নাই,—হৃদয়ের বৃত্তটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, একদিকে অনুপ্রমাণ বক্র রেখাটি রহিয়াছে মাত্র,—কি যেন কেমন একটি অভাবের ভাব, বুঝি না, প্রকাশ করিতে পারি না, এরূপ অবস্থা অনুক্ষণ হৃদয়ে ঘুরিতেছে। শূন্য মণ্ডপে এই শূন্য ভাব কে ঢালিয়া দিল, অনলে অনল কে পুড়িল, মেঘের অঙ্গে অমানিশি কে বাঁধিয়া ছিল? হায় হায়! ভাবনার জলস্তম্ভ অবিরত উঠিতেছে, আমাকে ফাঁপর করিল।

আমার প্রণয়সৌধ সমুদ্রতটে গঠিত, নিম্নভাগে অতল জলধি; গ্রন্থন দৃঢ় ছিল, একটি কণাও শিথিল ছিল না; তরঙ্গের আঘাতে দুই একটি সোপান ভাঙ্গিয়া গেলেও সতর্ক স্থপতি অব্যবহিত পরেই পুনঃ সংস্কার সাধন করিয়াছে। কিন্তু, কে জানিত হায়! ভিত্তির নিম্নভাগ ধৌত ও শূন্যগর্ভ হইয়াছিল, একদিন হঠাৎ ডুবিয়া পড়িবে!

আমার কল্পনার অন্ত আছে, দুঃখ অনন্ত; আশার শেষ হইয়াছে, জীবন অসীম; লক্ষ্য ফুরাইয়াছে ভাবনা ফুরায় না। আমি যে সমুদ্রে ডুবিলাম তাহার জলে শুষ্ক রসনা আর্দ্র করে না, লবণে রসনা রসযুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে তাহা নির্লবণ বালুকায় পরিণত হয়। জলেও আমার অন্তর্জ্জ্বালা, পিপাসা, অনলেও আমার শীত, অন্ধকার!

সেই বিদায় আজও আমাকে পুনরায় আকুল করিল। দিবাবসান সময়ে ক্ষিপ্ত সৈন্যগণ বিপক্ষ-প্রতি ধাবিত হইয়া যখন দুর্ব্বল হয়, জয়ের আশা থাকে না, কোন অরণ্যের অন্তরাল হইতে বিজয়ী বিপক্ষ-প্রতি অজস্র গোলা-বর্ষণ করিয়া পলায়ন করে, আমার হৃদয়ে চারিদিক হইতে সেইরূপ অগণ্য গোলা বর্ষিত হইতেছে। আমি এখনও বিদায়-সময়ের সেই অবস্থায়, সেই কক্ষে দাঁড়াইয়া আছি, কল্পনা-নয়নে সেইরূপ প্রাণেশের সগৌরব অশ্রুসংবরণ-প্রয়াস এবং তজ্জনিত আরক্তিম কপোলনয়ন প্রত্যক্ষবৎ অবলোকন করিতেছি। আমি নিঃশব্দে অশ্রুবিসর্জ্জন করি, তিনি চিত্রবৎ নীরব, নিস্পন্দ; শিশু সন্তানটি একবার আমার দিকে, একবার তাঁহার মুখ-পানে তাকাইয়া নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত, কারণ জানে না, অথচ চকিত, পরিশেষে কাঁদিয়া উঠিল, অচেতন

দিয়া দম্পতী-হৃদয়ে ক্ষণেকের জন্য চেতনার সঞ্চার হইল। নাথ একবার সেই গতিশীল সজীব শিশিরষিক্ত গোলাপটি তুলিয়া ক্রোড়ে লইলেন, মুখ-চুম্বন করিলেন। তাঁহার ক্রোড়ে তাঁহার আত্মজ, কুসুমে সুবাস; সমক্ষে আমি, আয়তনয়নে একদৃষ্টে দেখিতেছি, মুহূর্ত্তজন্য সকল ভাবনা ভুলিয়াছি। অহো! কি মনোহর দৃশ্য! আজ সকল চিন্তা, সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে হৃদয়ে সেই সুখের চিত্রটি জাগিয়া উঠিল। দুঃখার্ণবের লবণাক্ত সলিলে হৃদয় আতট-পূর্ণ, যেখানে যাহা কিছু সুন্দর তৃপ্তিপ্রদ ছিল, সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে; শোকের আবর্ত্তে, উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে,জানিনা কিরূপে সেই অন্তর্নিমগ্ন একটি দৃশ্য ভাসাইয়া উঠাইল, নীল-সলিল-মধ্যে সেই শুভ্র পাত্রটি দেখিতে পাইলাম, আবার ডুবিয়া পড়িল। হায় এজীবনে সে দৃশ্য আর দেখিব না; সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর, সেই অভ্যস্ত, পরিমিত পাদশব্দ আর শুনিব না; ঐযে প্রাচীরাঙ্গে একটি চিত্র রহিয়াছে, যতই তাহার প্রতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক চাহিয়া দেখ, ততই তাহার নীরব অবস্থা, নিশ্চল চক্ষু রসনা, হস্তপদ তোমার হৃদয়ে ব্যথা জন্মায়; অভাগিনীর হৃদয়-লম্বিত চিত্রটি তেমনই হৃদয়-বিদারক।

সেই দৃশ্য, সেই সুখের থালাখানি একবার ভাসিয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তাহার একপৃষ্ঠ দেখিলাম, অন্যভাগ দেখিলাম না। শরতের অপরাহ্নে বায়ু বহিলে কাশ-কুসুম সকল যেমন উচ্ছৃঙ্খলভাবে উড়িতে থাকে, আমার উন্মাদ-চিন্তা সেইরূপ ভ্রান্তিবিতাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ছড়িয়া পড়িতেছে, কিছুই স্থির থাকিতেছে না। যে দৃষ্টিভ্রমে প্রকৃতির ঐ অনন্ত পুষ্পপাত্রে অগণ্য নক্ষত্র-কুসুম দেখা যায়, রৌদ্রের সময় মরুভূমিতে সৌধরাজি বিরাজ করে, কলকল ধারে তটিনী প্রবাহিত হয়, আমার অন্তর্নয়নের সেইরূপ ভ্রম উপস্থিত, কিছুই অবিকৃত দেখিতেছি না। চিন্তা ধূমকেতু, কোন একটি নির্দ্ধারিত কক্ষ নাই, অবিরত ঘুরিতেছে, একবার বহুদূরে যাইতেছে, আবার পূর্ব্বস্থানে হৃদয়ের বায়ুকোণে,—যেস্থান হইতে ঝটিকা প্রবাহিত হয় সেই স্থানে,—আসিয়া উদয় হইতেছে। যখন উদয় হয়, তখনই হৃদয়রাজ্যে উপপ্লব, লোকপীড়া, মহামারী!

বিদায়ের মুহূর্ত্ত। আর একবার তনয়ের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আমার ক্রোড়ে দিলেন, শুক্তিকায় মুক্তাফল সংলগ্ন হইল। তাঁহার প্রণয়পূর্ণ নয়ন,

সেই প্রণয়োন্মত্ত হৃদয়, ইচ্ছার বিপরীতে, অনেক চেষ্টায়, অতিকষ্টে আমা হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া চলিলেন। হায়! তখন বিদীর্ণ, বিচ্ছিন্ন মর্ম্মস্থান হইতে যে শোণিত স্রোত,—অদৃশ্য, অলোহিত তীব্র তরঙ্গ,— ধাবিত হইতে ছিল, তাহার বেগ কেমন দুর্নিবার! দেখিলাম দুইটি চক্ষু রুমাল দ্বারা আবরিত হইল, দক্ষিণ হস্ত হৃদয় চাপিয়া ধরিল,—বুঝি আস্ফালন করিয়া বাহির হইতেছিল, হস্ত তাহার প্রতিরোধ করিল! একবার, মাত্র একবার ফিরিয়া চাহিলেন; আকৃতি গম্ভীর, নয়ন ম্লান, বারিভারাক্রান্ত। আর আপনাকে বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারিলেন না, আর আমার দিকে তাকাইলেন না, বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মেঘাবরিত দিবাকরের সেই মূর্ত্তি অবলোকন করিলাম, চারিদিকে ছায়া পড়িল, তখন অসহ্যগ্রীষ্ম, অসহ্য জ্বালা। আমার তখন কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল মনে হইতেছে না। কিযেন কেমন শিরোবেদনা, কিযেন কেমন অনির্ণীত রোগ-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, সমস্ত বিশ্বসংসার,—পাদতলে পৃথিবী, উপরে চন্দ্রসূর্য্য-সমন্বিত আকাশ, চারিদিকে গৃহাদি, বৃক্ষবল্লী, সমস্ত—ঘুরিতে লাগিল। যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখানেই বসিয়া পড়িলাম। হৃদয়ের মধ্যে কেমন যেন একটি বেদনা বোধ হইতে লাগিল। তখন উষ্ণনিশ্বাসের সহিত হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে যে দুঃখ-বাষ্প উদ্গীরিত হইয়াছিল, তাহাতে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একখানি বস্ত্রে মস্তক, নাসিকা, মুখ একবারে আবরণ করিয়া মস্তকে অবিরত জল ঢালিলে যেমন নিশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুদশা উপস্থিত হয়, আমার যেন ঠিক সেই অবস্থা হইল।

বিদায়ের সেই দৃশ্য স্মরণ হইতে প্রাণ অনেক দিন আতঙ্কে সিহরিয়া উঠিত। স্তম্ভনকর বিপদ মনে করিতে কে অন্ততঃ মুহূর্ত্তজন্য স্তম্ভিত না হয়? স্বপ্নেও সময় সময় সে অবস্থা দেখিতাম, চমকিয়া উঠিতাম। নিদ্রাবস্থায় প্রাণেশকে কখন কখন ঐরূপ মাসেকের জন্য বিদায় দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাঁহাকে প্রাণে ধরিয়া স্বপ্নেও চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে পারি নাই, ভ্রমময় স্বপ্নও তেমন ভ্রমে পতিত হইতে সাহস পায় নাই!

বিদায় ত সকলই, কিন্তু বিদায় হইতে বিদায়ের অনেক অন্তর। যখন বিদ্যা-লয়ের ছাত্রগণ বিদায় প্রাপ্ত হয়, প্রফুল্ল হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে করতালি

গৃহাভিমুখে গমন করে, তখন তাহাদের কত সুখ, কত উৎসাহ; খেলা-সহ মিলন বাল্যজীবনের সহোদর-সঙ্গ। প্রবাসী অর্থোপার্জ্জনে বহুদিন বিদেশে থাকিয়া, প্রভুর নিকট, কর্ম্মের নিকট গৃহগমন জন্ত বিদায় লয়, জনক জননী দেখিবে, জন্মভূমি দেখিবে, সহোদর সহোদরা, স্ত্রী পুত্র, প্রিয় প্রতিবেশী, সকলের সহিত মিলিত হইবে; এ বিদায় বড় সুখের বিদায়। বন্দী কারামুক্ত হইলে, নির্ব্বাসিত স্বদেশে প্রত্যাগমনের অনুমতি পাইলে তাহারা কত সুখী! তাহাদের বিদায় কেমন আহ্লাদজনক! এ গ্রহের আলোকময় পৃষ্ঠ, অন্ত পার্শ্ব নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কলটির যে পার্শ্ব রৌদ্র পায় তাহা তুমি দেখিয়াছ, পত্রের আবরণ সরাইয়া অন্ত দিক দেখ। যে হাসিতে জানে, সে কাঁদিতেও জানে। বিদেশে যাইবার জন্ত বালকের জননীর নিকট বিদায়; প্রবাসীর প্রবাস গমনে পরিবারস্থ সকলের, বিশেষতঃ জননী এবং সহধর্ম্মিণীর নিকট দীর্ঘ কালের জন্ত বিদায় প্রার্থনা; দণ্ডিতের কারাগারে প্রবেশ জন্ত আত্মীয় স্বগণ স্থানে বিদায়; নির্ব্বাসিতের জীবিত থাকিয়াও স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলের নিকট ইহজন্মের তরে বিদায় গ্রহণ;—এ সমস্ত কি সামান্ত ক্লেশ জনক? তখন কি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও অন্ধ প্রায় হয় না? কুম্ভকারের চক্রের ন্তায় মস্তক কি অনবরতঃ ঘুরিতে থাকে না? হৃদয় কি ব্যাকুল হইয়া ছট্ ফট্ করে না? আবার ঐ যে বধ্যভূমি, ঐ যে ফাঁসিকাষ্ঠ রহিয়াছে, যখন কোন ব্যক্তি পরিবারের হৃদয়ে কুঠার মারিয়া ঐ স্থানে গমন করে, ঘাতক তাহার গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া দিয়া পদতলের অবলম্বন কাষ্ঠ ফেলিয়া দেয়, হস্তপদ বদ্ধ, নড়িবার সাধ্য থাকে না, অসভ্যের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা শাস্ত্রে, দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের পাশবপ্রকৃতিতে ঈশ্বর-সৃষ্ট মহাপ্রাণী সংসারের নিকট বিদায় লইতে বাধ্য করে, মন খুলিয়া কথাটি বলিতে সাধ্য থাকে না, সে বিদায় কেমন শোচনীয়? অদৃশ্য বধ্যকাষ্ঠে কালচক্রসূত্ররজ্জুতে প্রতি মুহূর্ত্তে বদ্ধ এবং নিহত শত শত ব্যক্তির বিদায় গ্রহণ কি তাহার হৃদয়ে, আত্মীয়জনের পক্ষে সামান্ত ক্লেশ জনক? আত্মা অদৃশ্য বেলুনে আরোহণ করিয়া বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন, দেখিতেছেন পিতা স্তম্ভিত, মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতেছেন, ভ্রাতা ভগ্নী, তনয় তনয়া ধূলি ধূসরিত, মূর্চ্ছিত, আর প্রণয়-প্রতিমা প্রণয়িনী, যাহাকে মুহূর্ত্ত জন্ত নয়নের আঁধার করিতে হৃদয় হাহাকার

করিয়া উঠিত, তাহার যেন সংজ্ঞা নাই, সেরূপ সঙ্কোচ নাই, হাহাকার ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া সকল শরীরে মাখিয়াছে, ঔদাস্য তাহার হৃদয়ে, বদনে, নয়নে অবস্থান করিতেছে, নবীন যোগিনী উর্দ্ধনেত্র নিমীলিত করিয়া আরাধ্যদেবের প্রিয়তম মূর্ত্তি যেন মানস নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। আবার নির্জ্জন নদী-তটে প্রতিবেশীগণ এত আদরের শরীরটিকে চিতায় উঠাইয়াছে, জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বহস্তে মুখানল করিতেছে, যাহাতে কণ্টকাঘাত সহিত না, সেই শরীর প্রচণ্ড হুতাশনে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে, যে বদন ক্রোধ-বিকৃত হইলে লজ্জা বোধ হইত, আজি তাহা অনল সংযোগে বিকৃত, বিবর্ণ হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সকল শেষ হইল, ভস্ম সকল ধৌত হইয়া গেল, প্রতিবেশীগণ শ্মশানবন্ধুর কার্য্য সমাপন করিল, নির্জ্জন স্থান নির্জ্জন করিয়া উদাস্ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল, আর চিতার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। দেখিতে দেখিতে তাহাদের মনোবেদনার শান্তি হইল, পরিবারস্থ সকলে চিত্তবেগ প্রশমিত করিল, জননীর এবং প্রণয়িনীর হৃদয়ে অগ্নিরউপর ভস্ম পড়িল,— হৃদয়ের একাংশ ভস্মহইয়া অগ্নি কথঞ্চিৎ আবরণ করিয়া রাখিল,—তত তাপ নাই, তত যন্ত্রণা নাই, এখন আর প্রতি মুহূর্ত্তে অশ্রুপাত হয় না, যে জল উথলিয়া নয়ন পথে বাহির হইত তাহা একটি আবর্ত্তে পরিণত হইয়া অভ্যন্তরেই ঘুরিতেছে। আত্মা দেখিতেছেন, শরীরটি মৃত্তিকায় সমাহিত হইল, সাম্রাজ্য শাসন করিয়া যাঁহার তৃপ্তি ছিল না তাঁহার শরীর (শরীর রক্ষক হইতে অন্তর হইল,) সার্দ্ধতিন হস্ত পরিমিত স্থানে শয়ন করিল, তাহার নিকট সমাধিমন্দির গঠিত হইল, সুপুরুষ, বীরবর, প্রণয়ী, মহারাজ একাকী নীরবে নির্জ্জনে পড়িয়া রহিলেন। আত্মা দেখিতেছন, মৃতদেহ সকলে কলসীবাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া দিল, মৎস্য, কূর্ম্ম, কুম্ভীরে আহার করিতে লাগিল। আত্মা দেখিতেছেন, শবটি অন্তিমের শান্তিমন্দিরোপরি রহিয়াছে, গৃধিনী শকুনী আহার করিতেছে, বায়সে প্রিয়তমার ভালবাসার অধরযুগল মনোভাবের সূচীপত্র নয়নদ্বয়, সমস্ত শরীর চঞ্চুবিদ্ধ করিতেছে (১)। আত্মা দেখিতেছেন

---

(১) পার্সীদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এইরূপ।

দেহ ব্যাঘ্রে, ভল্লুকে, সিংহ কুম্ভীরে আহার করিতেছে। আত্মা দেখিতেছেন সময়ের তীক্ষ্ণ ছুরীকায় দেহবিমুক্ত মস্তক মৃত্তিকায় গড়াইতেছে, শরীর হইতে শোণিতস্রোত বেগে বহিয়া বালুকা কর্দ্দমিত করিতেছে। আত্মা দেখিতেছেন বৃদ্ধ জনক জননীর মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে সন্তানগণ তাহাদিগকে ঊর্দ্ধে শিলাখণ্ডে, গৃহের উপর বেগে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতেছে, তাহাদের আহারে সেই শরীর নিঃশেষ হইতেছে (১)। তখনকি সংসার ছাড়িয়া, পরিবার ছাড়িয়া, এত সুন্দর শরীরটি পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, অগ্নি মৃত্তিকার নামে উৎসর্গ করিয়া বিদায় লইতে,—আত্মার যদি চক্ষু থাকে, চক্ষে অশ্রুপাত হয় না? যদি হৃদয় থাকে, সে হৃদয় ব্যথিত হয় না? আর যাহারা প্রাণে ধরিয়া বিদায় দিতে বাধ্য হইল, তাহাদের কি প্রাণ অজল-সমুদ্রে হাবুডুবু করে না? তাহাদের কি নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে না? আমি অভাগিনী, তখন বিদেশ গমনে এক মাসের জন্য প্রাণে ধরিয়া প্রাণেশকে বিদায় দিতে পরিলাম না, তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে, আমার কার্য্যে, বিদায় লইতে আসিলেন আমাকে সঙ্গে না লওয়াতে অনায়াসে নির্দ্দয় বলিয়া মনে মনে নিন্দা করিলাম, আজ সেই আমি তাঁহার প্রাণকে আমার নিকট, উভয়ের প্রিয় শরীরের নিকট, সংসারের নিকট বিদায় লইয়া যাইতে নিষেধ করিতে, ধরিয়া রাখিতে, সঙ্গে যাইতে পারিলাম না! হায় হায়! বিদায় ভয়ানক রাক্ষস, বিদায় সর্ব্বভূকহুতাশন। আমার অতি আশা, অতিশয় আকাঙ্ক্ষা যেমন হুতাশনের ন্যায় দিবানিশি জ্বলিত, বিদায়ের হুতাশনে মিশিয়া ঐ দেখ কেমন জ্বলিতেছে!

এই শেষ বিদায়কে চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দিয়া যদি কোন মহাপুরুষ, সৃষ্টির প্রথম সন্তান মনু বা আদম্ আজি বর্ত্তমান থাকিতেন; আজ যদি প্রাচীন মৈশরীয় রাজগণের যত্ন রক্ষিত মৃতশরীর জীবিত হইয়া উঠিত; যদি নিত্য পর্ব্বতের ন্যায় সেই মহামূর্ত্তি দণ্ডায়মান থাকিত; আর

---

(১) কোন কোন অসভ্যপার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এই রাক্ষস-নিয়ম প্রচলিত থাকা শুনা যায়।

কত শত বংশধরগণ, লক্ষ লক্ষ পূর্ব্ব পরিচিত ব্যক্তি মনের চিন্তার ন্যায় এক একটি করিয়া বিদায় হইয়া যাইতে দেখিতেন; যদি কোটি-কল্প-ব্যাপী আপন জীবনে সেই মহাপুরুষ যত ঘটনা দেখিয়াছেন, যত শুনিয়াছেন, রোগ শোক পাপ তাপে যত কিছু সহ্য করিয়াছেন, সে সমস্ত স্বহস্তে পুস্তকাকারে লিখিয়া রাখিতেন, তবে আজ সংসার বিদায়ের প্রকৃতি বুঝিতে পারিত। ঐ যে আকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্রে স্বহস্তে কর্ষণ করিয়া বিধাতা নক্ষত্র বীজ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, একদিন ঐ ক্ষেত্রে অগণ্য বৃক্ষ জন্মিত, তাহার শাখায় প্রশাখায় প্রতি পল্লবে ঐ সমস্ত নক্ষত্রজাত বৃক্ষে যেরূপ আকাশ-কুসুম ফুটিতে পারে সেই রূপ ফুটিত, তাহাতে লোকের অদৃষ্ট ফল ও ফলিত। সে ফল নিত্য, স্থায়ী। এখন যেমন অল্প সময়মধ্যে জীব-লিপি সমাপন হয়, তাহা চির-দিনের জন্য বদ্ধ করিয়া মৃত্যু তাহার উপরিভাগে নামের মহর বসাইয়া দেয়, এভাব আর থাকিত না, এরূপ বিদায় আর কেহ লইত না। মানব মাত্রই যুধিষ্ঠির,—স্থিরভাবে জীবনযুদ্ধে বিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করে, পরিশেষে মহাপ্রস্থানে মহাপ্রস্থান করিয়া বিবেকগ্রস্ত হৃদয় প্রশমিত করে; এ মহা-প্রস্থান থাকিত না।

সৃষ্টির প্রথম সংখ্যক মনুষ্য হইতে এপর্য্যন্ত যত লোক মৃত্তিকায় শরীর মিশাইয়াছে সেই সমস্ত মৃত দেহ একস্থানে স্থাপন কর, একদৃষ্টে সেই স্তূপের দিকে এক অাহোরাত্র চাহিয়া থাক, তাহা হইলে বিদায় কি বুঝিতে পারিবে। নিম্নে সেই মৃত-শৈল, উর্দ্ধে আকাশ পথে সঞ্চরিত বলাকাশ্রেণীর ন্যায় সহস্র সহস্র আত্মার অনন্ত সমুদ্রে সন্তরণ একবার মানসনয়নে দেখিয়া লও;—শরীরের নিকট আত্মার, আত্মার নিকট শরীরের বিদায় একবার বুঝিয়া লও; বিরাটরাষ্ট্রে শমীবৃক্ষে শববৎ লম্বমান পাণ্ডবগণের অস্ত্র শস্ত্র, কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীকে যে বিদায় শিক্ষা দিয়াছিল, মানব! এক-বার সেই বিদায় শিখিয়া লও। তখন তোমার মিদাস্ ভূপতির (১) স্পর্শমণি ভূচ্ছজ্ঞান হইবে, তোমার দিব্য চক্ষু প্রকাশ পাইবে।

(১) মিদাস্ ফ্রিজিয়ার রাজা ছিলেন। তাঁহার অতুল্য সম্পদ ছিল, তাঁহার আশা তাহাকে নিরস্ত না হওয়াতে তিনি জুপিটারের নিকট প্রার্থনা করিলেন তিনি যাহা

নিমাই জননীর নিকট বিদায় লইয়া সন্ন্যাসী হইলেন; বুদ্ধদেব স্বজন বন্ধু, জনক জননী, রাজ্য সুখ, প্রিয়তমা গোপাদেবীর নিকট বিদায় লইয়া যোগ সাধনে নিরত রহিলেন। আমার বিদায় সে বিদায় নহে। মহা-প্রস্থান ও বহু দূরবর্ত্তী। তথাপি আজ আমি বিদায় লইব। এ বিদায়ে ছাত্রের আনন্দ, বৈরাগ্য পূর্ণ ধর্ম্মভাব, মহাবিদায়ের ভীষণ ভাব কিছুই নাই; তবু আজ বিদায় লইতে বসিলাম। আমি আমার হৃদয়-চিত্র দেখাইয়াছি;—বাত-তাড়িত শ্মশান ভস্ম, নরকের কৃমি-কীটদংশন, পিশাচের অত্যাচার, অভাব-ময় শূন্য ভাব, সকল দেখাইলাম এখন পাঠকের নিকট বিদায় লইব। এই দেখ হৃদয়-কবাট রুদ্ধ, হইল,—বহির্দ্বার রুদ্ধ অভ্যন্তরে অট্টালিকা সমূহ শোক বর্ষণে দুঃখের ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,—কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা আপন হইতে পতিত হইল, এ দগ্ধ হৃদয় আর কেহ দেখিবে না, আর কেহ অদৃশ্য-দাব-দাহ, নিয়তির কুঠারাঘাত, সর্পের বিষ-দন্ত সংস্থাপন, কাপালিকের শ্মশান ভূমি কিছুই দেখিবে না, সমস্ত আধাঁর হইল। আলোকের পর অন্ধ-কার আসিতে গোধূলীর ক্ষীণালোকও এ জীবন দ্বার আলোকিত করিবে না; গাঢ় অন্ধকারের কৃষ্ণবস্ত্র সমস্ত আবরণ করিল। যে পর্য্যন্ত স্থির প্রদীপ না

স্পর্শ করিবেন তাহাই স্বর্ণ হইবে। জুপিটার তথাস্তু বলিয়া বিদায় হইলেন। পরি-শেষে সকল বস্তু, নিজের খাদ্য পানীয় পর্য্যন্ত স্বর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া জুপিটারের নিকট এ বর ফিরিয়া লইতে প্রার্থনা করিলেন; জুপিটার তথাস্তু বলিলেন, মিদাস্ রক্ষা পাইলেন।

এ পোলো ক্রুদ্ধ হইয়া মিদাসকে গর্দ্দভকর্ণ প্রদান করেন। মিদাস্ কাণ ঢাকিয়া রাখিতেন নাপিত ক্ষৌরী করিবার সময় দেখিতে পাইল। রাজা তাহাকে বলিলেন "যদি একথা প্রকাশ কর তবে তোমাকে হত্যা করিব।" নাপিত মহা বিপদে পড়িল। কথাটি প্রকাশ করিতে পারে না, পেটেও রাখিতে পারে না; অগত্যা মাটিতে গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তের মধ্যে কথাটি দিয়া পুনরায় গর্ত্ত মাটিতে পূর্ণ করিল। ঐ স্থানে নল বন হইল। নল গুলি বায়ুতে সঞ্চালিত হইত, তাহা হইতে 'মিদাসের গাধার কাণ, মিদা-সের গাধার কাণ', এইরূপ শব্দ শুনা যাইত।

সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মিদাস দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

জ্বলিবে, তৈল প্রদান ব্যতীত, রোমের পবিত্র বহ্নির ন্যায়, বশিষ্ঠের হোমাগ্নির ন্যায় স্থির বহ্নি ঐশহস্তে প্রজ্বলিত হইয়া এই অন্ধকার বিনাশ না করিবে, সে পর্য্যন্ত কেহ কিছু দেখিবে না। যখন কাল-সমুদ্রের এক প্রান্তে পার্শ্ববর্ত্তী এই সামান্য মৃদ্বিন্দু স্খলিত হইয়া পড়িবে, অনন্ত বারি রাশিতে একবারে অচিহ্ন হইয়া মিশিয়া যাইবে, তখন যদি কেহ দেখিতে পাও, সেই অগণিত বুদ্বুদ-মধ্যে কোন একটি বুদ্বুদে সুর-লোক-বাসী সুখ-সূর্য্যের শুভ্রালোক প্রতিফলিত দেখিতে পাও, তখন বলিও বিধবার এই বিদায় শেষ বিদায়, এ বিদায় সুখের বিদায়।

সম্পূর্ণ।